



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন

“আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প
(১ম সংশোধন)”- শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ



ইনোভেশন এক্সপ্রেস

জুন ২০২১

সূচিপত্র

ক্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
i	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	iv
প্রথম অধ্যায় : প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের পরিচিতি	১
১.৩	প্রকল্পের লক্ষ্য	১
১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
১.৫	প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.৬	প্রকল্পের অর্থায়ন	২
১.৭	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	৪
১.৮	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৪
১.৯	প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা	৭
১.১০	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	১০
১.১১	লগফ্রেম	১২
১.১২	প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা	১৫
১.১৩	এসডিজি, ভিশন ২০২১ ও পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান এর সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্যতা	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা		
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি	১৮
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য	১৮
২.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কার্যপরিধি	১৮
২.৪	নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	১৯
২.৫	প্রকল্প এলাকা	২২
২.৬	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পরিকল্পনা	২৩
২.৭	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	২৪
২.৮	সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা	২৮
তৃতীয় অধ্যায় : ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩০
৩.২	ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	৫১

ক্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
i	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	iv
৩.৩	উদ্দেশ্য অর্জন	৫৯
৩.৪	প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা	৬০
৩.৫	প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ বিষয়ক জাতীয় নীতি ও আইনসমূহ অনুসরণ	৬৭
চতুর্থ অধ্যায় : প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা		
৪.১	সবল দিকসমূহ	৭২
৪.২	দুর্বল দিকসমূহ	৭৩
৪.৩	সুযোগসমূহ	৭৪
৪.৪	ঝুঁকিসমূহ	৭৫
পঞ্চম অধ্যায় : পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ		
৫.১	সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৭৬
ষষ্ঠ অধ্যায় : সুপারিশ ও উপসংহার		
৬.১	সুপারিশ	৭৯
৬.২	উপসংহার	৭৯
সংযুক্তিসমূহ		
৭.১	সংযুক্তি-১ স্থানীয় কর্মশালা এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৮১
৭.২	সংযুক্তি-২ Final Acceptance Test Report Index	৮৫
৭.৩	সংযুক্তি-৩ Individual Tower wise Construction Status Details	৮৭

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ ‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি ১৩৫৬৫৯.২৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ২৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রথম সংশোধন ২৫০৫৩৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি জিওবি, এডিবি এবং পিজিসিবি’র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৫.৮২% জিওবি, ৫০.৭২% এডিবি এবং ১৩.৪৬% পিজিসিবি’র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ৭৫ কি.মি. ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ; গোপালগঞ্জ - মংলা ৪০০ কেভি ৯৬.৯৩ কি.মি. ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ; পদ্মা সেতুর পাশ দিয়ে ৪০০ কেভি ৭.৫২ কি.মি. রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণ; এবং আমিনবাজারে ৪০০/২৩০ এআইএস কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: ৩x৫২০ এমভিএ ট্রান্সফার্মার, ৪০০/২৩০ কেভি, ত্রি-ফেজ ট্রান্সফার্মার। ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা, গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা; খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলা জুড়ে প্রকল্পটির অবস্থান। প্রকল্পটি চার বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও মার্চ ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৮৭.২৫%। অবশিষ্ট সময়ে প্রায় ১২.৭৫% আর্থিক অগ্রগতি অর্জন এবং সমুদয় নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদন করে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।

আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন রুটে মোট ২১৬টি টাওয়ারের মধ্যে ২১১টির অর্থাৎ ৯৭% টাওয়ারের পাইলিং-এর কাজ, ৭৯% টাওয়ারের পাইল ক্যাপ নির্মাণ কাজ, ৩৩% টাওয়ার স্থাপনের কাজ এবং ২৪% টাওয়ারের উপর বৈদ্যুতিক তীর টানার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাকি ৭৬% বৈদ্যুতিক তীর টানার কাজ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে শেষ করতে হবে। গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন রুটে মোট ২৭০টি টাওয়ারের মধ্যে ২৬৮টি অর্থাৎ ৯৯% টাওয়ারের পাইলিং-এর কাজ, ৯৮.৫২% টাওয়ারের পাইল ক্যাপ নির্মাণ কাজ, ৯২% টাওয়ার স্থাপনের কাজ এবং ৪০% টাওয়ারের উপর বৈদ্যুতিক তীর টানার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাকি ৬০% বৈদ্যুতিক তীর টানার কাজ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে শেষ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পে ACSR conductor এর পরিবর্তে ACCC conductor ব্যবহার করার ফলে লাইনের মধ্যে দিয়ে প্রায় দ্বিগুণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা সম্ভব হবে। ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশন সমাপ্ত হবার পর পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ-এর নিকট পর্যায়ক্রমে টাওয়ারের ফাউন্ডেশন হস্তান্তরের পর এ ফাউন্ডেশনগুলোর উপর টাওয়ার স্থাপন ও টাওয়ারের উপর তার টানার কাজটি নির্বাচিত EPC ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।

বিগত ২৮শে মার্চ আমিনবাজার ৪০০ কেভি উপকেন্দ্রের টেস্টিং এবং কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। ফাইনাল টেস্টিং এন্ড কমিশনিং রিপোর্ট প্রতিবেদন দাখিলের কাজ চলমান আছে। গ্রিড সাবস্টেশনটির নির্মাণের আওতাভুক্ত কাজের মধ্যে তিনটি ৫২০ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার, চারটি ৪০০ কেভি বে, দুটি ২৩০ কেভি বে এবং তিনটি ট্রান্সফরমার বে নির্মাণ করা হবে। সাবস্টেশনটি চালু হলে রামপাল ও পায়রা হতে বিদ্যুৎ উচ্চভোল্টেজে আমিনবাজার এনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছানো সহজ হবে। এতে বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিডের সক্ষমতাও অনেকাংশে বাড়বে। পিজিসিবি’র গৃহীত আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের আওতায় এ সাবস্টেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের নির্মাণ কাজ অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১ শেষ হবার কথা থাকলেও রিভার ক্রসিং টাওয়ারের কাজের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম। পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণাধীন টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হলে মংলা থেকে

আমিনবাজার পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হবে না। পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ নির্মাণাধীন ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং রিভাইজড কর্মপরিকল্পনা পিজিসিবি বরাবর প্রেরণ না করার ফলে প্রকল্প দপ্তরের পক্ষ থেকে ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের কার্যক্রম কবে নাগাদ শেষ হবে তার সম্পূর্ণ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পভুক্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন পদ্মা নদী ক্রসিং এর জন্য নির্মাণাধীন টাওয়ার ফাউন্ডেশন হস্তান্তর না হওয়ায় প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম সমাপ্তির পথে থাকলেও প্রকল্পের সার্বিক সমাপ্তি বিলম্বিত হচ্ছে। তাই পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে টাওয়ার ফাউন্ডেশন হস্তান্তরের সময়সূচি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধন অথবা ব্যয় বৃদ্ধি না করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এ দুটি বিকল্পের মধ্যে যেটি সুবিধাজনক ও কার্যকর তা গ্রহণ করা যেতে পারে। একাধিক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত থাকায় তাদের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিটি প্যাকেজের জন্য একটি রিভাইজড ওয়ার্কপ্লান (Revised Work Plan) তৈরি করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নিবিড় ভাবে অনুসরণ করা এবং প্রতি মাসে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণ কাজের একটি প্রোগ্রেস রিপোর্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের শুরু হতেই ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল লোকবল পদায়ন করা হয়নি। প্রকল্পের শুরুতেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকবল ও অন্যান্য লজিস্টিক সহায়তা পাওয়া গেলে জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে টার্ন কী কন্ট্রাক্টরের পরিবর্তে ন্যূনতম বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্য এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল সংগ্রহ করে দেশীয় প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান দ্বারা সম্পন্ন করার বিষয়ে পিজিসিবি কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। বাস্তবায়নাধীন ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন হাই ভোল্টেজ লাইন হওয়ায় সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ভবিষ্যতে আরও জনবল প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। নির্মিত অবকাঠামোসমূহ ও অন্যান্য উন্নয়নকৃত সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের মধ্যে পদ্মা নদীর উপর ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন নির্মাণের ব্যয় উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখিত ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন ব্যয় প্রকল্প ব্যয় অংশে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এ বিষয়টি ব্যয় অংশের ফুটনোটে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে এডিবি'র প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুসৃত হয়েছে। তবে এডিবি'র গাইডলাইনে যে বিষয়গুলো অনুল্লিখিত অথচ পিপিআর-২০০৮ এ উল্লেখ আছে তা অনুসরণীয়/প্রতিপালনীয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা এবং টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি CPTU-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাই ভবিষ্যতে সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইনে অনুল্লিখিত বিষয়ে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রকল্পটি সময়মত বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে জাতীয় গ্রিডের সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

Abbreviation

ACCC	: Aluminum Conductor Composite Core
ACSR	: Aluminum Conductor Steel Reinforced
ADB	: Asian Development Bank
ADP	: Annual Development Programme
AIS	: Air Insulated Sub-station
BBS	: Bangladesh Bureau of Statistics
BERC	: Bangladesh Energy Regulatory Commission
BPDB	: Bangladesh Power Development Board
BREB	: Bangladesh Rural Electrification Board
CD	: Custom Duty
CEGIS	: Center for Environmental and Geographic Information Services
CPTU	: Central Procurement Technical Unit
DPP	: Development Project Proposal
EIA	: Environmental Impact Assessment
ECNEC	: Executive Committee of the National Economic Council
EPC	: Engineering Procurement and Construction
EQS	: Environment Quality Standard
FGD	: Focus Group Discussion
GIS	: Gas Insulated Sub-station
GoB	: Government of Bangladesh
ICB	: International Competitive Bidding
IDC	: Interest During Construction
IEC	: International Electro-technical Commission
IEE	: Initial Environmental Examination
IEEE	: Institution of Electrical and Electronics Engineers
IMED	: Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	: Key Informant Interview
KV	: Kilo Volt
LTM	: Limited Tendering Method
MKWh	: Mega Kilo Watt Hour
MTBF	: Medium Term Budgetary Framework
MVA	: Mega Volt Ampere

MVAR	:	Mega Volt Ampere Reactive
MW	:	Mega Watt
NCB	:	National Competitive Bidding
NLDC	:	National Load Dispatch Center
NOA	:	Notification of Award
NWPGCL	:	North-West Power Generation Company Limited
OPGW	:	Optical Ground Wire
OTM	:	Open Tendering Method
PAR	:	Project Appraisal Report
PGCB	:	Power Grid Company of Bangladesh Ltd.
PIC	:	Project Implementation Committee
PIT	:	Pile Integrity Test
PIU	:	Project Implementation Unit
PLI	:	Post Landing Inspection
PPA	:	Public Procurement Act 2006
PPR	:	Public Procurement Rules 2008
PSC	:	Project Steering Committee
PSI	:	Pre Shipment Inspection
PSMP	:	Power System Master Plan
PSSE	:	Power System Simulator For Engineering
RAP	:	Resettlement Action Plan
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SDG	:	Sustainable Development Goals
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TOR	:	Terms of Reference
VAT	:	Value Added Tax

Glossary

Access	The contracted right to use an electrical system to transfer electrical energy.
Ampere (Amp)	The unit of electric current.
Capacity	The load-carrying ability expressed in megawatts (MW) of generation, transmission or other electrical equipment.
Circuit	A path of conductors (wires) that an electric current follows.
Circuit Breaker	A device designed to open and close an electrical circuit.
Conductor	A material through which electric current flows easily, also referred to as wires.
Contingency	An outage of a transmission line, generator or other piece of equipment, which affects the flow of power on the transmission network and impact other network elements.
Demand	The rate at which electric energy is delivered to or by a system or part of a system, generally expressed in kilowatts (kW) or megawatts (MW) at a given instant or averaged over any designated interval of time.
Distribution	An interconnected group of lines and associated equipment for the local delivery of low-voltage electricity between the transmission network and end users.
Generation	The act of converting various forms of energy input (thermal, mechanical, chemical and/or nuclear energy) into electric power. Also the amount of electric energy produced, usually expressed in kilowatt hours (kWh) or megawatt hours (MWh).
Grid	The transmission and distribution networks operated by electrical utilities.
Heavy loads	High volume of electricity flowing on a line, transformer or other equipment to meet a high demand for electricity, usually during hot summer months.
Insulator	A material that opposes the flow of electric current; the ceramic piece that holds the conductor (wire) to the transmission structure.
Kilovolt	A unit of electromotive force = to 1,000 volts.
Kilowatt	A unit of electrical power (kW) = to 1,000 watts.
Kilowatt hour	A unit of electrical energy (kWh) equal to that done by one kilowatt acting for one hour.
Load	All the devices that consume electricity and make up the total demand for power at any given moment, like factories, distribution substations, etc.
Low voltages	Situation that can occur in parts of the system that are heavily loaded.
Megawatt	A unit of electrical power (MW) = to 1 million watts.
Open Air Switchgear	Switchgear that is mounted on a metallic framed cabinet and uses air as an insulator. Open air switchgear frames dominated the substation landscape. This technology requires enough space between gears to insure safety.

Outage	The unavailability of electrical equipment; could be planned for maintenance of unplanned (forced) by weather or equipment failures.
Overloads	Occur when power flowing through wires or equipment is more than they can carry without incurring damage.
Substation	Changes energy from one amount of voltage to another, often in the direction of a higher voltage to a lower voltage. A high-voltage transmission line will connect to a substation to move electricity into a low-voltage distribution system on its way to customers.
Switchgear	In electrical engineering, any of several devices used for opening and closing electric circuits, especially those that pass high currents.
Switching Station	Facility equipment used to tie together two or more electric circuits through switches. The switches are selectively arranged to permit a circuit to be disconnected or to change the electric connection between the circuits.
Transformer	An electromagnetic device for transforming energy from one circuit to another of different voltage levels as in alternating current system.
Transmission	An interconnected group of lines and associated equipment for the movement or transfer of electric energy between points of supply, and points at which it is transformed for delivery to customers or is delivered to other electric systems.
Volt	The International System unit of electric potential and electromotive force, equal to the difference of electric potential between two points on a conducting wire carrying a constant current of one ampere when the power dissipated between the points is one watt.
Voltage	A type of 'pressure' that drives electrical charges through a circuit. Higher voltage lines generally carry power over longer distances.
Watt	Unit of power equal to volts x amps
Right of Way (ROW)	The right to pass over another's land and includes land or an interest in land acquired for the purposes of laying, placing, maintaining, replacing and removing transmission lines or wires along with support structures for the conveyance of electric power.

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

রূপকল্প ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত মাস্টার প্ল্যান মোতাবেক পটুয়াখালী জেলায় নির্মাণাধীন পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৩২০ মেগাওয়াট, খুলনা অঞ্চলে নির্মাণাধীন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৩২০ মেগাওয়াট, রূপসা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৮৫০ মেগাওয়াট ও খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩৩০ মেগাওয়াট এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত আংশিক পরিমাণ বিদ্যুৎ ২০১৯ সাল হতে ২০২৪ সালের মধ্যে ইভাকুয়েশন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাজধানী ঢাকা দেশের সর্ববৃহৎ লোড সেন্টার হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় উল্লিখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদিতব্য বিদ্যুৎ ঢাকায় সঞ্চালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বর্তমানে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যুৎ গ্রিড দুটি ২৩০ কেভি আন্তঃসংযোগকারী লাইন দ্বারা উত্তরাঞ্চল জোনের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের গ্রিডের সাথে যুক্ত রয়েছে। গ্রিড দুটি হলোঃ ঈশ্বরদী - ঘোড়াশাল ১ম আন্তঃসংযোগকারী এবং আশুগঞ্জ - সিরাজগঞ্জ ২য় আন্তঃসংযোগকারী। পশ্চিমাঞ্চল এবং ঢাকার মধ্যে সরাসরি কোনও আন্তঃসংযোগ নেই। পশ্চিমাঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াও মংলা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ঢাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন করার লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর পাশ দিয়ে একটি ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ লাইনটি দিয়ে ভবিষ্যতে মাওয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতেও বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা সম্ভব হবে। এ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনটি তৃতীয় পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগকারী হিসেবে কাজ করবে। ট্রান্সমিশন লাইন ছাড়াও আমিনবাজারে একটি ৪০০/২৩০ কেভি সাব-স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

১.২ প্রকল্পের পরিচিতি

- (ক) প্রকল্পের নামঃ আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)
- (খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ
- (গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)
- (ঘ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২১
- (ঙ) প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ চলমান
- (চ) প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা, গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা; খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলা।

১.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য

প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে জাতীয় গ্রিডের সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রামপাল ও পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে সঞ্চালন করার সুবিধাদি তৈরি করা।

১.৫ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে পিজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন” প্রকল্পের মূল ডিপিপি এপ্রিল ২০১৬ সালে ১৩৫৬৫৯.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রকল্পটির ১ম সংশোধন ২৫০৫৩৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ নভেম্বর ২০২০ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

ডিপিপির ধরণ	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ	সময় বৃদ্ধির হার
মূল	জুলাই ২০১৬	জুন ২০২০	
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৬	জুন ২০২১	২৫%
১ম সংশোধন	জুলাই ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১	৩৭.৫%

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

১.৬ প্রকল্পের অর্থায়ন

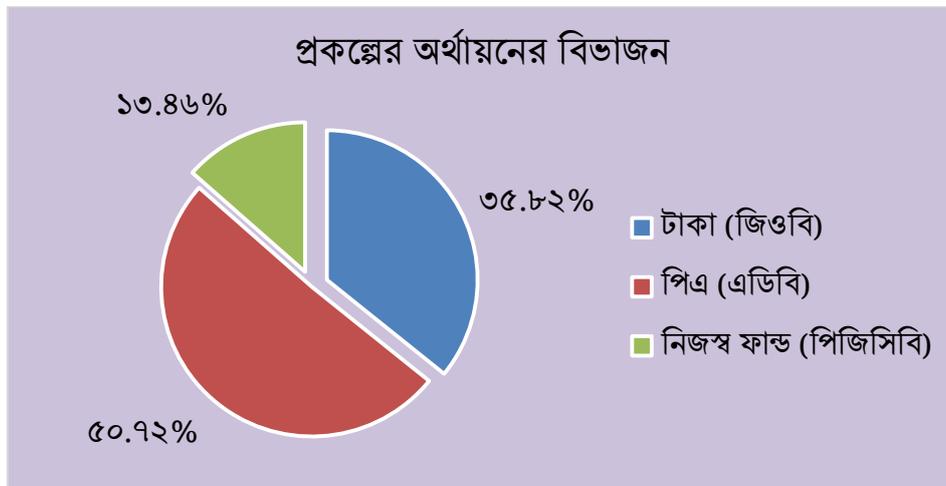
১.৬.১ প্রকল্পের ব্যয়

প্রকল্পটি জিওবি, এডিবি এবং পিজিসিবি’র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫০৫৩৭.০০ লক্ষ টাকা। আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন) প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫.৮২% জিওবি, ৫০.৭২% এডিবি এবং ১৩.৪৬% পিজিসিবি’র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(লক্ষ টাকায়)

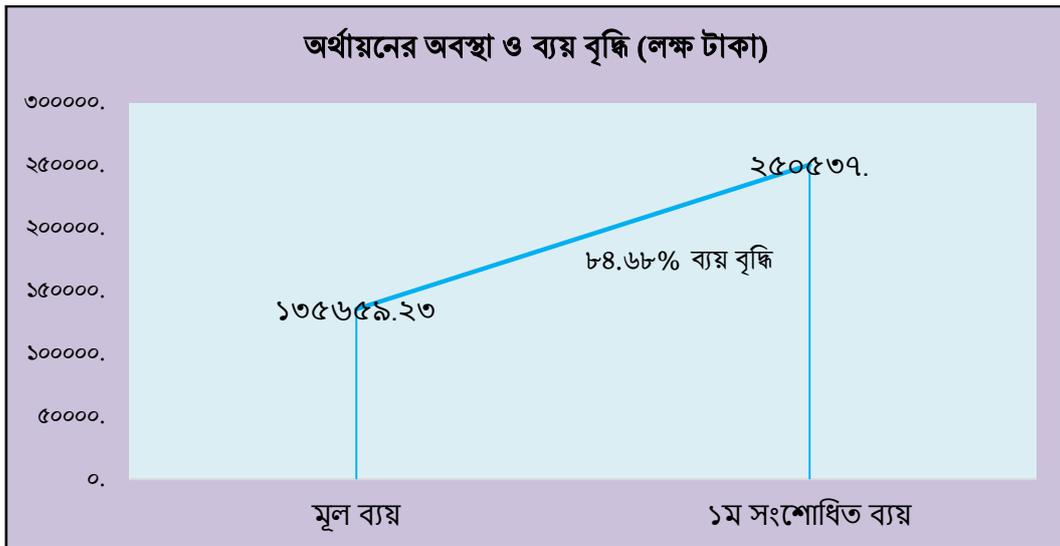
বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধন)	মূল ডিপিপির তুলনায় সংশোধিত ডিপিপির পার্থক্য	
			টাকায়	%
মোট	১৩৫৬৫৯.২৩	২৫০৫৩৭.০০	১১৪৮৭৭.৭৭	৮৪.৬৮%
টাকা (জিওবি)	৫৩৮৩৮.১২	৮৯৭৩২.০০	৩৫৮৯৩.৮৮	৬৬.৬৭%
পিএ (এডিবি)	৬৬২৯৯.২৭	১২৭০৬৯.০০	৬০৭৬৯.৭২	৯১.৬৬%
নিজস্ব ফান্ড	১৫৫২১.৮৪	৩৩৭৩৬.০০	১৮২১৪.১৭	১১৭.৩৫%

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

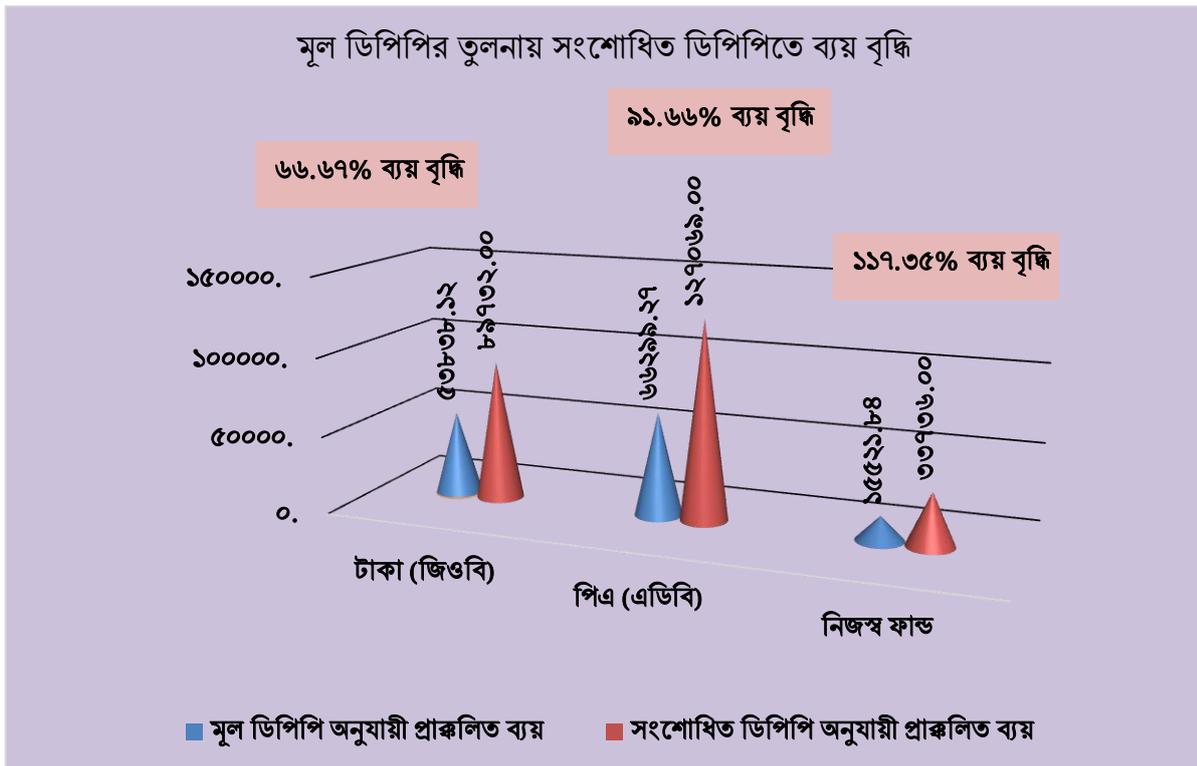


১.৬.২ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি

মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৫৬৫৯.২৩৩ লক্ষ (এক হাজার তিন শত ছাপ্পান্ন কোটি উনষাট লক্ষ তেইশ হাজার তিন শত) টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৫৩৮৩৮.১২২ লক্ষ (পাঁচ শত আটত্রিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ বার হাজার দুই শত) টাকা, প্রকল্প সহায়তা (এডিবি) ৬৬২৯৯.২৭৪ লক্ষ (ছয় শত বাষট্টি কোটি নিরানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার চার শত) টাকা এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) এর নিজস্ব ১৫৫২১.৮৩৪ লক্ষ (এক শত পঞ্চাশ কোটি একুশ লক্ষ তিরিশি হাজার চার শত) টাকা। ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫০৫৩৭.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি ৮৯৭৩২.০০ লক্ষ (আট শত সাতানব্বই কোটি বত্রিশ লক্ষ) টাকা, প্রকল্প সহায়তা (এডিবি) ১২৭০৬৯.০০ লক্ষ (এক হাজার দুইশত সত্তর কোটি উনসত্তর লক্ষ) টাকা এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) এর নিজস্ব ৩৩৭৩৬.০০ লক্ষ (তিনশত সাইত্রিশ কোটি ছত্রিশ লক্ষ) টাকা।



আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনের ফলে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮.৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে পিজিসিবির নিজস্ব ফান্ডের ব্যয় সর্বাধিক ১১৭.৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।



১.৬.৩ প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ

প্রকল্প কার্যক্রমের প্রথম বছর ও দ্বিতীয় বছরে মোট প্রকল্প ব্যয়ের যথাক্রমে ১% এবং ১.০৯% বরাদ্দ ছিল। ২০১৯-২০২০ সালে প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ছিল ৭৬২০৮.৭৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০.৪১%। পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে ২০২০-২১, ২০২১-২০২২ সালে যথাক্রমে ৯৯৯২৫.৯৬ লক্ষ টাকা (৩৯.৯%), ৪৬৪০৯.৭৩ লক্ষ টাকা (১৮.৫২%) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ উল্লেখ করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংশোধন	জিওবি	পিএ	পিজিসিবি	মোট	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় %
বছর-১ জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭	১ম সংশোধিত	১৬১৭.৭৫	৫২৮.০০	৩৫০.০০	২৪৯৬.৭৩	১%
	মূল	৯৩১৭.৬৬	৭৪১.০০	৮৭৮.০০	১০৯৩৬.৬৬	
বছর-২ জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮	১ম সংশোধিত	১৮৭৫.০০	১৩৬.০০	৭৩১.৩১	২৭৪২.৩১	১.০৯%
	মূল	১৩৩৫৩.২৫	২২৮৪৯.৫৩	৩২৯৯.৮৩	৩৯৫০২.৬০	
বছর-৩ জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯	১ম সংশোধিত	৬৮৩৭.৫০	১৫০৯২.৯২	৮২৩.০৯	২২৭৫৩.৫১	৯.০৮%
	মূল	১৫৮৫০.৪৪	২৩৬১৪.৮৩	৪৭৮৮.৯৬	৪৪২৫৪.২২	
বছর-৪ জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০	১ম সংশোধিত	৩১৬৪২.৬৯	৩৯৭৫৬.৬৩	৪৮০৯.৪৫	৭৬২০৮.৭৭	৩০.৪১%
	মূল	১৫৩১৬.৭৮	১৯০৯৩.৯২	৬৫৫৪.০৬	৪০৯৬৪.৭৬	
বছর-৫ জুলাই ২০২০-জুন ২০২১	১ম সংশোধিত	৩৭৩৫৩.১১	৪৫৭২৪.৯৯	১৬৮৪৭.৮৬	৯৯৯২৫.৯৬	৩৯.৯%
	মূল	-	-	-	-	
বছর-৬ জুলাই ২০২১- ডিসেম্বর ২০২১	১ম সংশোধিত	১০৪০৫.৯৫	২৫৮৩০.৪৬	১০১৭৩.৩২	৪৬৪০৯.৭৩	১৮.৫২%
	মূল	-	-	-	-	
সর্বমোট (জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২১)	১ম সংশোধিত	৮৯৭৩২	১২৭০৬৯	৩৩৭৩৫.০৩	২৫০৫৩৭.০১	১০০%
	মূল	৫৩৮৩৮.১৩	৬৬২৯৯.২৮	১৫৫২০.৮৫	১৩৫৬৫৯.২২	

১.৭ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রমসমূহ:

- আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ: ৭৫ কি.মি.;
- গোপালগঞ্জ - মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ: ৯৬.৯৩ কি.মি.;
- পদ্মা সেতুর পাশ দিয়ে ৪০০ কেভি রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণ: ৭.৫২ কি.মি.; এবং
- আমিনবাজারে ৪০০/২৩০ এআইএস কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: ৩x৫২০ এমভিএ ট্রান্সফার্মার, ৪০০/২৩০ কেভি, ত্রি-ফেজ ট্রান্সফার্মার।

১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের আওতায় ১৬৪.৬ কিলোমিটার আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন, ৯.৪ কিলোমিটার পদ্মা সেতুর পাশ দিয়ে ৪০০ কেভি রিভার ক্রসিং লাইন এবং আমিন বাজার ৪০০/২৩০ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের (৩x৫২০ এমভিএ ট্রান্সফরমার) এর সংস্থান রয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী খাতভিত্তিক বিভাজন অনুসারে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা সারণিতে দেয়া হলোঃ

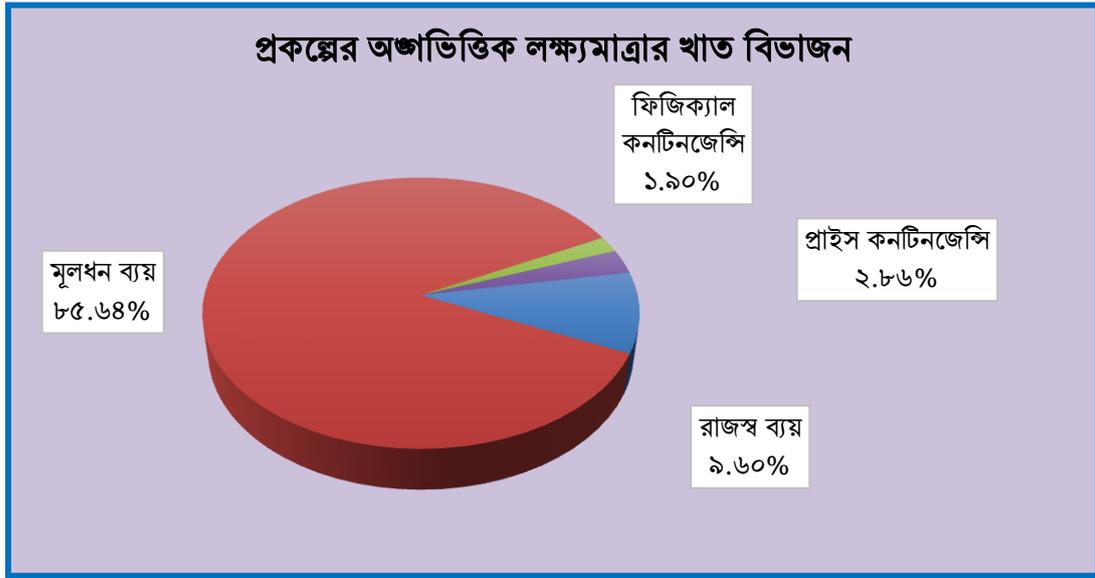
(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী				মোট ব্যয়ের শতকরা হার (হার)
		মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	জিওবি (বৈঃমুদ্রা)	পিএ (বৈঃমুদ্রা)	পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল	
কর্মকর্তাদের বেতন	৪০ জন	৮৩০.২৮	০.০০	০.০০	৮৩০.২৮	০.৩৩
কর্মচারীদের বেতন	৭ জন	৭৫.৯৩	০.০০	০.০০	৭৫.৯৩	০.০৩
ভাতাদি	৪৭ জন	১৩৭০.৮৩	০.০০	০.০০	১৩৭০.৮৩	০.৫৫
ভ্রমণ ভাতা	খোক	৫০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০২

অঞ্জের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী				মোট ব্যয়ের শতকরা হার (হার)
		মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	জিওবি (বৈঃমুদ্রা)	পিএ (বৈঃমুদ্রা)	পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল	
বিবিধ ট্যাক্স (AIT & VAT)	থোক	১৫৫৫২.৬১	০.০০	০.০০	১৫৫৫২.৬১	৬.২১
ফুয়েল ব্যয়	থোক	২৫৫.০০	০.০০	০.০০	২৫৫.০০	০.১
বীমা	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০
পরিবহন	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০
ক্ষতিপূরণ	১৭৪.৯৩ কি:মি:	৯৭২.৪৬	০.০০	০.০০	৯৭২.৪৬	০.৩৯
পরামর্শক	(স্থানীয়-১১৯ জনমাস) (বৈদেশিক-১১৯.৭৫ জনমাস)	৩৬৪৬.১০	০.০০	২৭০১.১৩	৯৪৪.৯৭	১.৪৬
টেক্টিং ফি	থোক	২০০.১২	০.০০	০.০০	২০০.১২	০.০৮
সার্ভে	থোক	৩৮৪.৪৫	০.০০	৬৭.৬৮	৩১৬.৭৭	০.১৫
হায়ারিং চার্জ	থোক	১৮৪.৭০	০.০০	০.০০	১৮৪.৭০	০.০৭
বিবিধ (ইআইএ, ডিএ, ওটি ইত্যাদি)	থোক	৫৩০.৫৬	০.০০	০.০০	৫৩০.৫৬	০.২১
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়):		২৪০৫৩.০৪	০.০০	২৭৬৮.৮১	২১২৮৪.২৩	৯.৬
পরিবহন যানবাহন	২০টি	২৬১.৫০	০.০০	০.০০	২৬১.৫০	০.১
অফিস সরঞ্জাম	থোক	৩৪.১৬	০.০০	০.০০	৩৪.১৬	০.০১
অফিস আসবাবপত্র	থোক	১৫.২৪	০.০০	০.০০	১৫.২৪	০.০১
টুলস্ প্লান্টস ও স্পেয়ার্স	থোক	২৫৬৩.২৫	০.০০	২৫৬৩.২৫	০.০০	১.০২
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	১১২৬৬৯.০৮	৮২৫.২২	১১১৮৪৩.৮৬	০.০০	৪৪.৯৭
ভূমি অধিগ্রহণ, ক্রয় ও ভূমি সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১৮ একর	৩৩০০.০০	৩৩০০.০০	০.০০	০.০০	১.৩২
ভূমি উন্নয়ন	৬৯২০১৩ ঘ:মি:	৩২৫৭.৫৬	৩২৫৭.৫৬	০.০০	০.০০	১.৩
অন্যান্য অনাবাসিক ভবন নির্মাণ	থোক	২৪৬৫.৪৫	২৪৬৫.৪৫	০.০০	০.০০	০.৯৮
সঞ্চালন লাইন স্থাপন ব্যয়	থোক	৪৩২৩০.০৩	৩৯৩৮৮.০৮	৩৮৪১.৯৫	০.০০	১৭.২৫
ডেভেলপমেন্ট ইমপোর্ট ডিউটি এবং ভ্যাট (সিডি, ভ্যাট)	থোক	৩৬২২৩.৩০	৩৬২২৩.৩০	০.০০	০.০০	১৪.৪৬
নির্মাণকালীন সুদ	থোক	১০৫৩৪.১৬	০.০০	০.০০	১০৫৩৪.১৬	৪.২
উপমোট (মূলধন ব্যয়):		২১৪৫৫৩.৭৩	৮৫৪৫৯.৬১	১১৮২৪৯.০৬	১০৮৪৫.০৬	৮৫.৬৪
প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	৪৭৭২.১৩	১৭০৯.১৯	২৪২০.৩৬	৬৪২.৫৯	১.৯
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	৭১৫৮.১০	২৫৬৩.২০	৩৬৩০.৭৭	৯৬৪.১৩	২.৮৬
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):	সর্বমোট	২৫০৫৩৭.০০	৮৯৭৩২.০০	১২৭০৬৯.০০	৩৩৭৩৬.০০	১০০

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

ডিপিপি'র যেসব অঞ্চে পরিমাণ হিসেবে 'থোক' উল্লেখ করা হয়েছে সেসব অঞ্জের বিস্তারিত পরিমাণ/সংখ্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন।



আরডিপিপি অনুযায়ী সামগ্রিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯.৬০% রাজস্ব ব্যয়, ৮৫.৬৪% মূলধন ব্যয়, ১.৯০% ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি এবং ২.৮৬% প্রাইস কনটিনজেন্সি হিসেবে খাতভিত্তিক বিভাজন রয়েছে।

১.৯ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। “আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)” প্রকল্পের আরডিপিপিতে মোট ৬ (ছয়) টি অর্থ বছরের জন্য বছরওয়ারী অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের আরডিপিপিতে উল্লিখিত বছরভিত্তিক ব্যয়ের কর্ম পরিকল্পনা উল্লেখ করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

Description	Year Wise Financial and Physical Target					Year-1: July 2016-June 2017			Year-2: July 2017-June 2018		
	Unit	Unit Cost	QTY	Total cost	Weight	Financial Amount	Physical		Financial Amount	Physical	
							% of item	% of project		% of item	% of project
(a)Revenue Component											
Pay of Officers	nos.	mean salary	40	830.28	0.00	28.04	3.38	0.01	89.65	10.80	0.04
Pay of Establishment	nos.		7	75.93	0.00	3.12	4.11	0.00	12.72	16.75	0.01
Allowance	nos.	mean allowance	47	1370.83	0.01	30.46	2.22	0.01	136.66	9.97	0.05
Travelling Allowance	L.S		L.S	L.S	50.00	0.00	1.24	2.48	0.00	5.35	10.70
Miscellaneous Allowance	L.S	L.S	L.S	15552.61	0.06	194.90	1.25	0.08	108.11	0.70	0.04
Fuel Cost	L.S	L.S	L.S	255.00	0.00	0.56	0.22	0.00	3.95	1.55	0.00
Insurance	L.S	L.S	L.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transportation	L.S	L.S	L.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensation	Km	L.S	174.93	972.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultancy	MM	L.S	L-119 F-119.75	3646.10	0.01	536.93	14.73	0.21	287.03	7.87	0.11
Testing Fee	L.S	L.S	L.S	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Survey	L.S	L.S	L.S	384.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hiring Charge	L.S	L.S	L.S	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Miscellaneous (EIA, DA, OT etc.)	L.S	L.S	L.S	530.56	0.00	2.60	0.49	0.00	44.34	8.36	0.02
Sub-total (Revenue Component)				24053.04	0.10	797.85			687.81		
(b) Capital Component											
Transport Vehicle	nos.	L.S	20	261.50	0.00	69.50	26.58	0.03	112.00	42.83	0.04
Office Equipment	L.S	L.S	L.S	34.16	0.00	4.94	14.46	0.00	13.02	38.11	0.01
Office Furniture	L.S	L.S	L.S	15.24	0.00	2.15	14.11	0.00	1.09	7.15	0.00
Tools, plants & spares	Lot	L.S	Lot	2563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Electrical equipment	Lot	L.S	Lot	112669.08	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acquisition/ Purchase of Land & Landed Properties of Assets	acres	18.00	18.00	3300.00	0.01	1617.75	49.02	0.65	47.40	1.44	0.02

Description	Year Wise Financial and Physical Target					Year-1: July 2016-June 2017			Year-2: July 2017-June 2018		
	Unit	Unit Cost	QTY	Total cost	Weight	Financial Amount	Physical		Financial Amount	Physical	
							% of item	% of project		% of item	% of project
Land Development	cum	692013	692013	3257.56	0.01	0.00	0.00	0.00	1480.67	45.45	0.59
Residential Builders	L.S	L.S	L.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others buildings (Non Residential)	L.S	L.S	L.S	2465.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Installation Cost	L.S	L.S	L.S	43230.03	0.17	0.00	0.00	0.00	346.93	0.80	0.14
Development Duty and VAT(CD VAT)	L.S	L.S	L.S	36223.30	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interest During Construction	L.S	L.S	L.S	10534.16	0.04	4.54	0.04	0.00	53.39	0.51	0.02
Subtotal (Capital Component)				214553.73	0.86	1698.88			2054.50		
Contingency	L.S	L.S	L.S								
Physical Contingency	L.S	L.S	L.S	4772.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Price Contingency	L.S	L.S	L.S	7158.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Description	Year-3: July, 2018-June, 2019			Year-4: July 2019-June 2020			Year-5: July 2020-June 2021			Year-6: July 2021-Dec 2021		
	Financial Amount	Physical		Financial Amount	Physical		Financial Amount	Physical		Financial Amount	Physical	
		% of item	% of project		% of item	% of project		% of item	% of project		% of item	% of project
(a)Revenue Component												
Pay of Officers	89.10	10.73	0.04	225.92	27.21	0.09	268.01	32.28	0.11	129.56	15.60	0.05
Pay of Establishment	13.45	17.71	0.01	17.90	23.57	0.01	19.39	25.53	0.01	9.35	12.32	0.00
Allowance	132.01	9.63	0.05	444.48	32.42	0.18	418.14	30.50	0.17	209.08	15.25	0.08
Travelling Allowance	8.84	17.68	0.00	15.81	31.62	0.01	15.16	30.32	0.01	3.60	7.20	0.00
Miscellaneous Allowance	297.35	1.91	0.12	2402.63	15.45	0.96	9948.41	63.67	3.97	2601.21	16.73	1.04
Fuel Cost	3.82	1.50	0.00	121.67	47.71	0.05	75.00	29.41	0.03	50.00	19.61	0.02
Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transportation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensation	0.00	0.00	0.00	157.69	0.00	0.00	564.73	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
Consultancy	409.82	11.24	0.16	1086.33	29.79	0.43	1234.49	33.86	0.49	91.50	2.51	0.04
Testing Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.11	90.00	0.07	20.01	10.00	0.01
Survey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	90.00	0.14	38.45	10.00	0.02
Hiring Charge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.09	54.73	0.04	83.61	45.27	0.03
Miscellaneous (EIA, DA, OT etc.)	12.88	2.43	0.01	95.00	17.91	0.04	345.74	65.17	0.14	30.00	5.65	0.01

Description	Year-3: July, 2018-June, 2019			Year-4: July 2019-June 2020			Year-5: July 2020-June 2021			Year-6: July 2021-Dec 2021		
	Financial Amount	Physical		Financial Amount	Physical		Financial Amount	Physical		Financial Amount	Physical	
		% of item	% of project		% of item	% of project		% of item	% of project		% of item	% of project
Sub-total (Revenue Component)	967.27			4567.43			13516.27			3516.37		
(b) Capital Component												
Transport Vehicle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	30.59	0.03	0.00	0.00	0.00
Office Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	29.86	0.00	6.00	17.56	0.00
Office Furniture	0.04	0.26	0.00	0.16	1.05	0.00	9.80	64.30	0.00	2.00	13.12	0.00
Tools, plants & spares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2099.99	81.93	0.84	463.26	18.07	0.18
Electrical equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41847.19	37.14	16.70	18939.94	16.81	7.56
Acquisition/ Purchase of Land & Landed Properties of Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1634.85	49.54	0.65	0.00	0.00	0.00
Land Development	557.81	17.12	0.22	94.67	2.91	0.04	1124.41	34.52	0.45	0.00	0.00	0.00
Residential Builders	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others buildings (Non Residential)	0.00	0.00	0.00	1089.60	44.19	0.43	1129.31	45.81	0.45	246.54	10.00	0.10
Installation Cost	4279.69	9.90	1.71	14046.20	32.49	5.61	18381.68	42.49	7.33	6188.70	14.32	2.47
Development Duty and VAT(CD VAT)	2000	5.52	0.80	18141.62	50.08	7.24	16081.61	44.40	6.42	0.00	0.00	0.00
Interest During Construction	239.00	2.27	0.10	1096.82	10.41	0.44	4023.75	38.20	1.61	5116.66		2.04
Subtotal(Capital Component)	21786.24			71641.32			86409.69			30963.10		
Contingency												
Physical Contingency	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4772.13	100.00	1.90
Price Contingency	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7158.10	100.00	2.86
Grand Total	22753.51			76208.75			99925.96			46409.71		

‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজের তথ্য নিম্নরূপ:

Pkg no	Description of Procurement: Package as per DPP Goods	Unit	Quantity	Proc, Method (Type)	Contract approving Authority	Source of funds	Estd. Cost (Lakh Taka)	Indicative Dates		
								Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of Contract
GD-1	Material & Equipment for Construction of Aminbazar –Gopalganj 400Kv Double Circuit line (75.00 km) including OPGW and necessary facilities (Conductor Quad Accc-724/71 Dhaka).	Km	75.00	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	41360.28	18 Dec 2017	23 Dec 2018	20 Mar 2021
GD-2	Material & Equipment for construction of Gopalganj –Mongla 400kv Double Circuit line (96.93 km) including OPGW and necessary facilities (Conductor –Quad ACCC-724/71 Dhaka).	Km	96.93	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	52231.33	27 Feb 2018	27 Dec 2018	15 Feb 2021
GD-3	Material & Equipment for construction of river Crossing Line beside Padma bridge (7.52 km) including OPGW and necessary facilities (Conductor –Quad ACCC-724/71 Dhaka).	Km	7.52	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	8056.48	27 Aug 2017	12 Jun 2018	28 Feb 2021
GD-4	Material & Equipment for construction of 400 KV AIS substation at aminbazar with 3x520 MVA 400/230 KV 3-Phase transformer and be bar’ scheme to be fully equipped for termination of four 400 KV line bays, three 400 KV transformer bays, one 230 KV transformer bays including control, monitoring metering protection fiber optic multiplexer AC/DC panel etc.	LS	LS	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	13584.23	24 Apr 2017	30 Sep 2018	30 Nov 2020
	Sub- total						115232.33			

1	Transport Vehicle									
	Four, Wheel Jeep (2000 Cc)	Nos	1	NCB	PGCB	PGCB	69.50	30 Apr 17	17 May 17	30 May 2017
	Double Cab Pick-up (2400cc)	Nos.	3			PGCB	168.00	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019
	Motor Cycle (125 Cc)	Nos	16			PGCB	24.00	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019
	Sub-total Transport Vehicle	Nos	20				261.50			
2	Furniture (Field Establishment) and office Equipment									
	Office Furniture	LS	LS	NCB	PGCB	PGCB	15.24	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019
	Office Equipment	LS	LS	NCB		PGCB	34.16	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019
	Sub- Total (Furniture and Equipment)						49.40			
	Total Value of Goods Procurement						115543.23			

Pkg no	Description of Procurement: Package as per DPP (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract approving Authority	Source of funds	Estd. Cost (in lakh Taka)	Indicative Dates		
								Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of Contract
WD-1	Construction of Aminbazar –Gopalganj 400KV double circuit line (75.00 km) including OPGW and necessary facilities (Conductor- Quad ACCC-724/71 Dhaka) with installation works.	Km	75.00	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	18791.395	18 Dec 2017	23 Dec 2018	20 Mar 2021
WD-2	Construction of Gopalganj- Mongla 400KV double circuit line (96.93km) including OPGW and necessary facilities (Conductor, Quad ACCC-724/71 Dhaka) With installation works.	Km	96.93	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	20074.664	27 Feb 2018	27 Dec2018	15 Feb 2021
WD-3	Construction of river crossing line beside Padma Bridge (7.52 km) including OPGW and necessary facilities (Conductor-Quad ACCC-724/71 Dhaka) with installation works.	Km	7.52	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	4412.140	27 Aug 2017	12 Jun 2018	28 Feb 2021
WD-4	Construction of 400KV AIS substation At Aminbazar with 3x520 MVA 400/230 KV 3 Phase transformer and bus bar scheme to be fully equipped for termination of four 400 KV line bays, three 400 KV transformer bays, one	LS	LS	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	3001.850	24 Apr 2017	30 Sep 2018	30 Nov 2020

	230 KV transformer bays including Control monitoring, metering protection, fiber optic multiplexer AC/DC panel etc. including installation & non residential Civil works									
	Sub-Total								46280.05	
	Total Value of Works Procurement								46280.05	

Pkg no	Description of Procurement: Package as per DPP/ TAPP (Service)	Unit	Quantity	Proc, Method (Type)	Contract approving Authority	Source of funds	Estd. Cost/ Tender Price (in Lakh Taka)	Indicative Dates			
								Invitation of EoI	Issue of RFP	Signing of Contract	Completion of Contract
	Consultancy Service for the above three packages	MM	L-119 F-119.75	ICB (OTM)	PGCB Board	ADB	3646.098	4 Mar 2015	24 Aug 2015	27 Jul 2016	30 Jun 2021
	Total Value of Service Procurement						3646.098				

১.১১ লগফ্রেম

‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ প্রকল্পের লগফ্রেম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য:	২০২২ এর মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে জাতীয় গ্রিডের সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ানো।	১) বিদ্যুৎ বিভাগ এবং পিজিসিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ। ২) অর্থ মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রকাশিত ইকোনমিক রিভিউ। ৩) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়ন প্রতিবেদন।	
উদ্দেশ্য:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো আসন্ন রামপাল, পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ইভাকুয়েট করার সুযোগ সুবিধা তৈরি করা।	২০২১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল এবং পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ইভাকুয়েট সুযোগ সুবিধার জন্য (৪০০ কিলো ভোল্ট আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ-মংলা সঞ্চালন লাইন এবং আমিন	১) বিপিডিবি, পিজিসিবি এবং বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এর মাসিক অপারেশনাল ডেটা। ২) ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদন।
			১) বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড সময়মতো রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন করবে। ২) পিজিসিবি সময়মতো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে প্রয়োজনীয় গ্রিড ইন্টারফেসিং সম্পন্ন করবে।

		বাজারে ৪০০ কেভি এআইএস সাবস্টেশন) স্থাপন করা।		৩) প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সরকারের ভিশন ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ সিস্টেমের মাস্টার পরিকল্পনার (পিএসএমপি) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
আউটপুট:	১) ঢাকা ও খুলনা অঞ্চলের মধ্যে ৪০০ কেভি সঞ্চালন ব্যাকবোন লাইন স্থাপন। ২) পদ্মা সেতুর পাশে নদী ক্রসিং লাইন এর নির্মাণ। ৩) আমিনবাজারে ৪০০ কেভি এআইএস সাবস্টেশন নির্মাণ।	১) ৪০০ কেভি ৩৪৩.৮৪ কি:মি: সার্কিট সঞ্চালন লাইন আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ-মংলার মার্চ, ২০২১ এর মধ্যে স্থাপিত হবে। ২) ফেব্রুয়ারী ২০২১ নাগাদ ৪০০ কেভি ১৫.৪ কি:মি: রিভার ক্রসিং লাইন মাওয়া এবং জাজিরার মধ্যে নির্মিত হবে। ৩) ২০২১ ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রিডে ৪০০ কেভি পাওয়ার ফ্লো ক্ষমতা যুক্ত করা হবে। ৪) ৪০০ কেভি ৩৫৫২০ এমওয়াইএ এআইএস সাবস্টেশনটি ২০২০ নভেম্বর, আমিনবাজার সাতারে নির্মিত হবে।	১) প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত কমিশনিং রিপোর্ট। ২) প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর থেকে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩) প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) ৪) আইএমইডির প্রতিবেদন।	১) স্থানীয় প্রশাসন প্রকল্পের কর্তৃপক্ষকে রাইট অব ওয়ে কাজের ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। ২) রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা। ৩) উপযুক্ত আবহাওয়া অবস্থা। ৪) ইপিএসি ঠিকাদারের দক্ষ কর্মী। ৫) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সময়মতো শাটডাউন অনুমোদন।
ইনপুট	জমি অধিগ্রহণ এবং উন্নয়ন	১৪ একর জমি ইতোমধ্যে ১৬৬৫.১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০২১ সালের জুনের ১৬৩৪.৮৫ লক্ষ ব্যয়ে বাকি ৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। অধিগ্রহণকৃত জমি ২০২১ সালের মধ্যে ৩২৫৭.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমিনবাজার, সাতারে উন্নয়ন করা হবে।	১) উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব। ২) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। ৩) প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের অফিসারদের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।	১) আরডিপিপি ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে একনেক দ্বারা অনুমোদিত হবে। ২) অপ্রত্যাশিত কারণে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে না। ৩) জমির মাটি পূরণের সময় আবহাওয়া অনুকূলে থাকবে।
	৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের জন্য সরঞ্জাম এবং উপাদান	আমিনবাজার-গোপালগঞ্জের মধ্যে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের সরঞ্জাম ৬০১৫১.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং মার্চ, ২০২১ সালের মধ্যে গোপালগঞ্জ-মংলা ৭২৩০৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংগ্রহ করা হবে।	১) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। ২) ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর জন্য এডিপি বরাদ্দ থেকে মূলধন ও সিডি / ভ্যাট ব্যয়	১) আরডিপিপি ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে একনেক দ্বারা অনুমোদিত হবে। ২) আর্থিক বরাদ্দ এডিপির অধীনে দেয়া হবে। ৩) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান এবং সময়মতো ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে। ৪) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যোগ্য দরদাতার সাথে চুক্তি করা হবে।
	সরঞ্জাম এবং উপাদান ৪০০ কেভি ৩৫৫২০ এমভিএ এআইএস সাবস্টেশন-এর জন্য।	নভেম্বর ২০২০ অবধি আমিন বাজার, সাতার সাবস্টেশনের জন্য সরঞ্জাম এবং উপাদান ৪০০ কেভি ৩৫৫২০ এমভিএ এআইএস ১৬৫৮৬.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।	১) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন। ২) ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর জন্য এডিপি বরাদ্দ থেকে মূলধন ও সিডি / ভ্যাট ব্যয়।	৫) নকশা এবং স্পেসিফিকেশন যথাসময়ে অনুমোদিত হবে। ৬) নির্মাণ সামগ্রী এবং সরঞ্জামসমূহ যথাসময়ে উৎপাদন, ইন্সপেকশন এবং সাইটে পৌঁছে দেয়া হবে।

জনশক্তি	৩০ জন কর্মী (২৫ জন কর্মকর্তা এবং ০৫ জন কর্মী) এ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে কাজ করছেন এবং ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে পিজিসিবি দ্বারা বাকি ১৫ জন কর্মী (১৫ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মী) নিয়োগ / নিযুক্ত / পদোন্নতি পাবেন।	১) অগ্রগতি প্রতিবেদন আসে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে। ২) ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত পিজিসিবি বাজেট থেকে মূলধন ব্যয়।	১) আরডিপিপি ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে একনেক দ্বারা অনুমোদিত হবে। ২) পিজিসিবি পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করবে এবং প্রকল্প দপ্তরে সরবরাহ করবে।
যানবাহন	ইতিমধ্যে ৩ গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বাকি ১৭টি পরিবহন যানবাহন (১৬টি মোটরসাইকেল এবং ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ) ২০২০ সালের মধ্যে পিজিসিবি সংগ্রহ করবে।	১) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন আসে। ২) পিজিসিবি বাজেট থেকে মূলধন ব্যয় আসে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত।	১) আরডিপিপি ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে একনেক দ্বারা অনুমোদিত হবে। ২) পিজিসিবি পরিবহন যানবাহন সংগ্রহ করবে এবং সময়মতো প্রকল্প অফিসে বরাদ্দ দেবে।

১.১২ প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা

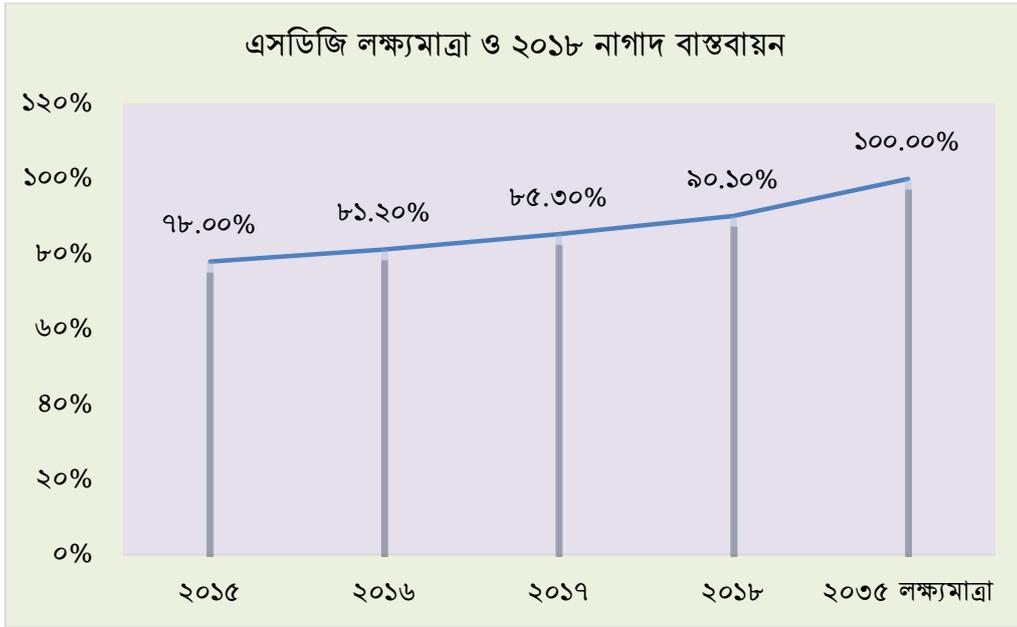
প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মূল ডিপিপি অথবা আরডিপিপিতে কোন টেকসই পরিকল্পনা উল্লেখ নেই। প্রকল্পটি সমাপ্ত হবার পর পিজিসিবির গ্রিড রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের উপর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হবে। কিন্তু এ প্রকল্পের আওতায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার কাজে নিয়োজিত লোকবলের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১.১৩ এসডিজি, ভিশন ২০২১ ও পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান-২০১৬ এর সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্যতা

ভিশন ২০২১ - এ বলা হয়েছে উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য শক্তি নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

এসডিজি এজেন্ডার ৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে-

- ৭ সবার জন্য সুলভ, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক বিদ্যুৎ সেবার ব্যবস্থা করতে হবে;
 - ৭.১ ১০০% জনগণের জন্য বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করতে হবে;
 - ৭.২ নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে হবে;
 - ৭.৩ এনার্জি এফিসিয়েন্সির হার দ্বিগুণ করতে হবে।



(সূত্র এসডিজি ট্র্যাকার)

বিদ্যুৎ খাতের জন্য এসডিজি'র নিম্নবর্ণিত তিনটি লক্ষ্য পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিতঃ

- **Goal 7 –“Clean energy for everyone”:** Secure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for everyone,
- **Goal 9-“Industrial and technological innovation and social infrastructure”:** By developing robust infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and also expand technological innovation.
- **Goal 13- “Urgent handling of climate change”:** Take urgent countermeasures for climate change and its impact.

সকলের জন্য লক্ষ্য ৭ এ বর্ণিত সশ্রমী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা গেলে, ৯ ও ১৩ এ বর্ণিত উদ্ভাবনী শিল্প ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক, টেকসই ও ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল ও বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। এতে করে দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলে

এসডিজি বাস্তবায়নের সূচকে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থানেরও উন্নতি হবে। একটি নির্ভরযোগ্য, মানসম্মত ও টেকসই সঞ্চালন নেটওয়ার্ক কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। দেশে বর্তমান সঞ্চালন ব্যবস্থার মধ্যে ৪০০ কেভি মানের ‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ শীর্ষক এ প্রকল্পটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০ (PSMP 2010) অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জিত হবে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) এর পঁচটি লক্ষ্যের ৩ নম্বর লক্ষ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী টেকসই উচ্চ মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক বিনির্মাণ করা। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) এ উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিদ্যমান উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ চাহিদাসহ সারাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদাপূরণে ৭৬৫ কেভি ও ৪০০ কেভি সঞ্চালনে সক্ষম একটি বৃহদাকার সঞ্চালন নেটওয়ার্ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ ধরনের বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নীচে বর্ণনা করা হলেঃ

- রামপাল ও পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে সঞ্চালন করার সুবিধাদি তৈরি করা হচ্ছে;
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ সাব স্টেশনে আনা হবে যা দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করবে;
- বাংলাদেশের বৃহৎ নদী যমুনা ও পদ্মা দেশের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত; পদ্মা নদী অতিক্রম করে বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন ঢাকার আমিনবাজার সাব স্টেশনে আনা হবে;
- রাজধানী ঢাকা দেশের বৃহৎ লোড সেন্টার হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় উল্লিখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদিতব্য বিদ্যুৎ ঢাকায় সঞ্চালন করা হবে।

‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ শীর্ষক প্রকল্পটি বিদ্যুৎ খাতের সঞ্চালন লস কমিয়ে আনতে ও বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) অনুসারে ২০৪১ সাল পর্যন্ত সঞ্চালন অবকাঠামো লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে উল্লেখ করা হলো

বছর	উপকেন্দ্র			সঞ্চালন লাইন	
	ভোল্টেজ লেভেল	সংখ্যা	ক্ষমতা (MVA)	ভোল্টেজ লেভেল	দৈর্ঘ্য (Ckt. Km)
২০২১	১৩২/৩৩ কেভি	২১০	৪৫,১০৭	১৩২ কেভি	৯,৮৪৬
	২৩০/১৩২ কেভি	৫২	৩৫,০৮৫	২৩০ কেভি	৫,০৮৬
	৪০০/২৩০ কেভি	৭	৮,৮৯০	৪০০ কেভি	৩,১৯৪
	৪০০/১৩২ কেভি	৩	১,৩০০	-	-
	মোট	২৭২	৯০,৩৮২	মোট	১৮,১২৬
২০২৫	১৩২/৩৩ কেভি	২৫৪	৬৩,৮৭১	১৩২ কেভি	১১,২৮১
	২৩০/১৩২ কেভি	৭৩	৫৪,৩৩৫	২৩০ কেভি	৬,৭৭৪
	৪০০/২৩০ কেভি	১৩	১৬,৮৩০	৪০০ কেভি	৪,৫৩৭
	৪০০/১৩২ কেভি	৪	১,৯৫০	৭৬৫ কেভি	৮৮০
	মোট	৩৪৪	১,৩৬,৯৮৬	মোট	২৩,৪৭২
২০৩০	১৩২/৩৩ কেভি	৩১২	৮৪,৮০০	১৩২ কেভি	১৩,৬২৭
	২৩০/১৩২ কেভি	৮৭	৬৪,১৩৫	২৩০ কেভি	৭,৭৮৩
	৪০০/২৩০ কেভি	২১	২৫,১৫০	৪০০ কেভি	৫,৫৩০
	৪০০/১৩২ কেভি	৮	৪,৫৫০	৭৬৫ কেভি	১,৩৮০
	মোট	৪২৮	১,৭৮,৬৩৫	মোট	২৮,৩২০
২০৩৫	১৩২/৩৩ কেভি	৩৬৩	১০১,৭৩১	১৩২ কেভি	১৫,৩৬৫
	২৩০/১৩২ কেভি	৯৯	৭২,৫৩৫	২৩০ কেভি	৮,৪৮১
	৪০০/২৩০ কেভি	২৯	৩৩,৪৭০	৪০০ কেভি	৬,৮১৪

বছর	উপকেন্দ্র			সঞ্চালন লাইন	
	ভোল্টেজ লেভেল	সংখ্যা	ক্ষমতা (MVA)	ভোল্টেজ লেভেল	দৈর্ঘ্য (Ckt. Km)
	৪০০/১৩২ কেভি	১১	৬,৫০০	৭৬৫ কেভি	১,৩৮০
	৭৬৫/৪০০ কেভি	৪	৮,০০০	৮০০ কেভি (ডিসি)	৩৯৬
	মোট	৫০৬	২,২২,২৩৬	মোট	৩২,৩৫৬
২০৪১	১৩২/৩৩ কেভি	৩৮৮	১০৮,৪৫১	১৩২ কেভি	১৬,৬৫৫
	২৩০/১৩২ কেভি	১১৩	৮২,৩৩৫	২৩০ কেভি	৯,৭১৭
	৪০০/২৩০ কেভি	৩৯	৪৩,৮৭০	৪০০ কেভি	৭,৯৬২
	৪০০/১৩২ কেভি	১৬	৯,৭৫০	৭৬৫ কেভি	১,৭৪০
	৭৬৫/৪০০ কেভি	৬	১২,০০০	৮০০ কেভি (ডিসি)	৭৯৬
	মোট	৫৬২	২,৪৪,৪০৬	মোট	৩৬,৮৭০

“আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্পটি পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) অনুসারে ৪০০/২৩০ কেভি উপকেন্দ্র এবং ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থার তথ্য পাওয়া যায়। কোন চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়নজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আইএমইডি তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কাজের গুণগত মান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে।

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি অর্থবছর আইএমইডি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় আইএমইডি চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইএমইডি’র এ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইনোভেশন এক্সপ্রেসকে বর্ণিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য গত ২০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা এর সাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইনোভেশন এক্সপ্রেস এর সাথে চার মাস মেয়াদে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে গৃহীত কার্যাবলী বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করা;
- প্রকল্পের বাস্তবায়নজনিত সমস্যা/ ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং
- প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন হবে কিনা তা যাচাই করা।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কার্যপরিধি

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি হলোঃ

- প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/ সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন বৈদেশিক মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠপর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা ও প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

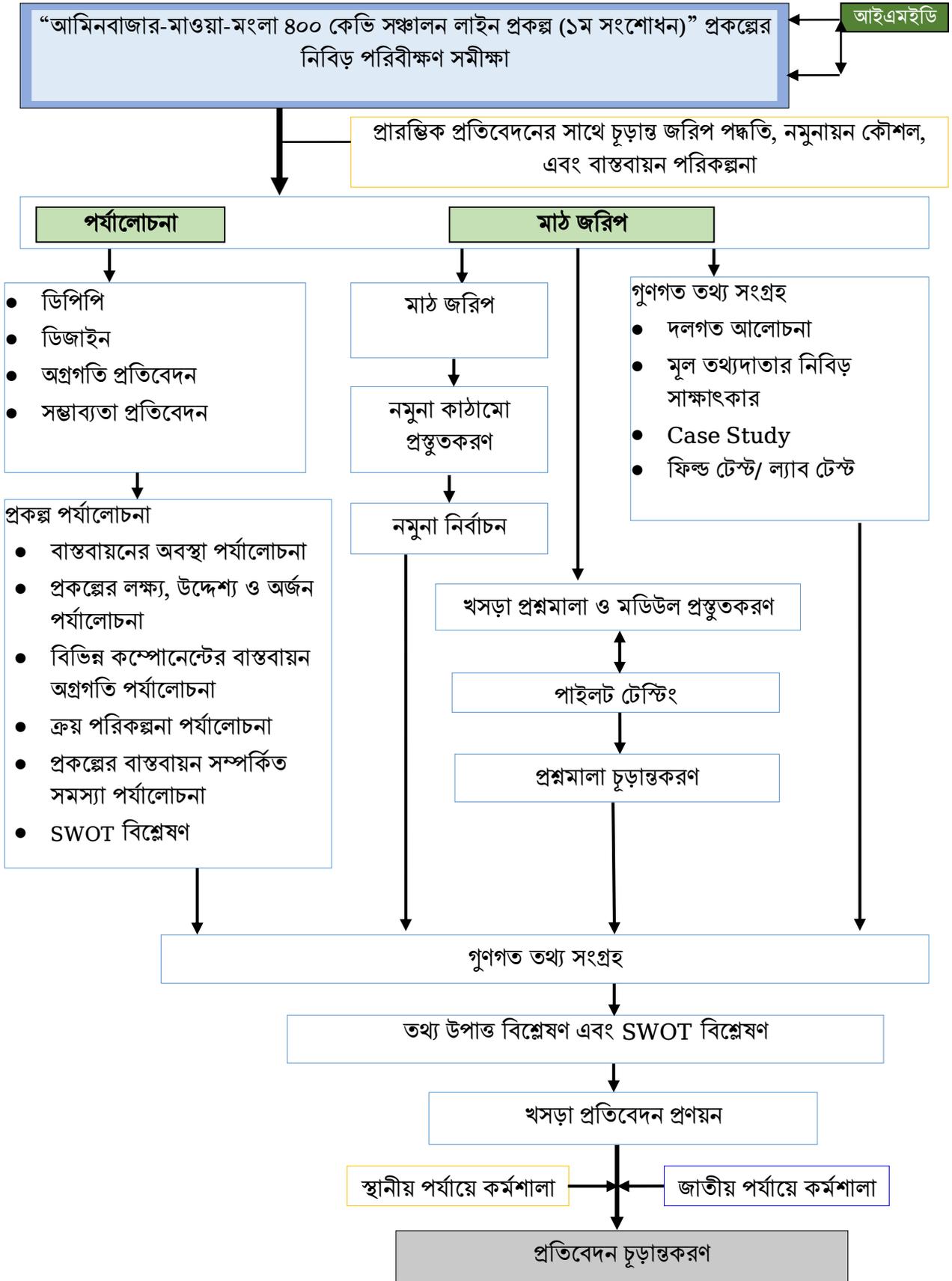
২.৪ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কর্মসম্পাদনের জন্য চুক্তিপত্রে নির্দেশিত টাইম লাইন অনুসারে কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রাইমারী উৎস (প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা) ও সেকেন্ডারী উৎস (রিপোর্ট, সংরক্ষিত তথ্য, ডকুমেন্ট ইত্যাদি) থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে নির্মাণ কার্যক্রম ও যন্ত্রপাতির মান যাচাই করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ইন্সট্রুমেন্টস/ টুলসের অংশ হিসেবে প্রকল্প সম্পর্কিত নথি/ রিভিউ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহের চেকলিস্ট; অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক কাজের অগ্রগতির চেকলিস্ট; স্পেসিফিকেশন অনুসারে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক মালামাল, যন্ত্রাংশ, উপাদান, কাঠামো ও কার্য ইত্যাদির গুণগত মান এর বাস্তব যাচাইয়ের চেকলিস্ট; ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনার চেকলিস্ট; জরিপ প্রশ্নমালা; এফজিডি প্রশ্নমালা; কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে - যা প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

নং	কার্যপরিধি	পদ্ধতি
১.	প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/ সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনা, আরডিপিপি পর্যালোচনা;
২.	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;	আরডিপিপি পর্যালোচনা, প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা, কেআইআই;
৩.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি;
৪.	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-	আরডিপিপি, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, কেস

নং	কার্যপরিধি	পদ্ধতি
	২০০৬, পিপিআর-২০০৮, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	স্টাডি;
৫.	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি;
৬.	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	আরডিপিপি, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, কেস স্টাডি;
৭.	প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা;;
৮.	প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি;
৯.	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন বৈদেশিক মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি;
১০.	প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;	আরডিপিপি, কেআইআই, এফজিডি;
১১.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি;
১২.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠপর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;	আরডিপিপি, অগ্রগতি প্রতিবেদন, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি;
১৩.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি;
১৪.	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি;

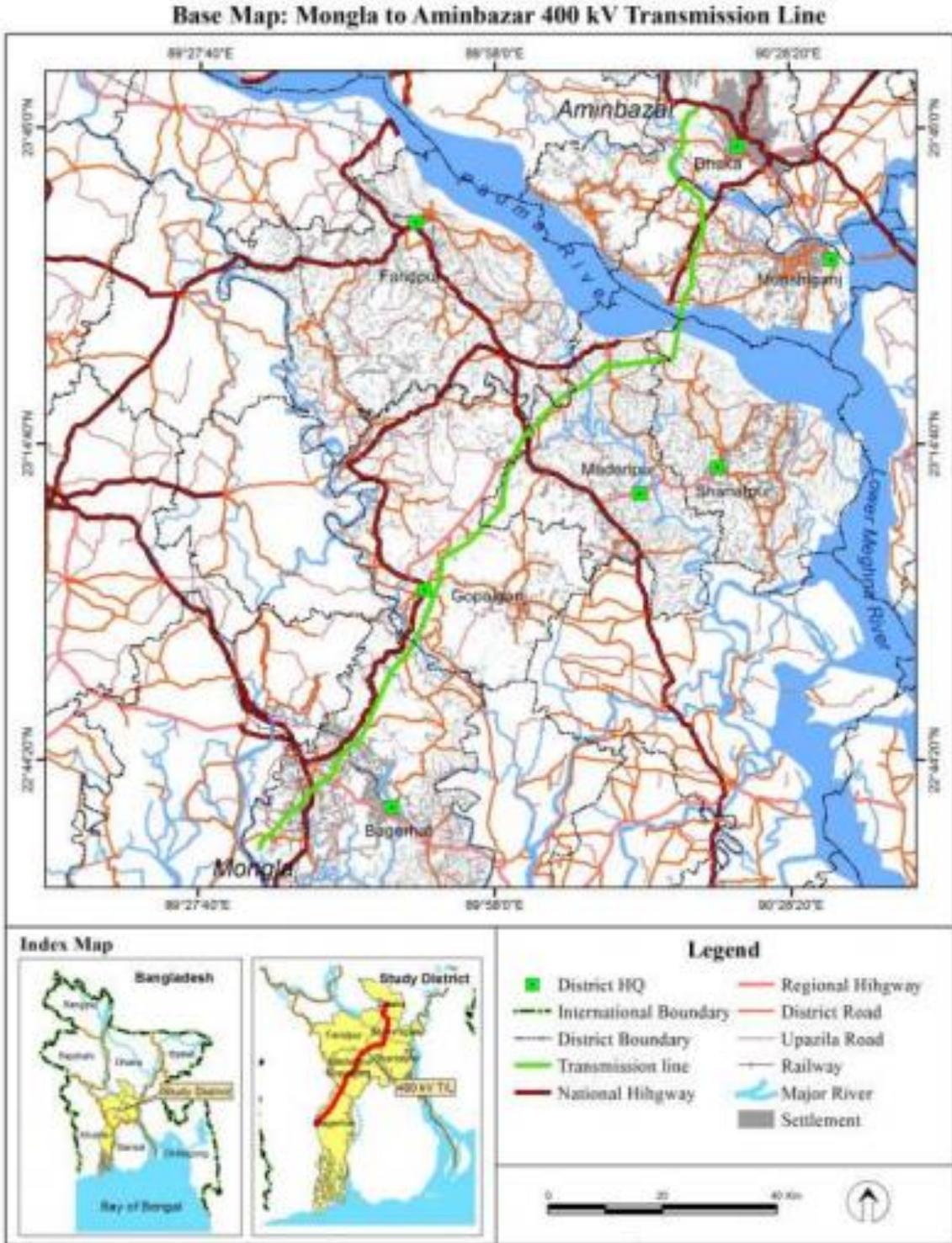
চিত্র ২.১: নিবিড় পরিবীক্ষণ গবেষণা পদ্ধতি

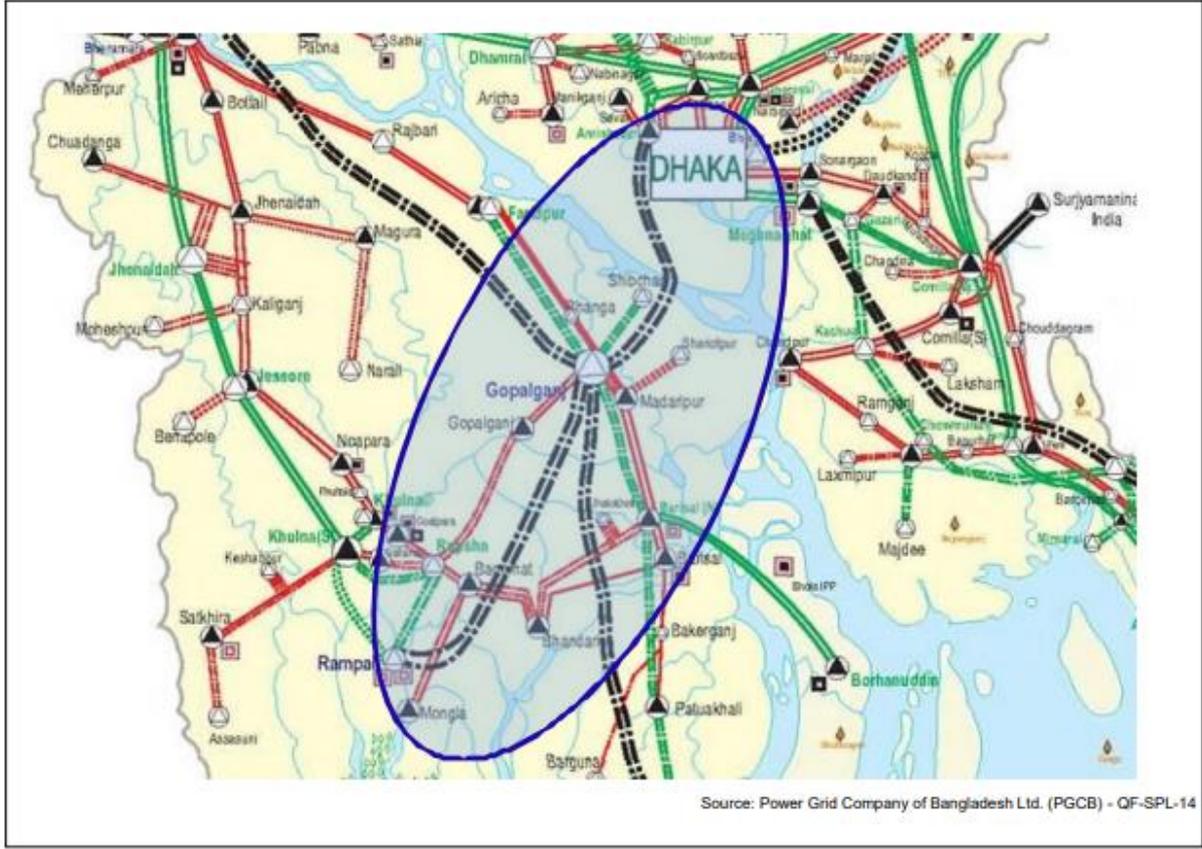


২.৫ প্রকল্প এলাকা

‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা, গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা; খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	সাভার
	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর
খুলনা	বাগেরহাট	মংলা





২.৬ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পরিকল্পনা

“আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)” এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সমীক্ষা কার্যক্রম গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মাঝে থেকে বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

নং	পদ্ধতি	উত্তরদাতা	সংখ্যা
১	প্রতিবেদন পর্যালোচনা	<ul style="list-style-type: none"> আরডিপিপি, প্রকল্পের ডিজাইন, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন। 	প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন
গুণগত পদ্ধতি			
২	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা, ইপিএসি কনট্রোল্টরের প্রতিনিধি, ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ, মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রকৌশলী, ঠিকাদার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার	৪
৩	কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ	আইএমইডি'র কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা এডিবি'র প্রতিনিধি পিজিসিবি'র কর্মকর্তা এনএলডিসি'র কর্মকর্তা ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ পিজিসিবি'র প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রকৌশলী কারিগরি বিশেষজ্ঞ ঠিকাদারের প্রতিনিধি	১০

৪	মাঠ পরিদর্শন এবং ভৌত পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ	প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন	প্রকল্প এলাকায় অঙ্গভিত্তিক কাজের পর্যবেক্ষণ
৫	গুণগত মান পরীক্ষা	বিভিন্ন উপাদানের অবকাঠামো / উন্নয়ন কাজের উপাদানের নমুনা	হোম টেস্ট/ ল্যাব টেস্ট
৬	ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা	প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের নমুনা প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথি	ক্রয় প্যাকেজ
৭	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, আইএমইডি'র কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা	১
৮	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	আইএমইডি'র কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা ও জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার	১

২.৭ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

২.৭.১ তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

এ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ওপর এক কর্মদিবসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ নিবিড় পরিবীক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নমুনা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের বিষয়, কেআইআই এবং এফজিডি গাইডলাইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হলো

- প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপরিধি;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপদ্ধতি;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের ছক ও গাইডলাইন;
- উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস;
- উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল;
- উত্তর লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ইত্যাদি।

২.৭.২ প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও হালনাগাদ বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে সংগ্রহ করতে হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন দুর্বলতা থাকলে তা বিশ্লেষণ পূর্বক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যথাযথ ছিল কিনা কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশ প্রকল্পে বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা মূল প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন করার সময় বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি সংগৃহীত তথ্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ বাস্তবায়নে কোন সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিত করা হয়েছে ও তা দূর করার বাস্তবসম্মত পরামর্শ/ সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় একনেক এবং পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন অনুশাসনের কোন ব্যত্যয় হয়েছে কিনা সেটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সভা যেমন-পিআইসি, স্টিয়ারিং কমিটি, এডিপি রিভিউ মিটিং, পিইসি ইত্যাদি সভার সুপারিশ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে মূল প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৭.৩ নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত যে সকল নির্মাণ কাজের টেন্ডার করা হয়েছে (চলমান কাজ ও সমাপ্ত কাজ) সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি যেমন- টেন্ডার প্রদানের তারিখ, প্রদত্ত সময়সীমার আলোকে বাস্তব অগ্রগতি

কতটুকু অর্জিত হয়েছে, নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে কি-না, না হলে তার কারণ, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময়, কাজের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যালয় হতে এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও সারণির মাধ্যমে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত যে সকল নির্মাণ কাজের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়নি/ কাজ আরম্ভ করা হয়নি, সেগুলোর সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পের অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণসহ ঠিকাদারদের ভূমিকা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.৭.৪ নির্মাণ কাজের গুণগত মান পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের উপাদান মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ বা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শনপূর্বক নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য হোম টেস্ট বা ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নজনিত সমস্যাাদি নিরসনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রকল্পের সংগ্রহীত / সংগ্রহীতব্য যন্ত্রপাতি/ মালামাল, কাজ ও সেবার বিষয়ে টেন্ডার দলিলাদি/ কাগজপত্র পরীক্ষা করা ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন পূর্বক এগুলোর মানগত, গুণগত ও সংখ্যাগত বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে। এগুলোর মানগত, গুণগত ও সংখ্যাগত বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন/ দলিলাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

- প্রাক জাহাজীকরণ প্রতিবেদন (Reshipment Report);
- Post Landing Inspection Report;
- যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্থাপনের পূর্বে টেস্ট করা হয়ে থাকলে তার টেস্ট রেজাল্ট।

এছাড়া, ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি/ মালামালের স্পেসিফিকেশন ও পরিমাণ ভেরিফিকেশনের জন্য ছক ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৭.৫ ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত নীতিমালার পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের মালামাল (Goods) এবং কাজ (Works) সেবা (Service) ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোতে ক্রয় সংক্রান্ত প্রযোজ্য সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ড দেখা হয়েছে এবং তথ্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত দপ্তর থেকে যে সকল নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সংরক্ষিত ছিল কিনা তা দেখা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা আরডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় করা হচ্ছে কিনা, প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই- জিপি'র মাধ্যমে করা হয়েছে কিনা, কোন ক্রয় প্যাকেজ সংশোধন করা হয়েছে কিনা, ভ্যারিয়েশন হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিভিন্ন দলিল পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

- আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- দরপত্র আহ্বান
- দরপত্র অনুমোদন
- স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র (contract agreement);
- চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (notification of award);
- দরপত্র এবং উহার পরিশিষ্ট (tender and appendix to tender);
- চুক্তির বিশেষ শর্তাদি (particular conditions of contract);
- চুক্তির সাধারণ শর্তাদি (general condition of contract);
- কারিগরী বিনির্দেশ (technical specifications);
- সাধারণ বিনির্দেশ (general specifications)।

২.৭.৬ কেস স্টাডি

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তথ্য বিশদ বিশ্লেষণের করে ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৭.৭ অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনা

চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য সরকারের অডিট বিভাগ থেকে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অডিট প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক অডিট প্রতিবেদন উল্লিখিত অডিটের বছর, অডিটের শিরোনাম, অডিট রিপোর্ট প্রেরণের তারিখ, আপত্তির বিষয়, অডিট আপত্তির বিবরণ, জড়িত অর্থের পরিমাণ, আপত্তির জবাব এবং আপত্তির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা এবং অডিট নিষ্পত্তির বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৭.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ

প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রকৌশলী, দেশী ও বিদেশী পরামর্শক এবং ঠিকাদারদের সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়েছে। আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নজনিত কোন সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা উত্তরণের বিষয়ে পরামর্শ/ সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য, বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৭.৯ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

প্রকল্প এলাকায় তথ্য সংগ্রহকারীদের সহায়তায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এমনভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত প্রদান করতে পারেন। প্রকল্প সুবিধাভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করা হয়েছে। পরামর্শকগণ উপস্থিত সকলকে আলোচনার শুরুতে এ প্রকল্প সম্পর্কে ও এর উদ্দেশ্য বিষয়ে অবগত করবেন। প্রতিটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ১০-১২ জন স্টেকহোল্ডার থাকবেন। তথ্য সংগ্রহকারীগণ আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করবেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

- ‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা;
- প্রকল্পের কাজের তুলনায় প্রকৃত অর্জন কতটুকু;
- প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান এবং বাস্তব অগ্রগতি;
- প্রকল্পের নির্মাণ কাজের নকশা অনুযায়ী কাজের বাস্তবায়ন;
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনে সুবিধা ও অসুবিধা;
- প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন;
- প্রকল্পটির ক্রয়কার্য;
- প্রকল্পটির বিভিন্ন অঙ্গের বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা;
- প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন ধরনের সবল, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকিসমূহ।

২.৭.১০ কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ

‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ প্রকল্প সম্পর্কে এর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যথাক্রমে আইএমইডি’র কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা, এডিবি’র প্রতিনিধি, ইপিসি কনট্রাক্টরের প্রতিনিধি, পিজিসিবি এর কর্মকর্তা, ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ, পিজিসিবি প্রকৌশলী, মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রকৌশলী, কারিগরি বিশেষজ্ঞ ঠিকাদার ইত্যাদি। এ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নজনিত সমস্যা, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়েছে।

২.৭.১১ SWOT বিশ্লেষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় ও বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল (strength), দুর্বল (weakness), সুযোগ (opportunity) ও ঝুঁকি (threat) নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- প্রকল্পের সবল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ
- প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ
- প্রকল্পের সুযোগসমূহ চিহ্নিতকরণ
- প্রকল্পের ঝুঁকির দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ

২.৭.১২ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী, উত্তরদাতা, আইএমইডি'র কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা, এডিবি'র প্রতিনিধি, ইপিসি কনট্রাক্টরের প্রতিনিধি, পিজিসিবি এর কর্মকর্তা, ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ, পিজিসিবি প্রকৌশলী, মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রকৌশলী, ঠিকাদার, গণ্যমান্য ব্যক্তি, উপজেলা চেয়ারম্যান ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। পরামর্শকরণ তথ্য সংগ্রহকারীদের সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করেন। এ কর্মশালা এমনভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত প্রদান করতে পারেন। ব্যক্তি পরামর্শক উপস্থিত সকলকে কর্মশালার শুরুতে এ প্রকল্প সম্পর্কে এবং এর উদ্দেশ্য বিষয়ে অবগত করেন। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্মশালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেন। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বাস্তবায়নজনিত বিষয়গুলোর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

- প্রকল্পের কাজের তুলনায় প্রকৃত অর্জন কতটুকু;
- প্রকল্পটি সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্যের আলোকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন;
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা;
- সমস্যা সমাধানের উপায়, ইত্যাদি।

২.৭.১৩ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তে কোন অসংগতি আছে কিনা কিংবা ত্রুটি আছে কিনা তা যাচাই করে কম্পিউটারে এন্ট্রি করানোর পূর্বেই অশোধিত উপাত্তের সম্পাদনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজনীয় কোডিং করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য ও সূচকের জন্য পৃথক পৃথক একক মাত্রার বা একাধিক মাত্রার সারণি তৈরী করা হয়েছে এবং বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও অধিকতর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য গ্রাফ ও চার্টের ব্যবহার করা হয়েছে।



২.৭.১৪ সীমাবদ্ধতা

প্রকল্পের আকার, কাজের পরিধি ও বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াকরণ জটিলতা এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী প্রেরণ পূর্বক তথ্যাদি সংগ্রহ, বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পন্ন পূর্বক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার জন্য চার মাস সময় অপ্রতুল। এটি নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ক্ষেত্রে মূল সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত।

২.৮ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

চার মাসের মধ্যে এ নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আনুমানিক সময়সূচী নিম্নলিখিত সারণিতে প্রদান করা হলোঃ

নং	কাজের বিবরণ	কার্যক্রমের সময় মাস ভিত্তিক (২০২১)															
		জানুয়ারি ২০২১				ফেব্রুয়ারি ২০২১				মার্চ ২০২১				এপ্রিল ২০২১			
		সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪
১.	চুক্তিপত্র																
২.	আইএমইডি-র সঙ্গে সূচনা সভা																
৩.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা																
৪.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সূচনা সভা																
৫.	নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্মপরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ																
৬.	কর্ম পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্ম পরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল																
৭.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা																
৮.	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন																
৯.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা																
১০.	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল																
১১.	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ																
১২.	তথ্য সংগ্রহকারীদের মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ																
১৩.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সম্ভাব্য উপকারভোগীদের তালিকা এবং যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ																
১৪.	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সরেজমিনে পরিদর্শন																
১৫.	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ																
১৬.	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট পূরণ করা																
১৭.	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা																
১৮.	তথ্য উপাত্ত কোডিং, এন্ট্রিকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ																
১৯.	স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন																
২০.	১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																

নং	কাজের বিবরণ	কার্যক্রমের সময় মাস ভিত্তিক (২০২১)															
		জানুয়ারি ২০২১				ফেব্রুয়ারি ২০২১				মার্চ ২০২১				এপ্রিল ২০২১			
		সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪
২১.	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা																
২২.	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন																
২৩.	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা																
২৪.	২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																
২৫.	২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা																
২৬.	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন																
২৭.	প্রতিবেদনের উপর জাতীয় কর্মশালা আয়োজন																
২৮.	কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন ও দাখিল																
২৯.	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা																
৩০.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																

আনুমানিক সমাপ্তির তারিখ আইএমইডি থেকে মন্তব্য প্রাপ্তির তারিখের উপর নির্ভরশীল

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

পিজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন’ শীর্ষক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন ২৫০৫.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ৮৭.২৫%। আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত সারণিতে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

	মোট	জিওবি	পিজিসিবি	পিএ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
ডিপিপি (মূল)	১৩৫৬৫৯.২৩	৫৩৮৩৮.১২	১৫৫২১.৮৩	৬৬২৯৯.২৭	
ডিপিপি (১ম সংশোধন)	২৫০৫৩৭.০০	৮৯৭৩২.০০	৩৩৭৩৬.০০	১২৭০৬৯.০০	
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১০১৯৭৯.০০	৪১৯৭১.৮৭	৪৪৯৩.৭৩	৫৫৫১৩.৪০	৬৮.৩৯%
চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	৬৩৫৪১.০০	২৫০০০.০০	৮৫৪১.০০	৩০০০০.০০	২৫.০০%
মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	৪৮৫৭৫.৭২	১৭২৮২.৪২	২০০৬.৯৭	২৯২৮৬.৩৩	১৮.৮৬%
মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অর্থ ছাড়	৫০৫৪২.৫৩	১৯২৪৯.২৩	২০০৬.৯৭	২৯২৮৬.৩৩	
মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১৫০৫৫৪.৭	৫৯২৫৪.২৯	৬৫০০.৭	৮৪৭৯৯.৭৩	৮৭.২৫%

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর)

লেখচিত্র ৩.১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি



মার্চ ২০২১
পর্যন্ত অর্জিত
ভৌত অগ্রগতি
৮৭.২৫%

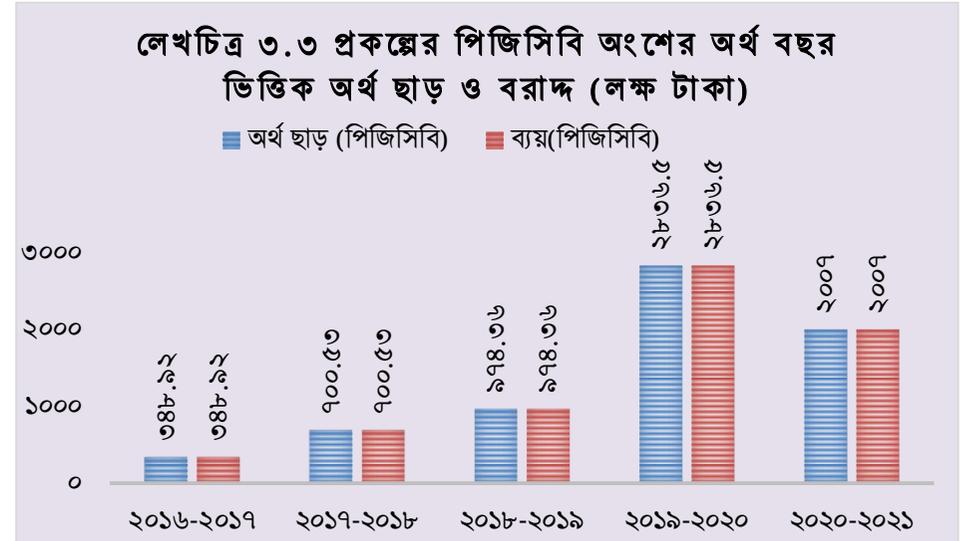
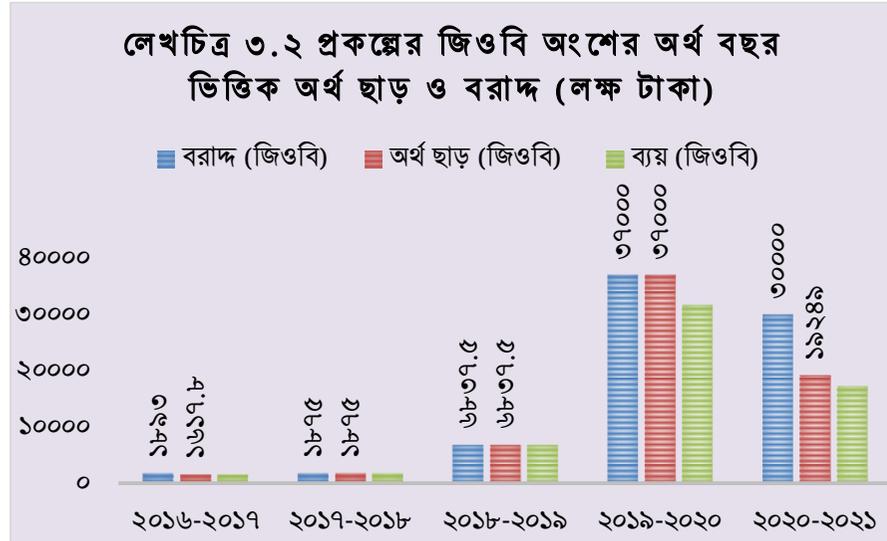
৩.১.২ অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

(লক্ষ টাকা)

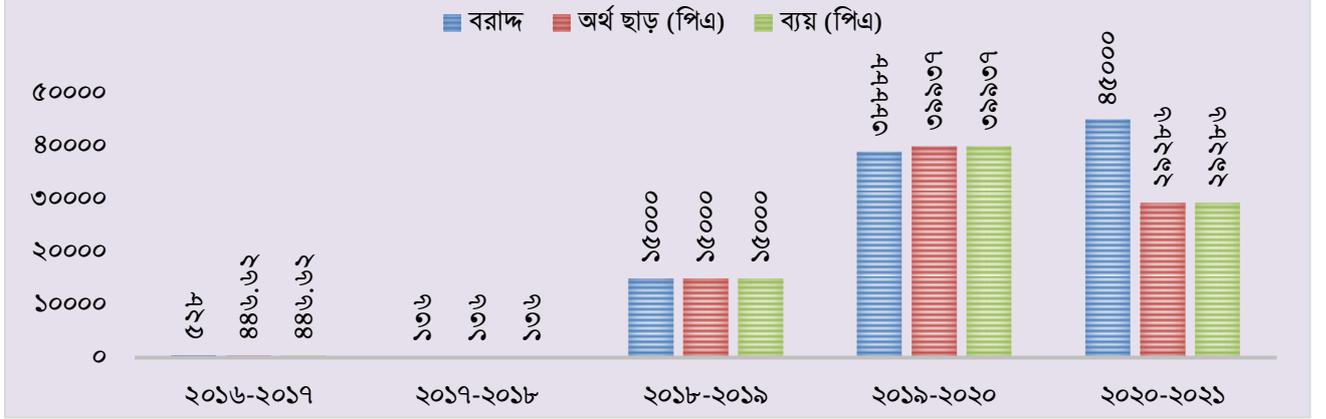
অর্থ বছর	আরএডিপিতে বরাদ্দ			অর্থ ছাড়				প্রকৃত ব্যয়				অর্থ ছাড় ও ব্যয় এর শতকরা হার (%)
	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	পিজিসিবি	মোট	জিওবি	পিএ	পিজিসিবি	মোট	
২০১৬-১৭	১৮৯৩	৫২৮	২৪২১	১৬১৭.৮	৪৪৬.৬২	৩৪৮.৯২	২৪১৩.৩	১৬১৭.৮	৪৪৬.৬২	৩৪৮.৯২	২৪১৩.৩	১০০%
২০১৭-১৮	১৮৭৫	১৩৬	২০১১	১৮৭৫	১৩৬	৭০০.৫৩	২৭১১.৫	১৮৭৫	১৩৬	৭০০.৫৩	২৭১১.৫	১০০%
২০১৮-১৯	৬৮৩৭.৫	১৫০০০	২১৮৩৭.৫	৬৮৩৭.৫	১৫০০০	৯৭৪.৩৬	২২৮১২	৬৮৩৭.৫	১৫০০০	৯৭৪.৩৬	২২৮১২	১০০%
২০১৯-২০	৩৭০০০	৩৮৮৮৮	৭৫৮৮৮	৩৭০০০	৩৯৯৩৭	২৮৩৬.৫	৭৯৭৭৪	৩১৬৪২	৩৯৯৩৭	২৮৩৬.৫	৭৪৪১৬	৯৩.৩৫%
২০২০-২১	৩০০০০	৪৫০০০	৭৫০০০	১৯২৪৯	২৯২৮৬	২০০৭	৫০৫৪৩	১৭২৮২ [^]	২৯২৮৬ [^]	২০০৭ [^]	৪৮৫৭৬	৯৬.১%

(মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)

(সূত্রঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর)



লেখচিত্র ৩.৪ প্রকল্পের পিএ অংশের অর্থ বছর ভিত্তিক অর্থ ছাড় ও বরাদ্দ
(লক্ষ টাকা)



প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, অর্থ ছাড় ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫০,৫৩৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি চার বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৮৭.২৫%। অবশিষ্ট সময়ে প্রায় ১২.৭৫% বাস্তব অগ্রগতি অর্জন এবং সমুদয় নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদন করে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।

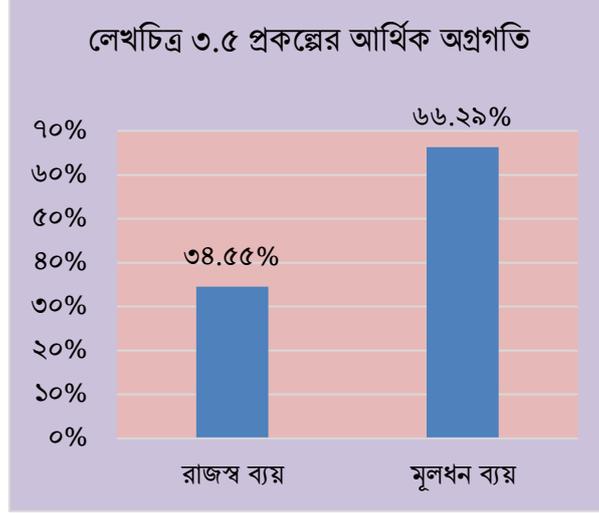
আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি পিছিয়ে রয়েছে। প্রকল্পটি পিছিয়ে থাকা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে,

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিড ডকুমেন্ট প্রস্তুত এবং এডিবি'র অনুমোদন কাজ চলমান থাকায় উল্লিখিত অন্যান্য কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়নি।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দরপত্র আহ্বান করা হয় আরডিপিপিতে উল্লিখিত অন্যান্য খাতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়নি।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নির্মাণ প্যাকেজের চুক্তি ঠিকাদারের সাথে স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন পর্যায়ে থাকায় আরএডিপি অনুযায়ী অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়।
- ২০২০-২১ অর্থ বছরে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

** ২০১৯-২০ সালে জিওবি অব্যাহত পরিমাণের মধ্যে সিডি ভ্যাট ছিল ৩৮৫৮.৩৮ লক্ষ টাকা যা অ্যাকাউন্টে রয়ে গেছে। তহবিল প্রকাশিত ১৫৩৯০.৮৫ লক্ষ টাকা। বাকি পরিমাণ হ'ল পূর্ববর্তী বছর থেকে সিডি ভ্যাট পরিমাণ ৩৮৫৮.৩৮ লক্ষ টাকা।

৩.১.৩ প্রকল্পের সার্বিক অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত রাজস্ব ব্যয় ২৪০৫৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৮৩১২.২০ লক্ষ টাকা। যা মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৩৪.৫৫%। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত মূলধন ব্যয় ৭২২৯.৪০ লক্ষ টাকা এবং ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১২৯১.৬২ লক্ষ টাকা। যা মোট মূলধন ব্যয়ের ৬৬.২৯%।



বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৮০৯.১৫ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৯২%। মূলধন খাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় ধরা হয়েছে সঞ্চালন লাইন স্থাপন ব্যয় খাতে ৪৩২.২৩ কোটি টাকা (১৭.২৫%)। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন নির্মাণ খাতে বাস্তব অগ্রগতি ৯২% এবং ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ করা হয়েছে ২৪০.৬২ কোটি টাকা (৫৫.৬৬%)। মূলধন খাতের তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় ধরা হয়েছে সিডি/ ভ্যাট খাতে ৩৬২.২৩ কোটি টাকা (১৪.৪৬%)। উল্লেখ যে, সিডি/ ভ্যাট বাবদ অর্থ জিওবি খাত থেকে পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

প্রকল্পের সর্বমোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৪০.৫৩ কোটি টাকা (৯.৬%) রাজস্ব খাতে, ২১৪৫.৫৩ কোটি টাকা (৮৫.৬৪%) মূলধন খাতে এবং ১১৯.৩০ কোটি টাকা (৪.৭৬%) কন্টিনজেন্সী খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রাজস্ব খাতে সর্বোচ্চ ১৫৫.৫২ কোটি টাকা (৬.২১%) বিবিধ ট্যাক্স খাতে বরাদ্দ আছে। এছাড়াও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ আছে পরামর্শক খাতে মোট ৩৬.৪৬ কোটি টাকা (১.৪৬%)। মূলধন খাতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বাবদ সর্বোচ্চ ১১২৬.৬৯ কোটি টাকা (৪৪.৯৭%) বরাদ্দ আছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মালামাল আমদানী সম্পন্ন হওয়ায় সিডি / ভ্যাট খাতে ইতোমধ্যে ৯৬% বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ খাতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৯৫.৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৯৬% বাস্তব অগ্রগতি হলেও সিডি/ ভ্যাট খাতে পরিশোধ করা হয়েছে ৮১.৫৪%। উল্লেখ্য যে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্রয় ও ভূমি সংশ্লিষ্ট সম্পদ খাতে শতভাগ এবং ভূমি উন্নয়ন খাতে ৯৮% বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। “আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)” প্রকল্পের মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত সারণিতে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অঞ্জের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	%	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
কর্মকর্তাদের বেতন	৪০ জন	৮৩০.২৮	০.৩৩	৩৩৫.৮৩	৭৫	১১১.২	১৫	৪৪৭.০৩	৯০
কর্মচারীদের বেতন	৭ জন	৭৫.৯৩	০.০৩	৪৪.৫৬	৭৫	১১.৫৬	১৫	৫৬.১২	৯০
ভাতাদি	৪৭ জন	১৩৭০.৮৩	০.৫৫	৪৪০.৮৮	৭৫	১২১.১২	১৫	৫৬২	৯০
ভ্রমণ ভাতা	থোক	৫০	০.০২	৩১.২৪	৬০	১৪.৭২	২২.৫	৪৫.৯৬	৮২.৫
বিবিধ ট্যাক্স	থোক	১৫৫৫২.৬	৬.২১	২,৬২৬.৮০	৬৫	৯৪৩.৬৫	২১.৫	৩৫৭০.৫	৮৬.৫
ফুয়েল ব্যয়	থোক	২৫৫	০.১	১৩.৪৫	৬০	৪.০৪	২২.৫	১৭.৪৯	৮২.৫
বীমা	থোক	০	০	০	০			০	০
পরিবহন	থোক	০	০	০	০			০	০
ক্ষতিপূরণ	১৭৪.৯৩কি:মি:	৯৭২.৪৬	০.৩৯	১৫৭.৬৯	৩৫	৫৭.৮৫	৩০	২১৫.৫৪	৬৫
পরামর্শক	(স্থানীয়-১১৯ জনমাস) (বৈদেশিক-১১৯.৭৫ জনমাস)	৩,৬৪৬.১০	১.৪৬	২,৩১৩.১৩	৭০	৫৪৯.৩৯	১৬.৫	২,৮৬২.৫২	৮৬.৫
টেক্সটাইল	থোক	২০০.১২	০.০৮	০	০	৪০.৫৮	৭৫	৪০.৫৮	৭৫
সার্ভে	থোক	৩৮৪.৪৫	০.১৫	০	০	২৪৬.৬৫	৮০	২৪৬.৬৫	৮০
হারিংচার্জ	থোক	১৮৪.৭	০.০৭	০	০			০	০
বিবিধ (ইআইএ, ডিএ, ওটিইত্যাদি)		৫৩০.৫৬	০.২১	১২০.৬৯	৬৫	১২৭.১৭	১৯.৫	২৪৭.৮৬	৮৪.৫
উপমোট (রাজস্বব্যয়):		২৪০৫৩	৯.৬	৬,০৮৪.২৭		২২২৭.৯৩		৮,৩১২.২০	০
সম্পদসংগ্রহ									০
পরিবহন যানবাহন	২০টি	২৬১.৫	০.১	১৮১.৫	৮০			১৮১.৫	৮০
অফিস সরঞ্জাম	থোক	৩৪.১৬	০.০১	১৯.৩৬	৮০	০.৯৯	১০	২০.৩৫	৯০
অফিস আসবাবপত্র	থোক	১৫.২৪	০.০১	৩.২৮	৪২			৩.২৮	৪২
টুল, স্প্যান্টস এবং স্পেয়ার্স	থোক	২৫৬৩.২৫	১.০২	০	০			০	০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	১১২৬৬৯.০৮	৪৪.৯৭	৫২,৩৪৯.২২	৬৫	২৮,৫৬৬.০৯	২৭	৮০,৯১৫.৩১	৯২
ভূমি অধিগ্রহণ, ক্রয় ও ভূমি সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১৮ একর	৩৩০০.	১.৩২	১,৬৬৫.১৫	৯৫	১,৫৬৪.৬০	৫	৩,২২৯.৭৫	১০০

নির্মাণ কাজ									০
ভূমি উন্নয়ন	৬৯২০১৩ ঘ:মি:	৩২৫৭.৫৬	১.৩	২,১৩২.০৮	৯৩.২	৩১২.০৩	৫	২,৪৪৪.১১	৯৮.২
আবাসিক ভবন নির্মাণ	থোক	০	০	০	০			০	০
অন্যান্য ভবন (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	থোক	২৪৬৫.৪৫	০.৯৮	১,০৮৯.৬০	৭০	৬৫২.৪৪	২৫	১,৭৪২.০৪	৯৫
স্থাপন ব্যয়	থোক	৪৩২৩০.০৩	১৭.২৫	১৮,২০৫.৪০	৭৫	৫,৮৫৬.৯৬	১৭	২৪,০৬২.৩৬	৯২
ডেভেলপমেন্ট ইমপোর্ট ডিউটি এবং ভ্যাট (সিডি, ভ্যাট)	থোক	৩৬২২৩.৩	১৪.৪৬	২০,১৪১.৬২	৬০	৯,৩৯৪.০৮	৩৬	২৯,৫৩৫.৭০	৯৬
নির্মাণকালীন সুদ	থোক	১০৫৩৪.১৬	৪.২	১০৭.৫২	৬০			১০৭.৫২	৬০
উপমোট (মূলধন ব্যয়):		২১৪৫৫৩.৭৩	৮৫.৬৪	৯৫,৮৯৪.৭৩	৬৮.৩৯%	৪৬,৩৪৭.৭৯		১৪২২৪২.৫২	০.৬৮৩৯
কন্টিনজেন্সি									০
(গ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি (৮%)	থোক	৪৭৭২.১৩	১.৯	০	০	০	০.০০%	০	০
(ঘ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (২%)	থোক	৭১৫৮.১	২.৮৬	০	০	০	০.০০%	০	০.০০%
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):	সর্বমোট	২৫০৫৩৭.	১০০	১০১,৯৭৯.০০	৬৮.৩৯%	৪৮,৫৭৫.৭২	১৮.৮৬%	১৫০,৫৫৪.৭২	৮৭.২৫%

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর)

৩.১.৪ প্রকল্পের খাতওয়ারী ব্যয় হ্রাস/ বৃদ্ধির কারণ

আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনের ফলে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪.৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করা হলোঃ

বিবরণ	মূল ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয়	আরডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল ডিপিপি'র তুলনায় আরডিপিপিতে ব্যয়ের হার (%)	ব্যয় হ্রাস/ বৃদ্ধির কারণ
কর্মকর্তাদের বেতন	৪৯৭.৮৪	৮৩০.২৮	৬৬.৭৮%	বিবেচ্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের সময় কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা পে স্কেল ২০০৯ বিবেচনা করে হিসেব করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পে স্কেল ২০১৬ অনুযায়ী বেতন-ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রকল্পের মেয়াদ কাল বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
কর্মচারীদের বেতন	৬০.৩১	৭৫.৯৩	২৫.৯০%	
ভাতা	৮৮৩.৫২	১৩৭০.৮৩	৫৫.১৫%	
ভ্রমণ ব্যয়	২৪.২১	৫০.০০	১০৬.৫৩%	প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন কাজ সরজমিনে পরিদর্শন, কাজের গুণগত মান প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষকরণ ইত্যাদি কাজে প্রতিনিয়ত প্রকল্প এলাকায় গমন করতে হয়। মূল ডিপিপিতে ভ্রমণ ব্যয়ের যে হার ছিল তা বর্তমানে প্রায় ৭৫% বৃদ্ধি পায়। এছাড়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাতে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
কর (ভ্যাট)	৪০১৯.২০	১৫৫৫২.৬১	২৮৬.৯৬%	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের সময় কাজের বিপরীতে ১০.৫% এবং পরামর্শক সেবার বিপরীতে ২৫% হারে ভ্যাট- ট্যাক্স হিসেব করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন কালে ভ্যাট-ট্যাক্সের সরকারি হার বৃদ্ধি পেয়ে কাজের বিপরীতে ১৫% এবং পরামর্শক সেবার বিপরীতে ৩৫% হয়েছে। প্রকল্পের scope of works পরিবর্তনের ফলে টার্ন-কি চুক্তিমূল্য বৃদ্ধি পায়, সে অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ভ্যাট-ট্যাক্স ও বৃদ্ধি পায়। ফলে বর্ণিত খাতে ২৮৬.৯৬% ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
গ্যাস ও জ্বালানী	২৬৪.৬০	২৫৫.০০	-৩.৬৩%	মূল ডিপিপিতে ৫টি ডাবল কেবিন পিক-আপ এর সংস্থান রাখা হয়েছিল। ২টি গাড়ি ক্রয় এবং ১টি গাড়ি অন্য দপ্তর হতে সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ডাইভারসহ ২টি গাড়ি ভাড়া করার প্রস্তাব করা হয়। এক্ষেত্রে গাড়ির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় গ্যাস ও জ্বালানী বাবদ খরচ ৩.৬৩% হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
বীমা	৫৭৪.৫১	০.০০	-১০০.০০%	বীমা ও পরিবহন ব্যয় টার্ন- কী চুক্তি মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ দুটি খাতে ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজন হয়নি, সংশোধিত ডিপিপি'তে এ খাতে ব্যয় বাদ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিপিপি-তে এ খাতের ব্যয় পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল সংস্থানের জন্য বলা ছিল।
পরিবহন ব্যয়	১১৮৭.৬৭	০.০০	-১০০.০০%	বাদ দেয়া হয়েছে।
ক্ষতিপূরণ	৩৪৫.৪১	৯৭২.৪৬	১৮১.৫৪%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মালিকগণকে একাধিক বার ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং কৃষি বিভাগ ও বন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কৃষি দ্রব্য ও গাছ পালার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এছাড়াও প্রকল্প এলাকাভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন স্থানে ক্রসিংয়ের কারণে অধিক উচ্চতার টাওয়ার (অধিক উচ্চতা ১৫০ ফুট এর বেশী) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়া, মূল ডিপিপির সময় থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন নির্মাণাধীন সঞ্চালন রুটে ইতোমধ্যে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা যেমন অন্যান্য সঞ্চালন লাইন অতিক্রম করতে অধিক উচ্চতার টাওয়ার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ জাতীয় অধিক উচ্চতাসম্পন্ন টাওয়ারের সংখ্যা

				২০৯টি। টাওয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে আনুপাতিক হারে ফাউন্ডেশন এরিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ- মংলা- সঞ্চালন লাইন প্যাকেজের প্রায় ৪০ কিলোমিটার লাইনে ১০১টি টাওয়ারের লোকেশন ব্যক্তি মলিকানাধীন মাছের ঘেরের মধ্যে হওয়ায় ঐ সকল ঘেরের মাছ- চাষের ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে। এছাড়াও গোপালগঞ্জ-মংলা সঞ্চালন লাইন প্যাকেজের বিভিন্ন লোকেশনে টাওয়ারসমূহ পানের বরজ এবং বাগান এলাকার মধ্যে হওয়ায় এসবের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন হচ্ছে। রাস্তা হতে টাওয়ার লোকেশনসমূহ দূরে হওয়ায় Access Road এর জমিতে অবস্থিত গাছপালা, ফসলাদি, মাছ এবং পান বরজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
পরামর্শক	৩১২০.০০	৩৬৪৬.১০	১৬.৮৬%	নিয়োগকৃত আন্তর্জাতিক পরামর্শকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পরামর্শকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মূল্য ইউরো ২৮৮৮৫০৫.৮৪ (সমতুল্য ইউএসডি ৩.১৮৭ মিলিয়ন) মাত্র। অনুমোদিত ডিপপি মোতাবেক ১ ইউএসডি =৭৭.৮ টাকা এবং প্রস্তাবিত ডিপপি মোতাবেক ১ ইউসডি =৮৪.৭৫ টাকা। এ খাতে দেখা যায় শুধুমাত্র Currency Fluctuation এর কারণে ২.২১৫ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যার শতকরা হারে ৭.১%। ফলে Currency Fluctuation মোতাবেক পরামর্শকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মূল্য টাকা (৫.২৬১২-২.২১৫)=৩.০৪৬২ কোটি টাকা বেশী যা শতকরা হারে ৯.৭৬% এবং সাকুল্যে ১৬.৮৬% ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, পরামর্শক খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল ও প্রকল্প সহায়তা হতে সংস্থান/ করা হচ্ছে।
টেস্টিং ফি	৪৫.৩০	২০০.১২	৩৪১.৭৭%	প্রকল্পের টাওয়ার লোকেশন গুলো রাস্তা হতে অনেক দূরে থাকায় এবং ১০১টি টাওয়ার চিংড়ি/ মাছের ঘেরের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় টেস্টিং এর জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল অনেক সময় যানবাহনের পরিবর্তে Head Carrying এর প্রয়োজন হয়। যার ফলে টেস্টিং খাতে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণিত টেস্টিং কাজের জন্য টার্ন-কী ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্য ডিপপি'তে উল্লেখিত মূল্যের চেয়ে বেশি হলেও দরপত্র মূল্যায়নের সময় প্রকল্পের সকল আইটেমের মূল্যায়ন করা হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী lowest evaluated bidder এর মূল্য গ্রহণযোগ্য হয়। আলোচ্য প্রকল্পে টেস্টিং খাতে সয়েল টেস্ট, Pile Uplift test, pile compression test, pile integrity test (PIT) ইত্যাদির জন্য টার্ন-কী ঠিকাদার কর্তৃক প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে দাখিল করায় মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, কন্সট্রাকশন কাজের বিভিন্ন মালামাল টেস্টিং(রেড সিমেন্ট, পাথর, বালি, মিক্স ডিজাইন) ইত্যাদি উক্ত ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। লাইন প্যাকেজ সমূহের মোট চুক্তি টাকা ১৪৫০ কোটি মাত্র, যার মধ্যে টেস্টিং খাতে ব্যয় টাকা ২ কোটি টেস্টিং খাতে ব্যয় মোট ব্যয়ের ০.১৩৭%। উল্লেখ্য, এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে খরচ করা হবে।
সার্ভে	৪৬৩০	৩৮৪.৪৫	৭৩০.৩%	বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে ঠিকাদারের ৩টি সার্ভে যথাক্রমে Route Survey, Detailed survey এবং Check survey করার প্রয়োজন হয়। Detailed survey করার পর সঞ্চালন লাইনে টাওয়ারের অবস্থান, টাওয়ারের উচ্চতা, রাস্তা-ঘাট, খাল, নদীর ইত্যাদির ভৌগলিক অবস্থান দেখানোর প্রয়োজন হয়। বর্ণিত সঞ্চালন লাইনের ৪০ কি.মি অংশের ১০১টি টাওয়ার চিংড়ি/মাছের ঘেরের মধ্যে অবস্থিত হওয়ার উক্ত এলাকায় টাওয়ারের অবস্থান ও উচ্চতা নির্ধারণ Electrical Clearance নির্ধারণ পূর্বক সঞ্চালন লাইন সাপেক্ষে লোকালয়ের অবস্থান, নদী, রাস্তা, অন্য বৈদ্যুতিক লাইন, রেলওয়ে, বিমানবন্দর, পদ্মা ব্রীজের উভয় পাশের সংযোগ সড়ক ইত্যাদি ভৌগলিক অবস্থান উল্লেখ করে Detailed survey সম্পন্ন করার কাজটি শ্রমসাধ্য। প্রকল্পের আওতায় সঞ্চালন লাইনের ৪টি নদী ক্রসিং এর জন্য ঠিকাদার কর্তৃক Morphology study করার প্রয়োজন হয়েছে। ঠিকাদার সঞ্চালন লাইনের অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে Price Quote করে। টার্ন- কী ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্য ডিপপি'তে উল্লেখিত মূল্যের চেয়ে বেশি হলেও দরপত্র মূল্যায়নের সময় সম্পূর্ণ প্রকল্পের সকল আইটেমের সাকুল্যে মূল্যায়ন করা হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী lowest evaluated bidder এর মূল্য গ্রহণযোগ্য হয়। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে

				সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
হায়ারিং চার্জ	১০১.৯০	১৮৪.৭০	৮১.২৬%	মূল ডিপিপিতে শুধু অফিস Security, Cleaning ইত্যাদি কাজের জন্য হায়ারিং চার্জ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংশোধিত ডিপিপি'তে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভারসহ ২টি গাড়ি ভাড়া এবং একই পদ্ধতিতে ২ জন গাড়ীচালক হায়ারিং করার সংস্থান অন্তর্ভুক্ত করায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
ইআইএ স্টাডি, ডিএ, ওটি ও অন্যান্য	২২৫.৪০	৫৩০.৫৬	১৩৫.৩৯%	আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে পদ্মা রিভারক্রসিং টাওয়ারের ডিজাইন নিরীক্ষার জন্য Third party consultant হিসেবে বুয়েটকে নিয়োজিত করা হয়। এছাড়া Right of way (RoW) এর জন্য কম্পেনসেশন এসেসমেন্ট ও পেমেন্ট মনিটরিং এর কাজ আরেকটি Third party consultant তথা CEGIS এর মাধ্যমে করা হচ্ছে বিধায় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
মোটর যান	৩২১.০০	২৬১.৫০	-১৮.৫৪%	প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে ১টি জীপ ও ৫টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় করার সংস্থান ছিল। ১টি জীপ ও ২টি গাড়ি ক্রয় এবং ১টি গাড়ি অন্য দপ্তর হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি গাড়ি ক্রয় না করে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ভাড়া করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে মোটর যান খাতে ব্যয় ১৮.৫৪% হ্রাস পায়।
অফিস সরঞ্জাম	২৪.০০	৩৪.১৬	৪২.৩৩%	প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে যে পরিমাণ অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান ছিল তার চেয়েও বেশী অফিস সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়। এছাড়া অফিস সরঞ্জাম এর মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থান/ ব্যয় করা হচ্ছে।
আসবাবপত্র	১৭.৪৮	১৫.২৪	-১২.৮৩%	ডিপিপিতে উল্লেখিত পরিমাণ আসবাবপত্র প্রয়োজন না হওয়ায় এ খাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।
যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৭০২.৮৮	২৫৬৩.২৫	২৬৪.৬৮%	সঞ্চালন লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ কাজের জন্য ভবিষ্যতে ব্যবহারের নিমিত্ত Spare মালামাল হিসেবে টাওয়ার, কন্ডাক্টর, ফিটিংস ইত্যাদি মালামাল সরবরাহ নেয়া হয়। কাজের Scope of works পরিবর্তনের ফলে সম্পাদিত চুক্তিমূল্য অনুযায়ী পরিবর্তিত টাইপের কন্ডাক্টর, স্পেশাল ফিটিংস সহ অন্যান্য মালামালের মূল্য অধিক হওয়ায় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৪৬৮০৩.৮৬	১১২৬৬৯.০৮	১৪০.৭৩%	মূল ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত ACSR কন্ডাক্টরের পরিবর্তে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা বিশিষ্ট ACCC কন্ডাক্টর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ নিয়ে উল্লেখ করা হলো; (ক) বিদ্যুৎ সঞ্চালন জন্য বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ACCC কন্ডাক্টরের বাজারমূল্য ACSR কন্ডাক্টরের তুলনায় প্রায় তিনগুন। এর ফলে সঞ্চালন লাইনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কন্ডাক্টর পরিবর্তন Power System Master Plan এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। (খ) ACCC কন্ডাক্টরের জন্য বিশেষায়িত হার্ডওয়্যার ফিটিংস এবং স্ট্রিংগিংয়ের জন্য বিশেষায়িত ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে হয় এর ফলেও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। (গ) প্রকল্প এলাকাভুক্ত পদ্মা ব্রিজের নির্মাণাধীন এপ্রোচ রোড, রেলপথ এর ফ্লাইওভারসমূহকে বিভিন্ন স্থানে ক্রসিংয়ের কারণে অধিক উচ্চতার টাওয়ার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়া মূল ডিপিপি প্রণয়নের সময় থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন নির্মাণাধীন সঞ্চালন রুটে ইতোমধ্যে নির্মিত অন্যান্য অবকাঠামো অতিক্রম করতে অধিক উচ্চতার টাওয়ার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ জাতীয় অধিক উচ্চতাসম্পন্ন টাওয়ারের সংখ্যা ২০৯টি। বাস্তবতার নিরিখে অপেক্ষাকৃত বেশি উচ্চতার টাওয়ার নির্মাণের ফলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। (ঘ) ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাস পাওয়ায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৬ সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় হ্রাস / বৃদ্ধি

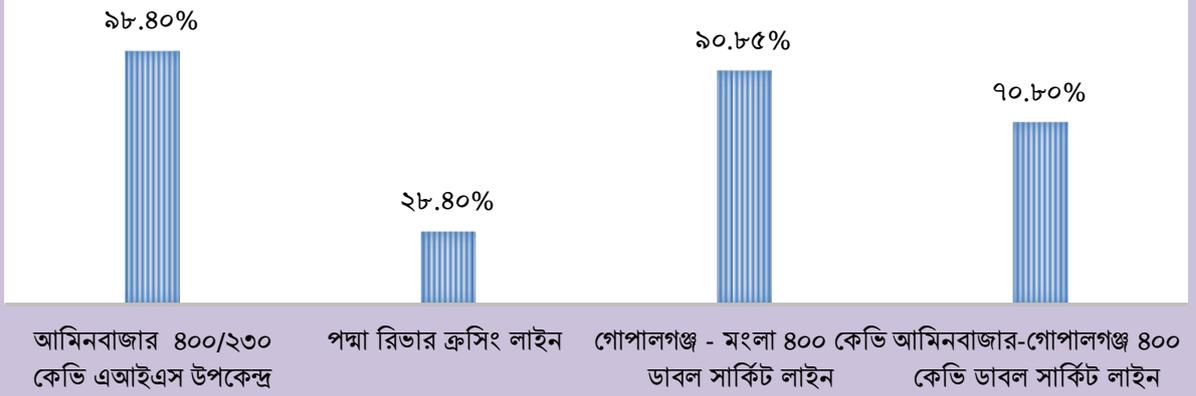


৩.১.৫ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

এ প্রকল্পে মূল কার্যক্রম ৪টি, যথা

১. আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ - ৭৫ কি:মি
২. গোপালগঞ্জ - মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ - ৯৬.৯৩ কি:মি,
৩. পদ্মাসেতুর ২ কি:মি ভাটিতে ৪০০ কেভি রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণ ৭.৫২ কি:মি এবং
৪. আমিনবাজার ৪০০/২৩০ কেভি এ আই এস উপকেন্দ্র নির্মাণ: ৩x৫২০ এমভি এ ট্রান্সফর্মার।

লেখচিত্র ৩.৭ প্রকল্পের কম্পোনেন্টের অগ্রগতি



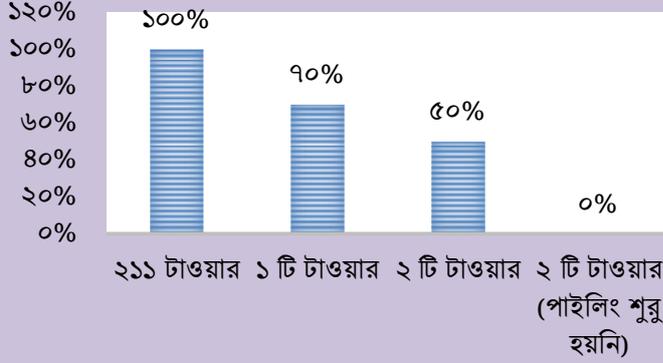
৩.১.৫.১ আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ

ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণের কাজটি মূলতঃ ৪টি ভাগ করা যায়: যেমন

১. টাওয়ার স্থাপনের জন্য পাইলিং
২. পাইলিং এর উপর পাইল ক্যাপ স্থাপন
৩. পাইল ক্যাপ এর উপর টাওয়ার স্থাপন এবং
৪. টাওয়ার এর উপর বৈদ্যুতিক লাইন টানা।

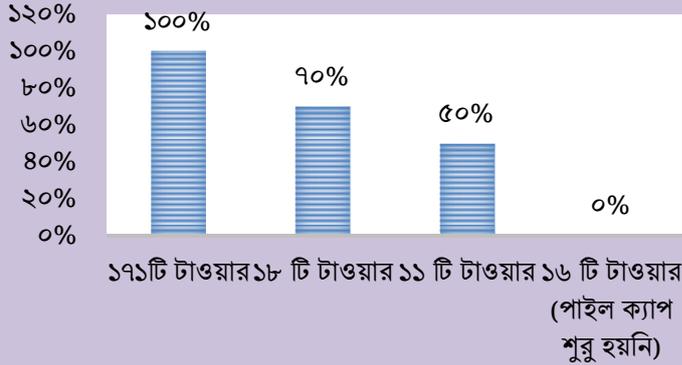
এ রুটে নির্মাণ কাজটি ৭৫ কি:মি: ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন টানার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন রুটে ২১৬টি টাওয়ার নির্মাণ কাজ চলমান আছে। নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য নিম্নোক্ত লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ৩.৮ আমিন বাজার গোপালগঞ্জ
টাওয়ার নির্মাণ
(পাইলিং পর্যায়)



আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন রুটে ২১৬টি টাওয়ারের মধ্যে ২১১টি পাইলিং এর কাজ ১০০%, ১টি ৯০%, ২টি ৫০% এর নিচে এবং ২টির কাজ এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

লেখচিত্র ৩.৯ আমিন বাজার গোপালগঞ্জ
টাওয়ার নির্মাণ
(পাইলিং ক্যাপ পর্যায়)



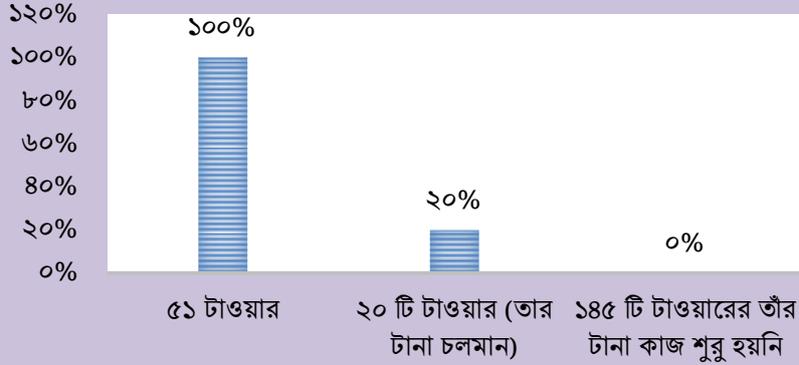
আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন রুটে ২১৬টি টাওয়ারের মধ্যে ১৯১টি টাওয়ারের পাইল ক্যাপ নির্মাণ কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে। ১৮টি টাওয়ারের কাজ ৯০% পর্যন্ত হয়েছে। ১১টি টাওয়ারের কাজ ৫০% এর কম সম্পন্ন হয়েছে। এখনও কাজ শুরু করা যায়নি ১৬টি টাওয়ারের।

লেখচিত্র ৩.১০ আমিন বাজার
গোপালগঞ্জ টাওয়ার নির্মাণ
(টাওয়ার স্থাপন পর্যায়)



আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন রুটে ৭১টি টাওয়ার স্থাপন সম্ভব হয়েছে। ২টি টাওয়ারের ২০% কাজ হয়েছে। ১৪৩টি টাওয়ারের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

লেখচিত্র ৩.১১ আমিন বাজার গোপালগঞ্জ
টাওয়ার নির্মাণ
(টাওয়ারের উপর বৈদ্যুতিক তার টানা)



মোট ৫১টি টাওয়ারের উপর বৈদ্যুতিক তার টানার কাজ শেষ হয়েছে, ২০টি টাওয়ারের তাঁর টানার কাজ চলমান আছে এবং ১৪৫টি টাওয়ারের তাঁর টানার কাজ শুরু হয়নি।



পরামর্শক টিম কর্তৃক মাওয়া প্রান্তে টাওয়ার ইরেকশন কাজ পর্যবেক্ষণ

লেখচিত্র ৩.১২ আমিন বাজার গোপালগঞ্জ
টাওয়ার নির্মাণ
(মোট ২১৬টি টাওয়ার)



আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন বুটে মোট ২১৬টি টাওয়ারের মধ্যে ২১১টির অর্থাৎ ৯৭% টাওয়ারের পাইলিং এর কাজ, ৭৯% টাওয়ারের পাইল ক্যাপ স্থাপন এর কাজ, ৩৩% টাওয়ার স্থাপন এর কাজ, ২৪% টাওয়ারের উপর বৈদ্যুতিক তাঁর টানা এর কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাকি ৭৬% বৈদ্যুতিক তাঁর টানার কাজ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে শেষ করতে হবে।

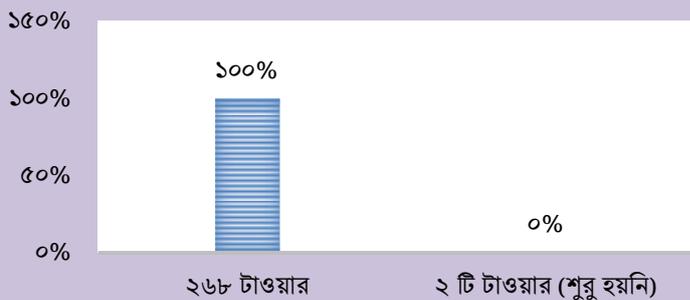
৩.১.৫.২ গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ

ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণের কাজটি মূলতঃ ৪টি ভাগ করা যায়: যেমন

১. টাওয়ার স্থাপনের জন্য পাইলিং
২. পাইলিং এর উপর পাইল ক্যাপ স্থাপন
৩. পাইল ক্যাপ এর উপর টাওয়ার স্থাপন এবং
৪. টাওয়ার এর উপর বৈদ্যুতিক লাইন টানা।

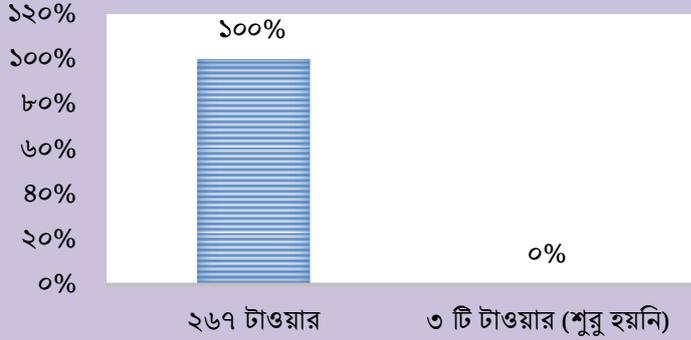
গোপালগঞ্জ-মংলা এ বুটে নির্মাণ কাজটি ৯৬.৯৩ কি:মি: ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন টানার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরুটে ২৭০টি টাওয়ার স্থাপন করার কাজ চলমান আছে। নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য নিম্নোক্ত লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ৩.১৩ গোপালগঞ্জ - মংলা সঞ্চালন
লাইন
(পাইলিং পর্যায়)



গোপালগঞ্জ- মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন ২৭০টি টাওয়ারের মধ্যে ২৬৮টি টাওয়ারের পাইলিং কাজ ১০০% এবং ২টির কাজ এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

লেখচিত্র ৩.১৪ গোপালগঞ্জ - মংলা
সঞ্চালন লাইন
(পাইল ক্যাপ পর্যায়)



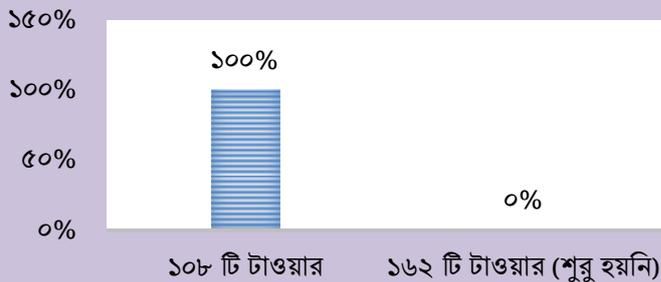
গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন রুটে ২৬৭টি টাওয়ারের পাইল ক্যাপ নির্মাণ কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.১৫ গোপালগঞ্জ - মংলা
সঞ্চালন লাইন
(টাওয়ার স্থাপন)



গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন রুটে ২৫০টি টাওয়ার স্থাপন সম্ভব হয়েছে। ২০টি টাওয়ারের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

লেখচিত্র ৩.১৬ গোপালগঞ্জ - মংলা
সঞ্চালন লাইন
(টাওয়ারের উপর বৈদ্যুতিক তার টানা)



মোট ১০৮টি টাওয়ারের উপর বৈদ্যুতিক তার টানার কাজ শেষ হয়েছে, ১৬২টি টাওয়ারের তীর টানার কাজ শুরু হয়নি।

লেখচিত্র ৩.১৭ গোপালগঞ্জ - মংলা সঞ্চালন
লাইন নির্মাণ
(মোট ২৭০টি টাওয়ার)



গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন রুটে মোট ২৭০টি টাওয়ারের মধ্যে ২৬৮টি অর্থাৎ ৯৯% টাওয়ারের পাইলিং এর কাজ, ৯৮.৫২% টাওয়ারের পাইল ক্যাপ স্থাপন এর কাজ, ৯২% টাওয়ার স্থাপন এর কাজ এবং ৪০% টাওয়ারের উপর বৈদ্যুতিক তাঁর টানার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাকি ৬০% বৈদ্যুতিক তাঁর টানার কাজ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.১.৫.৩ পদ্মা সেতুর পাশে ৪০০ কেভি রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণ

পদ্মা রিভার ক্রসিং রুটে নির্মাণ কাজটি ৭৫ কি:মি: ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন টানা হবে। পদ্মা নদীর দুই কি:মি: ভাটিতে পদ্মা নদীর মধ্যে ৭টি টাওয়ার এবং পদ্মা নদীর দুই পাশে মাঝিরঘাট এলাকায় ২টি ও মাওয়া ঘাট এলাকায় ২টি টাওয়ার স্থাপন করা হবে। এ অংশে ১১টি টাওয়ার নির্মাণ করা হবে। তন্মধ্যে ৭টি পদ্মা রিভার ক্রসিং টাওয়ার যে টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের কাজ পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ ‘পদ্মা বহুমুখী সেতু’ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পদ্মা রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন।



পরামর্শক টীম কর্তৃক মাওয়া প্রান্তে নির্মিতব্য টাওয়ারের পাইলিং কাজ পর্যবেক্ষণ

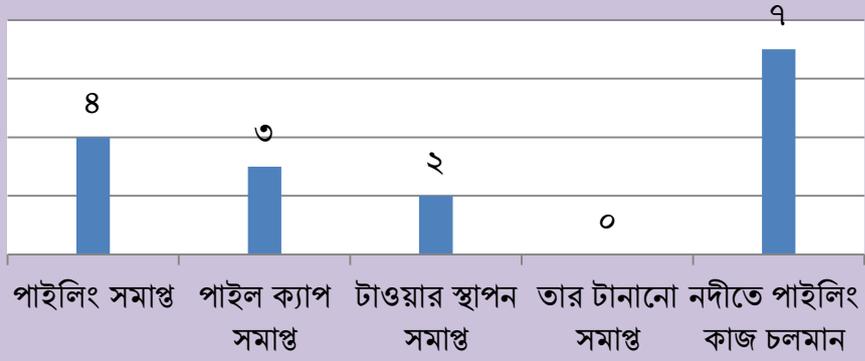
পদ্মা রিভার ক্রসিং ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের ডিজাইন অনুমোদন করা হয়েছে। ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ার এর ফাউন্ডেশনের মোট ৩৬টি পাইলের সকল পাইল ড্রাইভের কাজ শেষ হয়েছে। ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশন এর কাজ চলমান আছে। ৩৬টি পাইলের মধ্যে ৩২টি পাইল সম্পূর্ণ হয়েছে। পাইল ক্যাপ কাজের সর্বমোট ৩৬টি পাইলের ১৩টি সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও নদীর পাড়ে ঢাকা(মাওয়া) প্রান্তে ও খুলনা (জাজিরা) প্রান্তে দু'টি করে মোট চারটি টাওয়ার এর মধ্যে ৩টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন সমাপ্ত হয়েছে এবং ১টির কাজ চলমান (এ্যাংকর ও সাসপেনসন টাওয়ার)। ইতোমধ্যে পদ্মা নদীর পার্শ্ববর্তী মাঝিরঘাট এলাকায় নির্ধারিত দু'টি টাওয়ার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এ টাওয়ারের উপর তার টানানোর কার্যক্রম চলমান আছে। পদ্মা নদীর অপর পাশে মাওয়া ঘাট এলাকায় নির্ধারিত ২টি টাওয়ারের মধ্যে ১টির পাইল ক্যাপ বসানো হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে।



পরামর্শক টিম কর্তৃক পদ্মা রিভার ক্রসিং টাওয়ার ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ

৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশন সমাপ্ত হবার পর পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ-এর নিকট পর্যায়ক্রমে টাওয়ারের ফাউন্ডেশন হস্তান্তরের পর এ ফাউন্ডেশনগুলোর উপর টাওয়ার স্থাপন ও টাওয়ারের উপর তার টানার কাজটি নির্বাচিত EPC ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন করা হবে। পদ্মা নদীর উপর দিয়ে ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট ক্রসিং সঞ্চালন লাইন অংশে টাওয়ার নির্মাণের কার্যসমূহ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ৩.১৮ পদ্মা নদীর উপর সঞ্চালন লাইন



৩.১.৫.৪ আমিনবাজার ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ

বিগত ২৮শে মার্চ আমিনবাজার ৪০০ কেভি উপকেন্দ্রের টেস্টিং এবং কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। ফাইনাল টেস্টিং এন্ড কমিশনিং রিপোর্ট প্রতিবেদন দাখিলের কাজ চলমান আছে। গ্রিড সাবস্টেশনটির নির্মাণের আওতাভুক্ত কাজের মধ্যে তিনটি ৫২০ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার, চারটি ৪০০ কেভি বে, দুটি ২৩০ কেভি বে এবং তিনটি ট্রান্সফরমার বে নির্মাণ করা হবে। সাবস্টেশনটি চালু হলে রামপাল ও পায়রা হতে বিদ্যুৎ উচ্চভোল্টেজে আমিনবাজার এনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছানো সহজ হবে। এতে বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিডের সক্ষমতাও অনেকাংশে বাড়বে। পিজিসিবি'র গৃহীত আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের আওতায় এ সাবস্টেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।



পরামর্শক টীম কর্তৃক আমিনবাজার ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ

৩.১.৫.৫ প্রাক জাহাজীকরণ প্রতিবেদন

মালামাল ক্রয়ের সকল ক্ষেত্রে সকল মালামাল আনার নিমিত্ত বিদেশে জাহাজীকরণের পূর্বে ফ্যাক্টরি একসেপ্ট্যান্স টেস্ট সম্পন্ন করা হয়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইন্সপেকশন করা হয় এবং যথানিয়মে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন রিপোর্ট দাখিল করা হয়। এ সকল টেস্ট ও ইন্সপেকশনে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কোন ত্রুটি বিদ্যুতি পাওয়া যায়নি এবং রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়ায় এসব প্যাকেজের মালামাল সরবরাহ নেয়া হয়। যথারীতি এসব টেস্টের সফলতার প্রতিবেদন দাখিলের পরই মালামাল জাহাজীকরণ করার উপযুক্ত হয়ে থাকে। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত এসব প্রতিবেদন দেখা হয়েছে।

৩.১.৫.৬ পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন (PLI) রিপোর্ট

ইপিসি কন্ট্রাক্টর কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন ধরনের মেশিনারীজের শিপিং ডকুমেন্ট প্যাকিং লিস্ট (প্যাকেজ) PLI কমিটি পর্যবেক্ষণ করতঃ প্রতিবেদন প্রদান করেন। এসব মালামাল পরীক্ষা করে স্পেসিফিকেশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এগুলো গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফ্যাক্টরী একসেপ্ট্যান্স টেস্ট ও প্রাক জাহাজীকরণ প্রতিবেদন এবং পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন রিপোর্ট (PLI) ব্যবস্থা থাকার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুণগত মান ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল ক্রয় ও সংগ্রহ নিশ্চিত হয়েছে।

৩.১.৬ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা

SL. No	Components/ Packages & List of Activities	Target Days	Start Date	Target Finish date	Unit	Progress upto march 2021	Remaining Works	April-December'2021											
								APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC			
1	Package-1 Construction of aminbazar-Gopalganj 400kv Transmission Line																		
1.1	Survey including Submission of plan and profile, soil test.	488	31-03-19	31-07-20	%	100%	0%												
1.2	Design Approval	672	31-03-19	31-01-21	%	100%	0%												
1.3	Foundation Pile	554	24-10-19	30-04-21	Nos. Tower	208	5												
1.4	Pile Cap	506	10-02-20	30-06-21	Nos. Tower	168	45												
1.5	Material Supply	522	25-01-20	30-06-21	%	56 %	44 %												
1.6	Tower Erection	380	15-09-20	30-09-21	Nos. Tower	65	148												
1.7	Stringing	288	15-02-21	30-11-21	Km	0	75%												
1.8	Testing and commissioning	106	15-09-21	30-12-21	%	0%	100%												
2	Package-2: Construction of Gopalganj-Mongla 400kv Transmission Line																		
2.1	Survey including submission of plan and profile, soil test.	253	15-01-19	25-09-19	%	100	-												
2.2	Design Approval	232	03-03-19	21-10-19	%	100	-												
2.3	Foundation Pile	604	22-06-19	15-02-21	Nos. Tower	267	3												
2.4	Pile Cap	522	10-10-19	15-03-21	Nos, Tower	266	4												
2.5	Material Supply	625	01-06-19	15-02-21	%	100	-												
2.6	Tower Erection	525	02-12-19	10-05-21	Nos. tower	243	27												
2.7	Stringing	314	05-07-20	15-05-21	Km	35	61.93 %												
2.8	Testing and commissioning	90	01-04-21	30-06-21	%	-	100%												
3	Package-3 Construction of Padma River Crossing 400kv Transmission Line																		
3.1	Survey including Submission of plan and profile, soil test.	152	24-06-18	23-11-18	%	100%	0%												

SL. No	Components/ Packages & List of Activities	Target Days	Start Date	Target Finish date	Unit	Progress upto march 2021	Remaining Works	April-December'2021											
								APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC			
3.2	Design Approval	570	07-07-18	28-01-20	%	100%	0%												
3.3	Foundation pile	509	05-10-19	25-02-21	Nos tower	4	0												
3.4	Pile cap	453	02-01-20	30-03-21	Nos tower	3	1												
3.5	Material supply	690	10-01-19	30-11-20	%	100%	0%												
3.6	Tower Erection	432	21-06-20	27-08-21	Nos tower	2	9												
3.7	Stringing	61	06-09-21	06-11-21	Km	0	100%												
3.8	Testing and commissioning	55	06-11-21	31-12-21	%	0	100%												
								The commissioning date is subjected to handing over of river foundation by Padma Bridge Authority											
4	Package- 4: Construction of 400/ 230 kv Aminbazar AIS substation																		
4.1	Design approval	428	13-11-18	15-01-20	%	100%	0%												
4.2	Earth Filling/ Site Development	212	01-06-20	30-12-20	%	100%	0%												
4.3	Outdoor Foundation	514	04-06-19	30-10-20	%	100%	0%												
4.4	SPR Building	491	23-05-19	25-09-20	2 nos	100%	0%												
4.5	Transformer Foundation	165	04-06-19	16-11-19	3 Nos	100%	0%												
4.6	Auxiliary Building	464	19-06-19	25-09-20	1 Nos	100%	0%												
4.7	Boundary Wall	346	19-02-20	30-01-21	%	95%	5%												
4.8	Cable Trenches	216	28-12-19	31-07-20	%	100%	0%												
4.9	Surfacing and drains	320	15-01-20	30-11-20	%	100%	0%												
4.10	Septic tank and water supply	228	15-02-20	30-09-20	%	100%	0%												
4.11	Internal Road	350	15-03-20	28-02-21	%	96%	4%												
4.12	Supply	358	08-12-19	30-11-20	%	100%	0%												
4.13	Erection	413	15-12-19	31-01-21	%	100%	0%												
4.14	Installation, Testing and Commissioning	271	01-07-20	29-03-21	%	90%	10%												

৩.২ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

এ প্রকল্পে মূলতঃ ৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে ৪টি Turnkey Basis এ EPC Contract এবং অপরটি Professional & Intellectual Service এর আওতায়। নিম্নে ক্রয় চুক্তিগুলো উল্লেখ করা হলো

- Contract No PGCB/ ADB/400KV/ AMIN-SS
Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of amin bazar 400/230 kv Substation on Turnkey Basis.
- Contract No. PGCB/ADB/3522/400KV/TL/AMM(RC)
Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of the Construction of Padma 400 kv river crossing portion of Aminbazar-Maowa-Mongla 400KV Double Circuit Transmission Line on turnkey basis.
- Contract No. PGCB/ADB/3522/400KV/TL/AGTL
Design, Supply, Installation, Testing& Commissioning of the Aminbazar-Gopalganj 400 kv Double Circuit Transmission Line on turnkey basis.
- Contract No. PGCB/ADB/3522/400KV/TL/GMTL
Design, Supply, Installation, Testing& Commissioning of the Gopalganj-Mongla 400kv Double Circuit Transmission Line on turnkey basis.
- Contract: Consultancy Services
Consulting services for construction of aminbazar- Maowa-Mongla 400 kv Double circuit transmission line and 400/230 KV Substation at aminbazar.

নং	প্যাকেজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম, দেশ	চুক্তি মূল্য
	আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	SEPCO1-MIL JV (China-Bangladesh)	ইউএসডি-৪২৬১৭৪৯৫.৩৬ ইউরো-৩০৬০৬১৮.৫৬ বিডিটি-১৭৪৫৬১৯২৪৩.১৬
	গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	Kalpataru Power Transmission Limited (India)	ইউএসডি-৬৬,৩২০,৮৪৯.৫৯ বিডিটি-১,৬১৩,৮৭৯,৬২৩.৩৭
	৪০০ কেভি রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণ	KEC International Ltd (India)	ইউএসডি-৮৮৯৩৪৯১.৯৬ বিডিটি-৪৯৩১৩৮৯৪২.২৯
	আমিনবাজারে ৪০০/২৩০ এআইএস কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ	Hyosung Heavy Industries Corporate (Korea)	ইউএসডি-১৫,৯০০,৯২৬.২০ বিডিটি-৩১১,০০৪,৫৪৩.০০
	কনসালটেন্সি সার্ভিস	GOPA International (Germany)	ইউরো-২,৮৮৮,৫০৫.৮৪ বিডিটি-৮৭,৩০০,৯৪৯.৪২

৪টি Turnkey basic এ EPC Contract এর বিস্তারিত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

Serial No.	Contract Name & Package No.	Bid Document Sent to ADB	Revised Bidding Document sent to ADB	Bid Document Approved by ADB	PGCB Board Approval of Bidding Document	IFB Published	Bid Opening	TBER Sent to ADB	TBER Approved By ADB	PGCB Board approved TBER	Financial Bid Opening	FBER approved by PGCB Board	FBER approved by ADB	NOA issue	Contract Signing
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Construction of Aminbazar 400 kV Substation	15.12.2016	-	13.03.2017	23.03.2017	24.04.2017	07.08.2017	23.01.2018	01.06.2018	12.06.2018	24.06.2018	18.07.2018	23.07.2018	26.07.2018	30.09.2018
2	Construction of Padma River Crossing Transmission Line	15.12.2016	11.05.2017	26.07.2017	16.08.2017	27.08.2017	18.12.2017	28.02.2018	10.04.2018	12.04.2018	16.04.2018	09.05.2018	14.05.2018	16.05.2018	12.06.2018
3	Aminbazar-Gopalganj 400 kV Transmission Line	10.09.2017	-	15.11.2017	21.11.2017	18.12.2017	12.03.2018	12.06.2018	17.08.2018	28.08.2018	03.09.2018	20.09.2018	18.10.2018	23.10.2018	23.12.2018
4	Gopalganj-Mongla 400 kV Transmission Line	10.09.2017	-	02.02.2018	26.02.2018	27.02.2018	14.05.2018	10.07.2018	06.09.2018	12.09.2018	16.09.2018	15.10.2018	06.11.2018	13.11.2018	27.12.2018

পর্যালোচনাঃ আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্যাকেজের জন্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন এডিবি'র কাছে প্রেরণ এবং এডিবি'র কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্তিতে প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে। বিদেশী ঠিকাদারদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রতিটি দরপত্র প্রকাশ থেকে দরপত্র দাখিলে প্রায় চার মাস সময় প্রদান করা হয়েছে।

নং	প্যাকেজ	বিবরণ	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্নের সম্ভাব্য তারিখ
১	আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সেপ্টেম্বর ২০১৬	জুলাই ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৯
		আরডিপিপি অনুযায়ী	১৮/১২/২০১৭	২৩/১২/২০১৮	২০/৩/২০২১
		প্রকৃত	২০/১২/২০১৭	৩০/০৯/২০১৮	৩১/১০/২০২১
২	গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সেপ্টেম্বর ২০১৬	জুলাই ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৯
		আরডিপিপি অনুযায়ী	২৭/২/২০১৮	২৭/১২/২০১৮	১৫/২/২০২১
		প্রকৃত	২/০৩/২০১৮	১২/০৬/২০১৮	৩০/০৯/২০২১
৩	৪০০ কেভি রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণ	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সেপ্টেম্বর ২০১৬	জুলাই ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৯
		আরডিপিপি অনুযায়ী	২৭/৮/২০১৭	১২/৬/২০১৮	২৮/২/২০২১
		প্রকৃত	২৯/০৮/২০১৭	২৩/১২/২০১৮	৩১/১০/২০২১
৪	আমিনবাজারে ৪০০/২৩০ এআইএস কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সেপ্টেম্বর ২০১৬	জুলাই ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৯
		আরডিপিপি অনুযায়ী	২৪/৪/২০১৭	৩০/৯/২০১৮	৩০/১১/২০২০
		প্রকৃত	২৬/০৪/২০১৭	২৭/১২/২০১৮	৩০/০৬/২০২১

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুসারে করা সম্ভব হয়নি। তবে ক্রয় কার্যক্রম সংশোধিত ডিপিপিতে উল্লেখিত চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার হিসেবে SEPCO1-MIL JV নির্বাচিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ৩১/০৬/২০১৯ তারিখে দ্রুত কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ২০/০৩/২০২১ তারিখে সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত থাকলেও করোনা আবির্ভাব মালামাল আমদানী ব্যাহত, বন্যার কারণে কার্য সমাপ্তির সময়সীমা ২২১ দিন বৃদ্ধি করে ৩১/১০/২০২১ তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কাজটি EPC'র আওতায় সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান M/S Kalpaturu Power Transmission Limited কে নির্বাচন করা হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক এ কাজটি ২৬/০২/২০১৯ তারিখ হতে শুরু করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ১৫/০২/২০২১ তারিখ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও করোনার জন্য মালামাল আমদানি ব্যাহত এবং প্রকল্প এলাকায় প্রায়শই বন্যার কারণে কাজ সমাপ্তির তারিখ ২২৩ দিন বৃদ্ধি করে ৩০/০৯/২০২১ তারিখে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৪০০ কেভি রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণের কাজটি সম্পাদনের জন্য EPC ঠিকাদার KEC International Ltd কে নির্বাচিত করা হয়েছে।

উপকেন্দ্র নির্মাণের কাজটি EPC ভিত্তিতে সম্পাদনের জন্য Hyosung Heavy Industries Corporation, Korea নামক প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচিত হয়। নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী ৩০/১১/২০১৮ থেকে কাজটি শুরু হয়। চুক্তি মোতাবেক ৩০/১১/২০২১ তারিখে কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও করোনা মহামারি, মালামাল আমদানি ব্যাহত ও বৈদেশিক পরামর্শক মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করতে না পারায় কার্য সমাপ্তির তারিখ ২১০ দিন বৃদ্ধি করে ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। নির্মাণাধীন আমিনবাজার ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র

পরিদর্শনপূর্বক পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ উপকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট পূর্তকাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। ৩টি ৫২০ এমভিএ ট্রান্সফর্মার স্থাপন এবং ইলেকট্রিক্সের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টেস্টিং এবং কমিশনিং এর কাজ চলমান আছে।

৩.২.২ কেস স্টাডি

৩.২.২.১ Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of the Gopalganj-Mongla 400 KV Double Circuit Transmission Line on Turnkey basis

এ কাজের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ কাজের দরপত্র ৪টি জাতীয় পত্রিকা কালের কণ্ঠ ও The Independent এ ০২/০৩/২০১৮ তারিখ এবং The Financial Express ও The New Nation এ ০২/০৩/২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। এছাড়া দরপত্রটি ADB এবং PGCB এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ সময় ছিল ২৪/০৫/২০১৮। সে হিসেবে দরপত্র প্রকাশের জন্য ৮৩ দিন সময় দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়। ২ জন বহিঃসদস্যসহ মোট ৭ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি জমাকৃত দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করে। জমাকৃত সকল দরপত্র অর্থাৎ ৯টি দরপত্র রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে HOPE এর নিকট দাখিল করে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৫/১০/২০১৮ তারিখে PGCB এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ সময়ের মধ্যে কয়েকটি পর্যায়ে যেমন টেন্ডার ডকুমেন্ট, মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ADB'র সম্মতি নেওয়া হয়। নির্বাচিত দরদাতা Kalpataru Power Transmission Limited, India কে ১৩/১১/২০১৮ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। অতঃপর ২৭/১২/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় চুক্তিটি ২৬/০২/২০১৯ তারিখে কার্যকর হয়। চুক্তি মূল্য ছিল USD ৫৯৯২৮৩৬৩.৮০ + BDT ১৫৯১২১০৬২৮.৮২ যা দাপ্তরিক প্রস্তাবিত মূল্যের (৭২৩.০৬ কোটি টাকা) মধ্যে আছে। চুক্তি অনুযায়ী নির্বাচিত ঠিকাদার ২৬/০১/২০১৯ তারিখে কাজ শুরু করে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৫/০২/২০২১ থাকলেও করোনা মহামারি, প্রকল্প মালামাল আমদানি ব্যাহত এবং অধিকাংশ প্রকল্প এলাকা বন্যার পানিতে নিমজ্জিত থাকায় কাজ সমাপ্তির তারিখ ২২৩ দিন বৃদ্ধি করে ৩০/০৯/২০২১ তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। মূলতঃ কাজ করার পরে প্রকৃত ডিটেইন্ড সার্ভের ভিত্তিতে টাওয়ার টাইপ এবং দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের কারণে চুক্তি মূল্য USD ১৬১৩৮৭৯৬২৩.৩৭ টাকায় সংশোধন করা হয়। শুরু হতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত নির্বাচিত ঠিকাদার USD ৬৫.১২ মিলিয়ন এবং ১৪৩.৬৪ কোটি টাকা কাজের বিল দাখিল করে : তন্মধ্যে USD ৬২.৯১ মিলিয়ন এবং BDT ১২১.৪৬ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯০.৯০%।

৩.২.২.২ Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of the Aminbazar - Gopalganj 400 KV Double Circuit Transmission Line on Turnkey basis

আলোচ্য কাজ সম্পর্কিত ক্রয় পরিকল্পনা HOPE কর্তৃক ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ কাজের জন্য The New Age ও The Daily Sun এ ২০/১২/২০১৭ তারিখ এবং দৈনিক যুগান্তর ও The Financial Express এ ২১/১২/২০১৭ তারিখে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

USD ৬৩৯২৪৮৫.৮০ + BDT ২২৬৬৮৯৯৬.৫৫ বৃদ্ধি পেয়ে চুক্তিমূল্য USD ৬৬৩২০৮৪৯.৫৯ + BDT ১৬১৩৮৭৯৬২৩.৩৭ সংশোধন করা হয়। বিজ্ঞাপনটি ADB এবং PGCB এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ১২/০৩/২০১৮। দরদাতা কর্তৃক দরপত্র প্রস্তাবের জন্য ৮২ দিন সময় দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট ১১টি দরপত্র জমা পড়ে। ৭ সদস্য বিশিষ্ট (২ জন বহিঃসদস্য সহ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ১০টি দরপত্র রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১২/০৬/২০১৮ তারিখে HOPE এর নিকট পেশ করে। ২০/০৯/২০১৮ তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি PGCB এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান SEPCO1-MIL JV কে ২৩/১০/২০১৮ তারিখে NOA ইস্যু করা হয়।

ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয় ২৩/১২/২০১৮ তারিখে যা ৩১/০৩/২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। মোট চুক্তি মূল্য EURO ৩০৬০৬১৮.৫৬ + USD ৪২৬১৭৪৫৯.৩৬ + BDT ১৭৪৫৬১৯২৪৩.১৬ নির্ধারিত হয়। চুক্তিমূল্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের (৬০১.৫২ মোট টাকা) মধ্যে আছে। চুক্তি অনুযায়ী ৩০/০৩/২০১৯ তারিখ থেকে নির্বাচিত ঠিকাদার কাজ শুরু করে। কার্য সমাপ্তির তারিখ ২০/০৩/২০২১ নির্ধারিত থাকলেও করোনা মহামারি, মালামাল আমদানি ব্যাহত ও প্রকল্প এলকায় বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হওয়ায় কার্য সমাপ্তির তারিখ ২২১ দিন বৃদ্ধি করে ৩১/১০/২০২১ তারিখে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ঠিকাদার কর্তৃক মার্চ ২০২১ পর্যন্ত EURO ১.৩৭ মিলিয়ন, USD ২২.৯১ মিলিয়ন ও BDT ১০০.০৫ কোটি টাকার বিলের বিপরীতে EURO ১.৩৭, USD ১৫.৮৪ মিলিয়ন এবং ৫৯.৫৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

৩.২.২.৩ Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of the Padma River Crossing Portion of Aminbazar - Maowa - Mongla 400 KV Double Circuit Transmission Line on Turnkey basis

এ কাজের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর দরপত্রটি দৈনিক কালের কণ্ঠ ও The Independent এ ২৯/০৮/২০১৭ তারিখ এবং The Financial Express ও The New Nation এ ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিল ১৮/১২/২০১৭। দরপত্র প্রস্তাবের জন্য ১১১ দিন সময় দেয়া হয়। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মাত্র ৪টি দরপত্র জমা পড়ে। ২ জন বহিঃসদস্যসহ ৬ সদস্যের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৩টি দরপত্রকে রেসপনসিভ বিবেচনা করে। কমিটি কর্তৃক HOPE এর নিকট ২৮/০২/২০১৮ তারিখে দাখিলকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন PGCB এর পরিচালনা পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত দরদাতা M/S KEC International Ltd ,India কে ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে NOA ইস্যু করা হয়। অতঃপর তাদের সঙ্গে ১২/০৬/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ১২/০৯/২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়। চুক্তিমূল্য USD ৮৮৯৩৪৯১.৯৬ + BDT ৪৯৩১৩৮৯৪২.২৯ নির্ধারিত হয়। এ চুক্তিমূল্য দাপ্তরিক প্রকল্পিত মূল্যের (১২৪.৬৯ কোটি টাকা) চেয়ে কম। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু হয় ১২/০৯/২০১৮ তারিখে। কার্য সমাপ্তির তারিখ ২৮/০২/২০২১ তারিখ নির্ধারিত থাকলেও পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদ্মা সেতুর পাশে ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন PGCB এর নিকট হস্তান্তরিত না হওয়া এবং করোনা মহামারির কারণে কার্য সমাপ্তির তারিখ ৩১/১২/২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ঠিকাদার কর্তৃক দাবিকৃত USD ৮.৪৯ মিলিয়ন + BDT ৩১.৩০ কোটি টাকা বিলের বিপরীতে USD ৮.৯৯ মিলিয়ন+ BDT ২২.৫৮ কোটি পরিশোধ করা হয়েছে। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৮৪.২৫%।

৩.২.২.৪ Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Aminbazar 400/230 KV Substation on Turnkey basis

এ কাজের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর আলোচ্য কাজের জন্য দরপত্রটি দৈনিক সমকাল ও The Financial Express এ ২৭/০৪/২০১৭ তারিখ এবং The News Today ও The Daily Sun এ ২৬/০৪/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। দরপত্রটি ADB এবং PGCB এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র প্রকাশের শেষ সময় ছিলো ০৭/০৮/২০১৭ তারিখ। এ হিসেবে দরপত্র প্রস্তাবের জন্য সময় দেয়া হয়েছিল ১০২ দিন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০টি দরপত্র জমা পড়ে। জমাকৃত দরপত্রসমূহ ২ বহিঃসদস্যসহ ৭ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মাত্র ৩টি দরপত্র রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ১০/০৫/২০১৮ তারিখে পেশকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন PGCB এর পরিচালনা পর্যদ কর্তৃক ১৮/০৭/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। নির্বাচিত দরদাতা Hyosung Heavy Industries Corporate, Korea কে ২৬/০৭/২০১৮ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। চুক্তি মূল্য USD ১৫,৯০০,৯২৬.২০ + BDT ৩১১,০৪৪,৫৪৩.০০ এ নির্ধারণ করা হয়। ৩০/৯/১৮ তারিখে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৩০/১১/২০১৮ তারিখে কাজ শুরু হয়। চুক্তি মোতাবেক ৩০/১১/২০২০ তারিখে কার্য সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত থাকলেও করোনা

মহামারির কারণে মালামাল আমদানি ব্যাহত এবং বৈদেশিক পরামর্শক বাংলাদেশে আসতে না পেরায় কার্য সমাপ্তির সময় ২১০ দিন বৃদ্ধি করে ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। মার্চ /২০২১ পর্যন্ত নির্বাচিত ঠিকাদার USD ১৫.৬৪ মিলিয়ন এবং BDT ২৩.৭৭ কোটি টাকার বিল পেশ করে। পেশকৃত বিলের বিপরীতে USD ১৫.৬৪ মিলিয়ন BDT ২১.১২ কোটি পরিশোধ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৯৮.২০%।

উপরে উল্লেখিত কেস স্টাডিগুলোতে দেখা যায় যে, চুক্তি অনুমোদন, NOA জারি, চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে যে সময় নেওয়া হয়েছে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী প্রদত্ত সময় অপেক্ষা বেশী সময় নেওয়া হয়েছে। তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ADB-এর ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী চুক্তি সম্পন্ন করায় NOA জারি, চুক্তি অনুমোদন এবং চুক্তি স্বাক্ষরে সময়ক্ষেপণ হয়েছিল।

৩.২.৩ আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের কন্ডাক্টর পরিবর্তন

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ২০১৩ সালে পাওয়ার সেল নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PGCIL সম্পাদিত Feasibility Study (যাতে শুধুমাত্র রামপাল ১৩২০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের বিষয় বিবেচিত হয়) অনুসরণে আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল যা ২০১৬ সালে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সরকারের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৬ তে অন্তর্ভুক্ত পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সরকারী অনুমোদনকৃত খুলনা অঞ্চলের আরো দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (রূপসা ৮৫০ মেঃ ওঃ এবং খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ) উৎপাদিত বিদ্যুৎ এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আংশিক বিদ্যুৎ ২০১৯-২৪ সালের মধ্যে ইভাকুয়েশনের প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশের বৃহৎ লোড সেন্টার ঢাকা হওয়ায় উল্লেখিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ঢাকায় আনার জন্য পদ্মা নদী অতিক্রম করে ঢাকা পর্যন্ত পৃথক আরেকটি লাইন নির্মাণ সময় সাপেক্ষ ও অত্যন্ত ব্যয়বহল। এ কারণে দুটি ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পায়রা এবং রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের বিদ্যুৎ প্রথমতঃ গোপালগঞ্জ পর্যন্ত সঞ্চালনের নিমিত্ত পায়রা ও রূপপুর হতে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত ২টি লাইন নির্মাণ এবং গোপালগঞ্জে ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। অপরদিকে আলোচ্য আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনটি সরাসরি (যদিও মূল ডিপিপিতে তেমনটি ছিল) ঢাকায় যুক্ত না করে গোপালগঞ্জ হয়ে অর্থাৎ মংলা-গোপালগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার দুইটি লাইন হিসেবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যেন রামপাল, রূপপুর ও পায়রা এ তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ গোপালগঞ্জ হতে একত্রে একটি লাইনের মাধ্যমে ঢাকা পর্যন্ত ইভাকুয়েট করা যায়।

উল্লিখিত রূপপুর ও পায়রার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ঢাকায় আনয়নের জন্য পদ্মা নদী অতিক্রম করে ঢাকা পর্যন্ত পৃথক আরেকটি লাইন নির্মাণ সময় সাপেক্ষ এবং Right of Way (RoW) পাওয়া দুষ্কর। এছাড়া পদ্মা নদীর উপর দিয়ে আরও একটি লাইন নির্মাণ করা হলে নদীর প্রবাহ সহ marine environment ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অতিরিক্ত লোড ঢাকায় আনার জন্য নতুন একটি লাইন নির্মাণ পরিহার করে মূল ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ACSR কন্ডাক্টর এর পরিবর্তে প্রায় দ্বিগুণ বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ACCC কন্ডাক্টর ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং জরুরী ভিত্তিতে সঞ্চালন লাইনটি স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণের লক্ষ্যে সঞ্চালন লাইন (Land part) প্যাকেজকে ২টি প্যাকেজে ভাগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সঞ্চালন লাইন (Land part) কে ২টি প্যাকেজে ভাগ করার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ৩০/০৮/২০১৭ তারিখ অনুমোদন দেয়। আলোচ্য প্রকল্পের পরিধি পরিবর্তনের বিষয়ে ১৬/০৮/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশন-কে বিদ্যুৎ বিভাগের মাধ্যমে ০৩/০৮/২০১৮ তারিখে অবহিত করা হয়।

ACSR কন্ডাক্টরটি High Carbon Galvanised Steel Wire দ্বারা তৈরি এবং এটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পরিচালিত হতে পারে। অন্যদিকে ACCC কন্ডাক্টর Carbon Fiber Coated with Glass Fiber দ্বারা তৈরি এবং এ কন্ডাক্টরটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পরিচালিত হতে পারে। ACCC কন্ডাক্টরটির co-efficient of thermal expansion ACSR কন্ডাক্টরের co-efficient of thermal expansion-এর চেয়ে কম। যার কারণে ACCC কন্ডাক্টর এর sagging ACSR কন্ডাক্টর হতে কম। এ দুটি কারণে ACCC কন্ডাক্টর ACSR কন্ডাক্টর হতে প্রায় দ্বিগুণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারে। এ দুই প্রকার কন্ডাক্টর এর বিদ্যুৎ প্রবাহ ক্ষমতা নিম্নরূপঃ

Conductor	ACSR (at 80°C)	ACCC (at 180°C)
Grosbeak	629 Amp	1629.9 Amp
Finch	869 Amp	2096 Amp

এখানে উল্লেখ্য যে, আশুগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ ১৩২ kV লাইনটি ACCC Grosbeak এ উন্নীত করার পর সর্বোচ্চ ১১৫০ Amp বিদ্যুৎ প্রবাহ রেকর্ড করা হয়েছে যা ACSR Grosbeak কন্ডাক্টর এর প্রায় দ্বিগুণ।

ACCC এবং ACSR কন্ডাক্টরের Mechanical and electrical characteristics নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

Mechanical and Electrical Characteristics	Type of Conductor	
	ACCC	ACSR
Cross section Al/ core (mm ²)	236.7/47.1	243/39.5
Total cross section (mm ²)	283.8	282.5
Diameter (mm)	19.53	21.9
Mass of Conductor (kg km)	731.3	987
Weight of conductor (daN/m)	0.717	0.968
Specific weight 10 ⁻³ (daN/ m,mnr ²)	2,803	2.981
Coefficient of linear expansion 10 ⁶ ("C ⁻¹)	17.1	18.9
Modulus of elasticity daN/ m,mn ²)	6700	7700
Tensile strength (daN)	11500	8640
Normal tension (daN/ m,mn ²)	16.2	13
Tension (daN/ m,mn ²)	30.4	24.5
Dc resistance at 20 "C (km)	0.11	0.119
Rated Current at 80 C (A)	570	530
Rated Current at 100 "C (A)	692	648
Rated current at 180 "C (A)	1027	-
Maximum working temperature "(C)	180	80
Price (Euro/m)	10	4

ACCC এবং ACSR কন্ডাক্টরের Load Flow Data-এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

Year	Conductor Type	Sending End MW	Receiving End MW	Per Ckt Loss (MW)	Double Ckt Loss (MW)	Saving due to ACCC (MW)
2021	ACSR	728.5	721.9	6.6	13.2	8.2
	ACCC	737.8	735.3	2.5	5	
2025	ACSR	1030.9	1017.6	13.3	26.6	১6.6

Year	Conductor Type	Sending End MW	Receiving End MW	Per Ckt Loss (MW)	Double Ckt Loss (MW)	Saving due to ACCC (MW)
	ACCC	1038.7	1033.7	5	10	

Year	Conductor Type	Sending End MW	Receiving End MW	Per Ckt Loss (MW)	Double Ckt Loss (MW)	Saving due to ACCC (MW)
2021	ACSR	1299.9	1279.6	20.3	40.6	25.6
	ACCC	1312.6	1305.1	7.5	15	
2025	ACSR	1460.2	1434.2	26	52	32.6
	ACCC	1481.8	1472.1	9.7	19.4	

ACSR কন্ডাক্টরের পরিবর্তে ACCC কন্ডাক্টর ব্যবহার করার ফলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনে সিস্টেম লস কমানো সম্ভব হবে।

রামপাল ও পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পূর্ণ ক্ষমতায় জুন ২০১৯-এর মধ্যে চালু হওয়ার তফসিল ছিল। সে মোতাবেক গোপালগঞ্জ হতে এ বিদ্যুৎ ঢাকায় যথাসময়ে ইভাকুয়েট করতে বর্ধিত ক্ষমতায় গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার লাইন নির্মাণের সিদ্ধান্তটি দ্রুত নিতে হয়েছে। তাছাড়া লাইনের Route, Voltage Level কোনটিই পরিবর্তন হচ্ছে না শুধুমাত্র কারিগরি বিষয়াদি বিবেচনা করে পিজিসিবি'র In-house Study'র মাধ্যমে লাইনের Conductor পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০১৭ সালে যখন Conductor পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত হয় তখন সমীক্ষার জন্য তৃতীয় পক্ষ উপদেষ্টা সেবার ক্রয় প্রক্রিয়া করতঃ সমীক্ষা সম্পাদন পূর্বক লাইন প্যাকেজ তথা ডিপিপি'র কার্যপরিধি সংশোধন করে লাইনের ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করতেই প্রায় ১ বছর বিলম্ব হত। ACCC কন্ডাক্টর ব্যবহারের কারণে প্রকল্প ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় বিধায় অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে ADB এর সম্মতি গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় এবং ERD-এর মাধ্যমে ADB কে পত্র প্রদান করা হয়। ADB প্রাথমিক ভাবে সম্মতি প্রদান করে বিডিং ডকুমেন্টস অনুমোদন, কারিগরি ও আর্থিক বিড ইভালুয়েশন এর উপর সম্মতি প্রদান করে এবং অতিরিক্ত প্রায় ৮০ million USD ব্যয় নির্বাহ করতে সম্মতি প্রদান করে।

Feasibility study অনুযায়ী আমিনবাজার ৪০০/২৩০ কেভি উপকেন্দ্রের জন্য আরও ২০ একর জমি (ইতোপূর্বে ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করা ছিল) অধিগ্রহণ করার জন্য নগর উন্নয়ন দপ্তরের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করলে উক্ত এলাকা water flow zone হওয়ায় water flow ঠিক রাখার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন দপ্তর হতে ২০ একর এর পরিবর্তে ১৮ একর জমি অধিগ্রহণের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ১৮ একর জমি ইতোমধ্যেই অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২.৪ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির ভৌত কারণসমূহ

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান প্রধান ভৌত কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পে ব্যবহৃত ACCC Conductor একটি বিশেষ ধরনের উচ্চ পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন, উচ্চ তাপ সহনশীল লো-সেগ বৈদ্যুতিক তার এর বাজার মূল্য অধিক, এটি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্যাকেজের ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ;
- ACCC Conductor এর জন্য বিশেষ ধরনের Hardware Fittings এবং stringing এর জন্য বিশেষ ধরনের Equipment ব্যবহার করতে হয়েছে বিধায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রকল্প এলাকায় পদ্মা ব্রীজের নির্মাণাধীন এ্যাপ্রোচ রোড, রেলপথ এবং ফ্লাইওভার সমূহ-কে বিভিন্ন স্থানে crossing এর কারণে অধিক উচ্চতার টাওয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও ডিপিপি প্রস্তুতকালীন

থেকে নির্মাণ সময়ের মধ্যে সঞ্চালন রুটে ইতোমধ্যে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা অতিক্রম করতে অধিক উচ্চতার টাওয়ার স্থাপনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে টাওয়ারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

- অধিক উচ্চতার টাওয়ারের কারণে foundation খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ৪০০কেভি টাওয়ার ম্যাটেরিয়ালে শুল্ক রেয়াত না পাওয়ায় CD/VAT খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- টাওয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে টাওয়ারের foundation area বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে টাওয়ার foundation কাজ করার সময় ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি একইসাথে ফসলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বাগেরহাট এলাকায় প্রায় ১০০টি টাওয়ার মাছের ঘেরের মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় এবং বেশ কিছু বাগান ও পানের বরজ নষ্ট হওয়ায় প্রদেয় Compensation ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বর্তমানে USD এর বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাস পাওয়ার ফলেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং
- ডিসেম্বর ২০১৩ সালের Feasibility Study অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন সময়ের তুলনায় ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্র জমা দান পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন Materials ও Labor Cost বৃদ্ধি পাওয়ায় ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দর বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৩ উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রামপাল ও পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে সঞ্চালন করার সুবিধাদি তৈরি করা। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রধান চারটি প্যাকেজের আওতায় ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের সারাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

আমিনবাজার ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র

- ডিজাইন অনুমোদন - ১০০%
- পূর্ত কাজ - ১০০%
- ইরেকশন ও ইলেকট্রিক্যাল কাজ - ১০০%
- মালামাল আমদানি-১০০%
- কমিশনিং - ৭০%

আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

- ডিজাইন অনুমোদন - ১০০%
- পাইলিং - ২১১টি/ ২১৬টি
- পাইল ক্যাপ - ১৭১টি/২১৬টি
- টাওয়ার ইরেকশন - ৭১টি /২১৬টি
- Stringing - ৫১টি /২১৬টি (সংখ্যা বিবেচনায়)
- মালামাল আমদানি - ৬০%

পদ্মা রিভার ক্রসিং ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

- ডিজাইন অনুমোদন - ১০০%
- নদীর পাড়ে পাইলিং - ৪টি, পাইল ক্যাপ - ৩টি, টাওয়ার স্থাপন - ২টি, Stringing - ০টি / ৪টি
- পদ্মা নদীর মাঝে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প কর্তৃক ৭টি টাওয়ারের পাইলিং-এর কাজ চলমান আছে।
- মালামাল আমদানি-১০০%

গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

- ডিজাইন অনুমোদন - ১০০%
- পাইলিং - ২৬৮টি/ ২৭০টি
- পাইলক্যাপ - ২৬৭টি/ ২৭০টি
- টাওয়ার ইরেকশন - ২৫০টি/ ২৭০টি
- Stringing - ১০৮টি/ ২৭০টি (সংখ্যা বিবেচনায়)
- মালামাল আমদানি - ১০০%

৩.৪। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১। প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগ

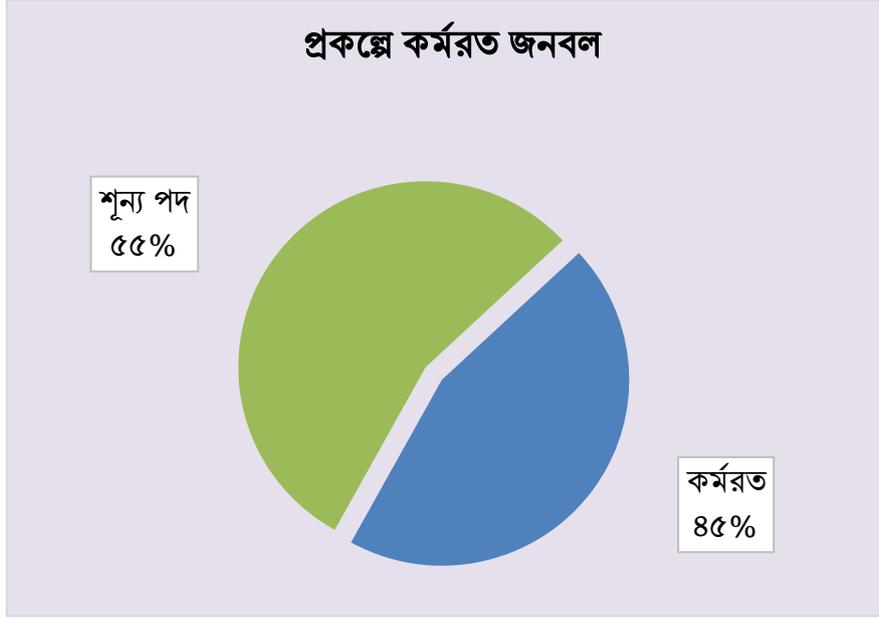
প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনায় দুই জন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের কার্যকাল নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো

প্রকল্প পরিচালক	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত	
				হ্যাঁ/ না	প্রকল্প সংখ্যা
মোঃ আব্দুল মোনায়েম চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১/৭/১৬ হতে ২৫/১০/২০২০	পূর্ণকালীন	না	০
মোরশেদ আলম খান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৫/১০/২০২০ হতে ১৪/৩/২০২১	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	৩
মোরশেদ আলম খান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৫/৩/২০২১ হতে অদ্যাবধি	পূর্ণকালীন	না	০

৩.৪.২। প্রকল্পের জনবল নিয়োগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছিল। প্রকল্প পরিচালক (এসই) ১ জন, নির্বাহী প্রকৌশলী ১ জন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ২ জন, সহকারী প্রকৌশলী ২ জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ৮ জন, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাবরক্ষণ) ১ জন, জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাবরক্ষণ) ১ জন, সিনিয়র হিসাব সহকারী ১ জন, প্রশাসনিক সহকারী ১ জন, গাড়ীচালক ২ জন, অফিস এ্যাটেনডেন্ট ১ জন কর্মরত আছেন। মোট ৪৭ জন জনবলের মধ্যে ২১ জন কর্মরত আছেন। নিম্নের সারণিতে প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল এবং কর্মরত জনবলের উল্লেখ করা হয়েছে।

আরডিপিপি অনুযায়ী পদবি	মূল ডিপিপি অনুযায়ী জনবল	আরডিপিপি অনুযায়ী জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
প্রকল্প পরিচালক (এসই)	১	১	১	০
উপ প্রকল্প পরিচালক/ উচ্চ নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১	০	১
নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১	১	০
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	৬	৬	২	৪
সহকারী প্রকৌশলী	৮	৮	২	৬
উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২০	২০	৮	১২
উপ ব্যবস্থাপক (হিসাবরক্ষণ)	১	১	০	১
সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাবরক্ষণ)	১	১	১	০
জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাবরক্ষণ)	১	১	১	০
সিনিয়র হিসাব সহকারী	১	১	১	০
প্রশাসনিক সহকারী	২	২	১	১
গাড়ীচালক	৬	২	২	০
অফিস এ্যাটেনডেন্ট	২	২	১	১
মোট	৫১	৪৭	২১	২৬



প্রকল্পে নিয়োগকৃত জনবলের মোট ৮৫% কর্মরত রয়েছে। প্রকল্পে অনুমোদিত জনবলে ৩৭ জন প্রকৌশলী কর্মরত থাকার কথা উল্লেখ থাকলেও শূন্য পদের সংখ্যা ২৩ জন। অর্থাৎ ৩৭% প্রকৌশলী দ্বারা প্রকল্পের কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

৩.৪.৩। প্রকল্পের সাইটে কর্মরত জনবল

বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে ৮১৫ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন। প্রকল্প চলাকালীন বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নং	প্যাকেজের বিবরণ	প্রকল্প অফিস থেকে মনিটরিং কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকৌশলী	ঠিকাদারের পক্ষে কর্মরত প্রকৌশলী	কর্মরত শ্রমিক
১	আমিনবাজার - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	৪	১৫	৩২৫
২	গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	৩	২৯	৪০০
৩	৪০০ কেভি রিভার ট্রান্সিং লাইন নির্মাণ (ফাউন্ডেশন পরবর্তী)	২	৪	৬০
৪	আমিনবাজারে ৪০০/২৩০ এআইএস কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ	১	৩	৩০
	সর্বমোট	১০	৫১	৮১৫

৩.৪.৪। প্রকল্পে কর্মরত পরামর্শক

প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশী পরামর্শকগণের পদবি এবং জন মাস ব্যবহারের তালিকা

বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী		বর্তমানে ব্যবহৃত
	সেবা	পরিমাণ (জনমাস)	পরিমাণ (জনমাস)
টিম লিডার/ সঞ্চালন লাইন ইঞ্জিনিয়ার	হোম	৪.৫	৪.০৪
	মাঠ	২১	১৮.০৬
সঞ্চালন লাইন ইঞ্জিনিয়ার	হোম	৫.৫	৫.০৪
	মাঠ	১২.৫	১২.০০
পরিবেশ বিশেষজ্ঞ	হোম	০.৫	০.১৩
	মাঠ	১.৫	-
নির্মাণ প্রকৌশলী সঞ্চালন লাইন	হোম	৩.৫	২.৯৫
	মাঠ	১৩.৫	১১.৯৯
উপ- টিম লিডার / সাবস্টেশন ইঞ্জিনিয়ার	হোম	৮.৫	৪.৪৯
	মাঠ	৮	১.৫৪
সাবস্টেশন ইঞ্জিনিয়ার	হোম	৬	৫.৮২
	মাঠ	১০.২৫	৬.৭২
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (সাবস্টেশন)	হোম	১	০.৫০
	মাঠ	১১.৫	৯.৪০
সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ	হোম	২.৫	২.১৩
	মাঠ	২.৫	-
টেলি- যোগাযোগ প্রকৌশলী	হোম	০.৫	০.৪৫
	মাঠ	১.৫	-
ক্রয় বিশেষজ্ঞ	হোম	২	১.৮৬
	মাঠ	২	২.০০
পাওয়ার সিস্টেম বিশেষজ্ঞ	হোম	১	১.০০
	মাঠ	০	-
উপ-মোট	হোম	৩৫.৫	২৮.৪১
	মাঠ	৮৪.২৫	৬১.৭১

প্রকল্পে নিয়োজিত দেশী পরামর্শকগণের পদবি এবং জন মাস ব্যবহারের তালিকা

বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী		বর্তমানে ব্যবহৃত
	সেবা	পরিমাণ	পরিমাণ
সঞ্চালন লাইন ইঞ্জিনিয়ার	মাঠ	২০	৭.৭৩
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ১ সঞ্চালন লাইন	মাঠ	১৯	৭.৬৪
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ২ সঞ্চালন লাইন	মাঠ	২০	৭.৯১
পরিবেশ বিশেষজ্ঞ	মাঠ	৪	০.৯১
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (সাবস্টেশন)	মাঠ	২৪	১৫.২৩
সাবস্টেশন ইঞ্জিনিয়ার	মাঠ	২৪	১৯.৯৬
ভূতাত্ত্বিক প্রকৌশলী	মাঠ	২	২.০০
সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলী	মাঠ	২	০.৬৪
টেলি যোগাযোগ প্রকৌশলী	মাঠ	২	০.১৪
ক্রয় বিশেষজ্ঞ	মাঠ	২	১.৩২
উপ-মোট	মাঠ	১১৯	৬৩.৪৬

৩.৪.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

প্রকল্পে বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পিআইসি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রতি ছয় মাস পর পর একটি পিএসসি মিটিং করার সংস্থান আছে। অপরদিকে প্রতি চার মাস পর পর একটি করে পিআইসি মিটিং করার সংস্থান আছে। তবে সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা নির্ধারণ করার পর সিডিউল অনুযায়ী মিটিং করা হয়। প্রকল্পের পিআইসি, স্টিয়ারিং কমিটির সভা দেখা যায় যে, পিআইসি, পিএসসি ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যথাসময়ে করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪টি পিআইসি সভা এবং ৪টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা সংক্রান্ত বিস্তারিত নিম্নের সারণিতে দেয়া হলোঃ

সারণি: প্রকল্পের পিআইসি, স্টিয়ারিং কমিটির সভার লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কমিটি	২০১৬-২০১৭		২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন								
PIC	৩	০	৩	০	৩	১	৩	৩	৩	০
PSC	২	০	২	১	২	২	২	১	২	০

৩.৪.৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ৮ সদস্যের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের সংস্থান ডিপিপি'তে রয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন উদ্ভূত সমস্যা সমাধান এবং কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা, প্রকল্পের সহজ বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যে কোন সমস্যার উপযোগী সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করা এ কমিটির প্রধান দায়িত্ব। প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন ও কার্যপরিধি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠিত হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধি	পদবি
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি	চেয়ারম্যান
২.	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), পিজিসিবি	সদস্য
৩.	উপ-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি (পাওয়ার উইং)	সদস্য
৫.	আইএমইডির প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	ইআরডির প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	সিনিয়র সহকারী প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
৮.	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য সেক্রেটারি

সভা	তারিখ	সিদ্ধান্তসমূহ
১ম সভা	১২/০৭/২০১৮	প্রকল্পের ০৪টি প্যাকেজের আর্থিক প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। ডিপিপি মেয়াদের বাইরে প্রকল্প চুক্তির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতি গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
২য় সভা	১১/০৯/২০১৯ ইং তারিখ	প্রকল্পের সঞ্চালন লাইন প্যাকেজ সমূহের জন্য নিয়োগকৃত right of way (ROW) সংক্রান্ত কনসালটেন্ট মাছের ঘেরের অংশে নির্মিতব্য সঞ্চালন লাইন টাওয়ারের জন্য পূর্ববর্তী একই এলাকায় ঘেরে নির্মিত টাওয়ারের ক্ষতিপূরণ প্রদানের হার সংগ্রহ করে বর্তমান বাজার মূল্যের প্রেক্ষাপটে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন ও তদানুযায়ী প্রকল্প দপ্তর হতে ঠিকাদারের মাধ্যমে উক্ত ঘের সমূহের মালিকগণকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করবে।
৩য় সভা	০৩/০২/২০২০	প্রকল্প কাজ চলমান রাখার স্বার্থে আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে ডিপিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত সিডি ভ্যাট প্রকল্পের ব্যয়ের অঙ্গসমূহের আন্তঃ খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে।
৪র্থ	০৬/০৬/২০২০	প্রকল্পের আরডিপিপি প্রস্তাবের বিষয়ে পরবর্তী পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সভা		করতে হবে বলে মতামত প্রদান করা হয়।
		পদ্মা ব্রিজ অথরিটির সাথে আন্তঃ মন্ত্রণালয় যোগাযোগের মাধ্যমে টাওয়ারের ফাউন্ডেশন কাজের গতি বৃদ্ধি করে কাজ জানুয়ারী ২০২১ এর পূর্বেই সমাপ্ত করার তাগাদা প্রদান করতে হবে।
		প্রকল্পের আরডিপিপি প্রস্তাব অতিদ্রুত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে প্রকল্প দপ্তরের নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
		বর্তমান COVID-১৯ মহামারীর সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সকল স্বাস্থ্যবিধি পরিপূর্ণভাবে মেনে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
		বর্ষাকালের মধ্যেও প্রকল্পের ফাউন্ডেশন কাজ চলমান রাখার জন্য সকল যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ প্রকল্প দপ্তরকে গ্রহণ করতে হবে।
		সীমান্ত হতে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মালামাল ও নির্মাণসামগ্রী আমদানি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪.৭ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি

প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব-কে চেয়ারম্যান এবং প্রকল্প পরিচালক-কে সদস্য সচিব করে ৮ সদস্যের সমন্বয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের সংস্থান ডিপিপি'তে রয়েছে। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পের সর্বোচ্চ সুপারিশকারী এবং পর্যবেক্ষণকারী। প্রকল্পের সহজ বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যে কোন সমস্যার উপযোগী সমাধানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধির আওতাভুক্ত। প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) গঠিত হয়েছে মর্মে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি'তে উল্লেখ করা রয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রতিনিধি	পদবি
১.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	চেয়ারম্যান
২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি	সদস্য
৩.	যুগ্ম প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি (পাওয়ার উইং)	সদস্য
৫.	পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি (প্রোগ্রামিং বিভাগ)	সদস্য
৬.	আইএমইডির প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	ইআরডির প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
৯.	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য সেক্রেটারি

সভা	তারিখ	সিদ্ধান্ত
১ম সভা	১৭-১২-২০১৭	প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
		প্রকল্পের সঞ্চালন লাইন নির্মাণের বিড ডকুমেন্টের বিষয়ে এডিবি'র সম্মতি

সভা	তারিখ	সিদ্ধান্ত
		গ্রহণের জন্য নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে;
		প্রকল্পের আওতায় পদ্মা রিভার ক্রসিং এর উদ্দেশ্যে ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন কাজ দ্রুত শুরু করার বিষয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে; এবং
		পাওয়ার গ্রীড অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণ করবেন।
২য় সভা	১৬-০৮-২০১৮	৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের রিভার ক্রসিং অংশের কাজ এবং আমিনবাজার ৪০০/২৩০ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজের চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২০ পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ আরো ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুত বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
		বাস্তবতার আলোকে প্রকল্পের পরিধি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের নিমিত্ত এ বিষয়ক একটি প্রস্তাব দ্রুত বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তবে পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের সময় প্রকল্পের পরিধি পরিবর্তনের বিষয়টি আরডিপিপিতে প্রতিফলিত করতে হবে;
		প্রকল্পটির কার্যসমূহ সময়মত সম্পন্নের লক্ষ্যে একটি সময়ানুগ কর্মপরিকল্পনা (গ্যান্ট চার্টসহ) প্রণয়নপূর্বক দ্রুত বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
৩য় সভা	১৩-১২-২০১৮	প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব জরুরিভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
		প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের পাশাপাশি প্রকল্পের যে সকল চুক্তি সম্পাদন করা হয়নি তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে;
৪র্থ সভা	৫/০২/২০২০	অনুমোদিত ডিপিপি বহির্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আগামী ৭ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
		প্রকল্পের আওতায় চুক্তি/ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও পিপিএ ২০০৬ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে তার দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে বহন করতে হবে।
		প্রকল্প মেয়াদের বাইরে কোনক্রমেই কোন চুক্তি স্বাক্ষর করা যাবে না।
		কোন পর্যায়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে প্রকল্পের স্কোপ পরিবর্তন ও চুক্তি কেন করা হয়েছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
		প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ৯১.৯০% বৃদ্ধি করে কিভাবে প্রকল্পের কাজের চুক্তি করা হলো তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি খতিয়ে দেখবেন।

প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংশোধিত ডিপিপিতে প্রতিফলিত করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

৩.৪.৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি

নির্মাণ কাজের সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার ফসলাদি, বৃক্ষরাজি ও গৃহাদির কিছু ক্ষতি হতে পারে বিধায় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে বিদ্যুৎ আইন/ টেলিগ্রাফ আইন অনুযায়ী বিদ্যমান ফসলাদি, বৃক্ষরাজি ও গৃহাদির ক্ষতির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে। আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ১) আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ২) গোপালগঞ্জ- মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ৩) রিভার ক্রসিং ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজের টাওয়ার স্থাপনের জন্য রাস্তাঘাট, গাছপালা, ফসলাদি, জমির ক্ষতিপূরণসহ right-of way এর

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির মাধ্যমে মূলতঃ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজের টাওয়ার স্থাপনের জন্য রাস্তাঘাট, গাছপালা, ফসলাদি, জমির ক্ষতিপূরণসহ right-of way এর জন্য অন্যান্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকে বিশ্লেষণ করে ক্ষতিপূরণের অনুমোদন দেয়া হয়। কমিটি নিম্নবর্ণিত দপ্তরের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটি সদস্যগণ হচ্ছেন যথাক্রমে পিজিসিবি - আহ্বায়ক, প্রকল্প দপ্তরের প্রতিনিধি - সদস্য, CEGIS এর প্রতিনিধি - সদস্য, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের প্রতিনিধি - সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি - সদস্য।

৩.৪.৯। প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত তথ্যাদি

প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের উপর নিয়মিত অডিট সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্রডশীট জবাবের উপর গৃহীত ব্যবস্থা জানা যায়নি। অডিট আপত্তিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

S.L	Financial Year	Amount Involved	Title	Last Reply from PD office	Latest Status
1.	2016-17	16,65,15,000.00	Advanced payment made for land acquisition but not yet adjusted.	27.01.2021	Unsettled
2.	2017-18	34,51,972.00	VAT amounting to BDT 34,51,972.00 was not deposited to GOVT. account	27.01.2021	Unsettled
3.	2018-19	3,54,64,000.00	Excess expenditure was incurred as CD & VAT amounting TK.354.64 lakh beyond budget provision.	26.01.2021	Unsettled
4.	2018-19	68,37,50,000.00	No reconciliation was done in respect of the items of expenditure amounting to Tk. 6837.50 lakh between the PD office and concerned CAO.	26.01.2021	Unsettled
5.	2019-20	18,70,677.00	Liquidated Damage (LD) was not imposed from the contractor's bill due to delay in completion of work	04.03.2021	Unsettled
6.	2019-20	10,96,81,879.00	Loss of Govt. revenue due to non-deposition of IDC (Interest During Constriction) as per DPP & instruction of budget.	04.03.2021	Unsettled
7.	2019-20	41,81,640.35	Irregular payment was made for earth filling work without compaction test & specification as required in the contract	23.03.2021	Unsettled
8.	2019-20	3,16,41,63,000.00	No reconciliation was done in respect of the items of expenditure amounting to between the PD office and CAO	08.02.2021	Unsettled

৩.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ বিষয়ক জাতীয় নীতি ও আইনসমূহ অনুসরণ

আইন, নীতি ও বিধিমালা	আবশ্যিকীয় বিষয়সমূহ	গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	মন্তব্য
জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ১৯৯২	প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে পরিবেশের উপর যে প্রতিকূল প্রভাব পড়ে তা হ্রাস করার জন্য নীতিমালার নির্দেশসমূহ মেনে চলতে হবে এবং সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলো সমাধান করার জন্য EIA সমীক্ষা করা প্রয়োজন।	জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা-১৯৯২ অনুসরণ পূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণের উপর জোড় দিয়ে EIA সমীক্ষা গৃহীত হয়েছিল।	EIA সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছিল।
পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ এবং পরবর্তীতে সংশোধনী সমূহ (২০০০, ২০০২, ২০১০)	প্রথমতঃ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ এবং পরবর্তীতে সংশোধনীসমূহ অনুসরণ করে পিজিসিবিকে একটি EIA প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রকল্পের কাজ শুরু করার আগে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ প্রকল্পের কোন কাজের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের বিরোধ দেখা দিলে সে কাজটি এড়িয়ে যেতে হবে, এবং চতুর্থতঃ প্রকল্পের কার্যক্রমে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর ৭ ধারা মোতাবেক রেড ক্যাটাগরি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাবগুলো EIA এর মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছিল এবং পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণ করা হয়েছিল।	এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক EIA প্রতিবেদনটি অনুমোদন দিয়েছিল।
পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ এবং পরবর্তীতে সংশোধনী (২০০২, ২০০৩)	যেহেতু প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা মোতাবেক রেড ক্যাটাগরি সেহেতু পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য IEE (Initial Environmental Examination), EIA (Environmental impact Assessment), এবং EMP (Environmental Management Plan) করা প্রয়োজন। এটা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে বাতাস, পানি, মাটি এবং শব্দের গুণাগুণের মাত্রা পরিবেশ অধিদপ্তরের EQS (Environmental Quality Standard) এর মানের মধ্যে রয়েছে এবং যদি প্রকল্পের কোন কার্যক্রমের কারণে গুণাগুণের মাত্রা ব্যাহত হয় তবে সে কার্যক্রম প্রয়োজন অনুসারে কমাতে হবে অথবা বাতিল করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য IEE, EIA এবং EMP এর কাজসমূহ করা হয়েছে। পরিবেশের সুরক্ষার জন্য EMP / CESMP সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রম প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকায় চলমান রয়েছে।	পরিবেশের উপর প্রভাবগুলো মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও সুরক্ষা আইন-২০১২	সুরক্ষিত বন্যপ্রাণি ও তাদের বিচরণ ক্ষেত্রগুলো রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রকল্পের কার্যক্রমে বন্যপ্রাণির জন্য সুরক্ষিত এলাকাসমূহ বাদ দিতে হবে এবং যেখানে কোন প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।	সুরক্ষিত বন্যপ্রাণিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে কার্যক্রম EMP তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বন্যপ্রাণি ও বন্যপ্রাণির বিচরণক্ষেত্রসমূহ সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে EMP তৈরি করা হয়েছে। ফলে প্রাণির জন্য সুরক্ষিত কোন এলাকা প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়নি এবং প্রকল্পের কোন কাজ বন্য প্রাণীদের জন্য সুরক্ষিত কোন এলাকাকে	প্রস্তাবিত কার্যক্রম পর্যাপ্ত আকারে গ্রহণ করা হয়েছে।

আইন, নীতি ও বিধিমালা	আবশ্যিকীয় বিষয়সমূহ	গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	মন্তব্য
		প্রভাবিত করবে না।	
মৎস্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষা আইন-১৯৫০ সংশোধিত-২০১২ (Conservation and Protection of Fish Act-1950) (amended in 2012)	মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র বা অভয়াশ্রমকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মৎস্য বিচরণ করে এরূপ কোন জলাশয়কে দূষিত করা যাবে না। মাছের ডিম পাড়ার ক্ষেত্রগুলোকে এড়িয়ে যেতে হবে।	জলাশয় দূষণ প্রশমন কার্যক্রম, মাছের ডিম পাড়ার ক্ষেত্র সমূহ এড়িয়ে যাওয়া এবং মৎস্য বিচরণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম EMP-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	এ বিষয়ে কার্যক্রম পর্যাপ্ত এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ১৯৯২	প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে পরিবেশের উপর যে প্রতিকূল প্রভাব পড়ে তা হ্রাস করার জন্য নীতিমালার নির্দেশসমূহ মেনে চলতে হবে এবং সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলো সমাধান করার জন্য EIA সমীক্ষা করা প্রয়োজন।	জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা-১৯৯২ অনুসরণ পূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণের উপর জোড় দিয়ে EIA সমীক্ষা গৃহীত হয়েছিল।	EIA সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছিল।

৩.৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (EMP) গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ

ইস্যু/বিষয়বস্তু	EMP-তে উল্লেখিত প্রশমন কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা
পানি দূষণ	<ul style="list-style-type: none"> নির্মাণ এলাকায় বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য অস্থায়ী খাদ বা গর্ত তৈরী করা কর্ম এলাকা থেকে কোন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি লিকেজ হয়ে বা উপচে পড়ে যেন জলাশয়ে না যায় তা প্রতিরোধ করা। কর্ম এলাকা থেকে অতিরিক্ত সিমেন্টের অংশ অপসারণ কর্ম এলাকা থেকে অতিরিক্ত সিমেন্টের অংশ বা কঁদামাটি নিরাপদে নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। 	ড্রিলিং কার্যক্রম থেকে উত্তোলিত সিমেন্টের অংশ, কঁদামাটি চ্যানেলের মাধ্যমে তৈরীকৃত একটি গর্তে নেওয়া হয় এবং সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়।
শব্দ দূষণ	কর্ম এলাকায় ব্যবহৃত ইঞ্জিনগুলোতে শব্দ নিরোধক যন্ত্র ব্যহার নিশ্চিত করা	ভারী যন্ত্রপাতির ইঞ্জিনসমূহে সাইলেন্সার ব্যবহার করে শব্দ কমিয়ে আনা হয়।
	যে সকল কর্ম এলাকায় বেশি শব্দ উৎপাদিত হয় সে সকল কর্ম এলাকায় কর্মীদের কানে ছিপি ব্যবহার করা	শব্দ প্রবণ এলাকায় কর্মীগণ কানে ছিপি ব্যবহার করেন।
	ভালো ইঞ্জিনসহ প্রত্যায়িত যানবাহন ব্যবহার নিশ্চিত করা	সমস্ত যানবাহনকে যথাসময়ে সার্ভিসিং করা হয় এবং কম শব্দের হর্নস ব্যবহার করা হয় তাছাড়া প্রত্যায়িত যানবাহন ভাড়া করা হয়।
	সংবেদনশীল এলাকায় কাজ করা থেকে	শম্যক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ পরিচালিত হওয়ায়

ইস্যু/বিষয়বস্তু	EMP-তে উল্লেখিত প্রশমন কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থাদি
	বিরত থাকা	সংবেদনশীল সাবধানতা গ্রহণ করা হয় না।
	রাত্রিকালীন কাজ করা এড়িয়ে চলা	রাত্রিকালীন কোন কাজ করা হয়না
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ	ধুলো দমন কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে হবে।	শুক্ক মৌসুমে যেখানে ধূলা নিঃসরিত/উদগিরিত হয় সেখানে নিয়মিত পানি ছিটানো হয়। আলগা মাটি বা অন্যান্য দ্রব্যাদি চট বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।
	ইঞ্জিনগুলো থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা	শুধুমাত্র ভালো ইঞ্জিনের যানবাহন ও মেশিনপত্র ব্যবহার করা হয়। যানবাহনের ইঞ্জিনসমূহকে নিয়মিত সার্ভিসিং করা হয়।
	যানবাহনের গতি সীমিত করা	যানবাহনের গতি ঘণ্টায় ১৫ কি:মি: পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়
নদীপথে কোনরূপ হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলা বা কমানো	নদী বা খালের উপর দিয়ে সঞ্চালন লাইনের স্ট্রিংগিং কার্যকলাপ চালানোর সময় নদীপথে যাতে কোনরূপ বাঁধার সৃষ্টি না হয় তা পরিবীক্ষণ করা	নদীর উপর দিয়ে কোন স্ট্রিংগিং কার্যক্রম করা হয়নি।
রাস্তা পাড়াপাড়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি	-স্ট্রিংগিং করার সময় রাস্তার ক্রসিং পয়েন্টে যাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেজন্য ক্রসিং পয়েন্টের রাস্তার উপর ট্যাপ নেট ব্যবহার করা	রাস্তার ক্রসিং পয়েন্টের উপর দিয়ে কোন স্ট্রিংগিং করা হয়নি।
পরিবেশের উপর বিষাক্ত বর্জ্যের প্রভাব	পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বিষাক্ত বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা	বিষাক্ত দ্রব্যাদি আলাদাভাবে নিরাপদ স্থানে গুদামজাত করা হয়। অনুমোদিত এজেন্সীর মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্পত্তি করা হয়।
পরিবেশের উপর নির্মাণ সামগ্রীর বর্জ্যের প্রভাব	নির্মাণ সামগ্রীর বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সেগুলো যথাযথভাবে গুদামজাত করা ও নিষ্পত্তি করা	নির্মাণ কাজের বর্জ্যগুলোকে বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ ও পৃথকীকরণ করা হয় অথবা বিভিন্ন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা হয় এবং পর্যায়ক্রমে সরানো হয়। কোন কোন স্থানে নির্মাণ কাজের বর্জ্য অপসারণে বিলম্ব হয়। মাঝে মাঝে বর্জ্য রূপান্তর করা হয়।
সেচ কার্যক্রমে ব্যবহৃত নালার ক্ষতি বা বাঁধার সৃষ্টি করা	সেচ কার্যক্রমে ব্যবহৃত নালা সমূহে পানি চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে বা নালাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এরূপ কার্যক্রম এড়িয়ে যাওয়া	প্রকল্প কার্যক্রমের টাওয়ার নির্মাণে এরূপ কোন সেচ কাজে ব্যবহৃত নালা দেখা যায়নি
ভূমি এবং কৃষিকাজে প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব	যে সকল ভূমি বেসরকারী মালিকানাধীন সে সকল ভূমি যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা	প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী টাওয়ার নির্মাণে যথাসম্ভব কম ভূমি ব্যবহার করা হয়।
	প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতি যথাসম্ভব কম করা	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে জমির মালিককে অবহিত করা হয় যাতে তিনি জমিতে থাকা ফসল আগেভাগে তুলে নিতে পারেন। তাছাড়া জমির মালিকের ফসল তোলার স্বার্থে প্রকল্পের কাজে বিলম্ব করা হয়।
	জমির মালিককে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান	INGO নিয়োজিত করে কৃষকদেরকে তাদের ফসলের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।
	সরকারি বা পতিত জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান	এ রকম কোন সরকারী বা পতিত জমি পাওয়া যায়নি।

ইস্যু/বিষয়বস্তু	EMP-তে উল্লেখিত প্রশমন কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থাদি
মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমে প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব	মৎস্য উৎপাদন, বিচরণ বা অভয়াশ্রমের উপর প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রভাব ন্যূনতম করা	প্রকল্পের কাজ শুরুর মৌসুমে সম্পন্ন করা হয় ফলে বর্ষাকালে প্লাবন ভূমিতে প্রকল্প কার্যক্রমের কোন প্রভাব পড়ে না।
	পানি দূষণ ন্যূনতম করা বা এড়িয়ে যাওয়া	প্রকল্প কার্যক্রমের কোন বিষাক্ত দ্রব্যাদি জলাশয়ে ফেলা হয় না।
	মৎস্যচারণ এলাকা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত না করা	প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর মৌসুমে করা হয় এবং খুব স্বল্প জায়গায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
	চিংড়ী ঘেড়ের মালিকদের নির্মাণ কাজ শুরুর ৬ (ছয়) মাস আগে নির্মাণ বিষয়ে অবহিত করা	প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-৪ যা বাগেরহাট জেলায়; এ এলাকায় কিছু চিংড়ী মাছের ঘেড় রয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোথাও কোন মৎস্য চাষ বা মৎস্যচারণ ভূমি নেই। ঘেড় এলাকায় চাষীদের কাজের শুরুর বিষয়ে পূর্ব থেকে নোটিশ প্রদান করা হয়।
	প্রকল্পের কার্যক্রমে মৎস্য চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে মৎস্য চাষে উৎসাহিত করা	এখনও প্রকল্প কার্যক্রমে কোন মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।
	সম্ভাবনাময় মৎস্য চারণভূমি বা মৎস্য চাষের এলাকা এড়িয়ে যাওয়া। মাছের ডিম ছাড়ার এবং বিচরণের সম্ভাবনাময় এলাকা এড়িয়ে যাওয়া	প্রকল্পের কার্য এলাকায় সম্ভাবনাময় কোন মৎস্য চারণভূমি পাওয়া যায়নি। কম্পোনেন্ট ৪ এর জন্য চিংড়ী ঘের এলাকা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হয়। প্রকল্পের বেশিরভাগ এলাকা প্লাবন সমভূমি। মাছের ডিম ছাড়া বা বিচরণ করা হিসেবে এ সকল এলাকা পরিচিত কিন্তু কোন মাছের আবাসভূমি প্রকল্প এলাকায় নেই।
গাছ পালার ক্ষতি	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনায় যথাসম্ভব গাছপালার ক্ষতি কম করা অথবা এড়িয়ে যাওয়া 	<ul style="list-style-type: none"> আমিনবাজার কম্পোনেন্টে কোন গাছপালা নেই। টাওয়ার নির্মাণ এবং টাওয়ারে প্রবেশ রাস্তায় যাতে গাছপালার কম ক্ষতি হয় সে বিষয়ে যত্ন নেয়া হয়েছে। তাছাড়া গাছপালা বা গুল্মলতা যাতে পুনর্বিকশিত হতে পারে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
	<ul style="list-style-type: none"> বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ 	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের নীতি হলো প্রকল্পের কাজে ১ (একটি) গাছ কাটা হলে ৩(তিন)টি লাগানো। আমিন বাজারে সাব স্টেশন নির্মাণে কোন গাছ কাটা হয়নি এবং কোন গাছ লাগানো হয়নি। আমিনবাজার - মাওয়া-গোপালগঞ্জের কম্পোনেন্টে বসতবাড়ী এবং রাস্তার পার্শ্বে ৪০ (চল্লিশ)টি গাছ লাগানো হয়েছে। অন্যদিকে গোপালগঞ্জ-মংলা কম্পোনেন্টে বসতবাড়ী, রাস্তার পার্শ্বে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছয়শত গাছ লাগানো হয়েছে। উভয় কম্পোনেন্টের কন্ট্রাকটারগণ গাছ লাগানোর পর প্রতিবেদন দিয়েছেন। গোপালগঞ্জ- মংলা কম্পোনেন্টে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে ১:৩ এবং আমিনবাজার- গোপালগঞ্জ কম্পোনেন্টে ১:২ অনুপাতে গাছ লাগানো হয়েছে।
	<ul style="list-style-type: none"> গাছপালা পুনর্বিকশিত হওয়ার সুযোগ 	<ul style="list-style-type: none"> আবর্জনা সরানো, গর্তগুলো মাটি দ্বারা পূরণ করা

ইস্যু/বিষয়বস্তু	EMP-তে উল্লেখিত প্রশমন কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা
	দেয়া	হলে গাছপালা, লতাগুল্ম গুলো পুনরায় নবজীবন লাভ করে নিজেদের বিকশিত করতে পারবে। আমিনবাজার এলাকায় গাছপালার নব জীবন লাভের কোন সুযোগ নেই, কারণ সেখানে কোন গাছপালা ছিল না।
বন্য প্রাণীদের জীবন ও আবাস ভূমিতে প্রভাব	<p>বন্যপ্রাণীদের জীবনের জন্য হুমকি এরূপ যে কোন কাজ বা তাদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত স্থানের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কম করা ও এড়িয়ে যাওয়া</p> <p>বন্য প্রাণীর জীবন যাত্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা বা তাদেরকে হত্যা করা</p>	<p>প্রকল্পের আমিনবাজার এলাকাটিসহ অন্যান্য ৩টি প্রকল্প এলাকার কোথাও বন্যপ্রাণীর আবাস ভূমি নেই। এ সকল এলাকা শয্যক্ষেত্র।</p> <p>যদিও প্রকল্প এলাকায় কোন বন্যপ্রাণী নেই, তবুও কোন বন্য প্রাণী হত্যা না করার বিষয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় রাত্রিকালীন কোন কাজ করা হয়না। সকল কর্মীদের নির্মাণ কাজ শুরু করার আগেই বন্যপ্রাণী, তাদের জীবন মান, তাদের আবাসভূমি, চলাচল ও সংরক্ষণ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কোন ধীরগতি সম্পন্ন প্রাণী রয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হয়।</p>

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক

৪.১ সবল দিকসমূহ

১. প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রামপাল ও পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে সঞ্চালন করে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।
২. প্রকল্পের পদ্মা রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশন স্থাপন সরকারের ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের কার্যক্রমের একটি অংশ। পদ্মা নদী অতিক্রমের জন্য টাওয়ারের ৭টি ফাউন্ডেশন নির্মাণের কাজ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে। পদ্মা সেতুর সাথে সংশ্লিষ্টতার ফলে এ প্রকল্পটি আলাদা মর্যাদা পেয়েছে।
৩. প্রকল্পটির সঞ্চালন লাইনে Quad ACSR এর পরিবর্তে Quad ACCC Conductor ব্যবহার করার ফলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ক্যাপাসিটি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।
৪. পদ্মা নদীর রিভার ক্রসিং টাওয়ারগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গভীর (১০০ মিটারের অধিক) পাইল ফাউন্ডেশনের উপর নির্মাণাধীন বৈদ্যুতিক টাওয়ার। পদ্মা পৃথিবীর খরস্রোতা নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম। অনেক প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টাওয়ারের ফাউন্ডেশন স্থাপনের কাজ চলমান আছে।
৫. পদ্মা নদীর মধ্যে ৭টি টাওয়ারই DR Suspension (উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন) টাইপ এর টাওয়ার। পদ্মা রিভার ক্রসিং টাওয়ারের পাইলিং এর কাজ নদীর অনেক গভীরে গিয়ে করতে হচ্ছে। এগুলো নির্মাণের জন্য ভাসমান কাঠামোতে ভারী ক্রেন ও হ্যামারের মাধ্যমে নদীর তলদেশে পাইল ড্রাইভ করা হয়েছে।
৬. পদ্মা সেতুর পাশ দিয়ে ৯ দশমিক ৪ কিলোমিটার ৪০০ কেভি রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। নদীতে নির্মাণাধীন টাওয়ারগুলো প্রতিটি প্রায় ৮৩০ মিটার দূরে দূরে অবস্থিত এবং পিয়ার পাইলগুলো একটি থেকে আরেকটি যথেষ্ট দূরে থাকায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া কম হয়েছে।
৭. প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবছর তা নবায়ন করা হচ্ছে।
৮. প্রকল্পের আওতায় রাইট অব ওয়ে অনুযায়ী টাওয়ার স্থাপনের জন্য জমি গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং টাওয়ার স্থাপনের স্থানে মালামাল পরিবহনে ও জমিতে কাজের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে।
৯. প্রকল্পটির প্রতিটি ধাপে রিভাইজড ওয়ার্ক প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থার একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।
১০. এ প্রকল্প বাস্তবায়নে যৌথভাবে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং পিজিসিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে অর্থায়ন করা হচ্ছে। সকল পক্ষ থেকে প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং করা হচ্ছে।
১১. পিজিসিবি'র মত একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীসহ প্রশিক্ষিত জনবলের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে যার নেটওয়ার্ক সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত।
১২. প্রকল্পটিতে ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল নির্মাণ শ্রমিক বাংলাদেশী। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

8.২ দুর্বল দিকসমূহ

১. পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণাধীন টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের কাজের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হলে মংলা থেকে আমিনবাজার পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন সম্পূর্ণরূপে চালু করা সম্ভব হবে না।
২. পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের নির্মাণ কাজ ধীর গতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১ শেষ হবার কথা থাকলেও রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের কাজের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম।
৩. পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ নির্মাণাধীন ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং রিভাইজড কর্মপরিকল্পনা পিজিসিবি বরাবর প্রেরণ না করার ফলে প্রকল্প দপ্তরের পক্ষ থেকে ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের সম্পূর্ণ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।
৪. রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশন স্থাপন কাজ শেষ না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট রিভার ক্রসিং টাওয়ার স্থাপন কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ ১ দফা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২১ সালে শেষ হবে। সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিভার ক্রসিং টাওয়ারগুলো পিজিসিবি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা না হলে ঠিকাদার ইরেকশন ও তার টানার কাজ শুরু করতে পারছে না।
৫. পদ্মা রিভার ক্রসিং টাওয়ার স্থাপন কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে। পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টাওয়ারের ফাউন্ডেশন হস্তান্তরে বিলম্ব হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার compensation event এর আওতায় ক্ষতিপূরণ দাবি করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
৬. আরডিপিপিতে ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত প্যাকেজ ক্রয় ক্যাটাগরিতে GD-1, GD-2, GD-3, GD-4 - এ ৪টি প্যাকেজ এবং কার্য ক্রয় ক্যাটাগরিতে WD-1, WD-2, WD-3, WD-4 এ ৪টি প্যাকেজ আলাদা আলাদা ভাবে দেখানো হলেও বাস্তবে GD-1 & WD-1 একীভূত করে ১টি প্যাকেজ করা হয়েছে। একইভাবে GD-2 & WD-2 মিলে ১টি, GD-3 & WD-3 নিয়ে ১টি এবং GD-4 & WD-4 মিলে ১টি মোট ৮টি প্যাকেজে একীভূত করে ৪টি প্যাকেজে পরিণত করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবসম্মত হলেও সংশোধিত ডিপিপির Total Procurement Plan-এ প্রতিফলিত হয়নি।
৭. বর্তমানে টাওয়ার স্থাপন কাজে কৃষি বিভাগ ও বন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কৃষি পণ্য ও গাছপালার মূল্য বাবদ ফসলাদি, বৃক্ষরাজি ও গৃহাদির ক্ষতিপূরণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের টাওয়ার নির্মাণের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির মালিকেরা বর্ধিত হারে জমির ক্ষতিপূরণ দাবি করায় টাওয়ার স্থাপনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

8.৩ সুযোগসমূহ

১. পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের ২০১৬ এর আলোকে ‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিজিসিবি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটি পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের ২০১৬ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন ও উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে সাহায্য করবে।
২. এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সঞ্চালন লাইন স্থাপিত হলে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ১৩২০ মে:ও, পায়রা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ১৩২০ মে:ও এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট হতে আংশিক বিদ্যুৎ সহ মোট প্রায় ৪০০০ মে:ও বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সংযোজন করা যাবে।

৩. বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসন এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দেশব্যাপী নির্ভরযোগ্য, নিরবিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহে সহায়তা করবে।
৪. ‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধন)’ প্রকল্পটি পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) অনুসারে উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।
৫. প্রকল্পটির সঞ্চালন লাইনে আধুনিক গুণগত মানসম্পন্ন কন্ডাক্টর ব্যবহারের ফলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ সহজ হবে এবং সঞ্চালন লাইনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৬. প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিতরণী সংস্থাগুলো অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ পাবে এবং ভোল্টেজের অবস্থা ভাল থাকবে, সঞ্চালন লাইনের সিস্টেম লস কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।
৭. আমিনবাজার সাবস্টেশনটি চালু হলে রামপাল ও পায়রা হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ উচ্চ ভোল্টেজে আমিনবাজার এনে ভোল্টেজ রেগুলেট করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সহজ হবে। এতে বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিডের সক্ষমতা বাড়বে।
৮. সঞ্চালন লাইনটি গোপালগঞ্জ নির্মাণাধীন গোপালগঞ্জ ৪০০/১৩২ কেভি এআইএস উপকেন্দ্র হয়ে আমিনবাজারে সংযুক্ত হবে। তাই গোপালগঞ্জের এ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সঞ্চালন করা সম্ভব হবে।
৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাস্তবায়নের সাথে জড়িত পিজিসিবি’র জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ও তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।
১০. বিদ্যুৎ, যেকোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অপরিহার্য একটি উপাদান। বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান তথা বাণিজ্যিক অবকাঠামো নির্মিত হবে। ফলে বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। বাংলাদেশের মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
১১. প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও প্রকল্পটি দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।
১২. প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সেচ কাজে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে।
১৩. বিদ্যুৎ খাতে রাজস্ব আদায় বাড়বে এবং পিজিসিবির নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৪.৪ ঝুঁকিসমূহ

১. পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণাধীন টাওয়ার ফাউন্ডেশন পিজিসিবি-এর কাছে হস্তান্তরের পর ফাউন্ডেশনের উপর টাওয়ার স্থাপন, টাওয়ারের উপর তার টানানো ও আনুষঙ্গিক কাজ সম্পূর্ণ হবে। টাওয়ারের ফাউন্ডেশন হস্তান্তর বিলম্বিত হওয়ায় প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।
২. ১৩২০ মেগাওয়াট পায়রা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ইউনিটের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু পদ্মা রিভার ক্রসিংয়ে সঞ্চালন লাইনের কাজ শেষ না হওয়ায় একটি ইউনিট এখনও অলস পড়ে আছে। দ্রুত সঞ্চালন লাইন নির্মাণ শেষ করতে না পারলে এবং দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সম্পূর্ণ সচল না থাকলে ঋণের কিস্তি পরিশোধে সমস্যা হবে। এ কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
৩. বাংলাদেশের নিউক্লিয়ার পাওয়ার হাব রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। কিন্তু ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ সঞ্চালন লাইনের নির্মাণকাজ শেষ না হয়, তবে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন পুরোপুরিভাবে করা সম্ভব হবে না।

৪. ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন একটি হাই ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইন। তাই হাই ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইন রক্ষণাবেক্ষণে সর্বোচ্চ সতর্কতার প্রয়োজন হবে।
৫. প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিজিসিবির জনবলের ঘাটতি রয়েছে।
৬. পদ্মা খরস্রোতা নদী। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র- দক্ষিণ এশিয়ার দুটি দীর্ঘ নদীর অববাহিকার পানি পদ্মা নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নামছে। বর্ষাকালে উজান থেকে নেমে আসা স্রোতের বেগ এত বেশি থাকে যে, বর্ষাকালে কর্মপরিকল্পনা অনুসারে টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।
৭. করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে প্রকল্পের কাজ বিঘ্নিত হতে পারে।
৮. পদ্মা নদীর ভিতরে ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্নে বিলম্বের কারণে প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ তাই প্রকল্পটি আরেক বার সংশোধনের (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি) প্রয়োজন হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটি জিওবি, এডিবি এবং পিজিসিবি'র নিজস্ব অর্থায়নে জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫০৫৩৭.০০ লক্ষ টাকা। আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫.৮২% জিওবি, ৫০.৭২% এডিবি এবং ১৩.৪৬% পিজিসিবি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ৮৭.২৫%। আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনের ফলে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪.৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ডাবল সার্কিট লাইন প্যাকেজের আওতায় ২১৬টি টাওয়ার এবং গোপালগঞ্জ- মংলা ডাবল সার্কিট লাইন প্যাকেজের আওতায় ২৭০টি টাওয়ার নির্মাণ কাজের চুক্তি করা হয়েছে। তাছাড়াও পদ্মা নদীর দুই পাড়ে ৪টি এবং নদীর মাঝে ৭টি মোট ১১টি টাওয়ার নির্মাণ কাজের চুক্তি করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পদ্মা নদীর মাঝে ৭টি টাওয়ারের পাইলিং এবং পাইল ক্যাপ নির্মাণের দায়িত্বে আছে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। পদ্মা নদীর উপর দিয়ে ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট রিভার ক্রসিং সঞ্চালন লাইন অংশে ৭টি টাওয়ারের পাইলিং, পাইলক্যাপ এবং ফাউন্ডেশনের নির্মাণ ব্যয় সেতু প্রকল্প হতে সংস্থান করা হবে। ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশন সমাপ্ত হবার পর পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে টাওয়ারের ফাউন্ডেশন পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)-এর নিকট হস্তান্তর করবে। ফাউন্ডেশনগুলোর উপর টাওয়ার স্থাপন ও টাওয়ারের উপর তার টানার কাজটি নির্বাচিত EPC ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট (২১৬+১১+২৭০) ৪৯৭টি টাওয়ার ইরেকশন এবং স্ট্রিংগিং করতে হবে। পদ্মা নদীর মাঝে স্থাপিতব্য ৭টি টাওয়ারের ইরেকশন কাজ জুন ২০২১ এর তারিখে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে বলা যায় মাত্র ১.৪১% বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হওয়ায় কারণে আমিন বাজার-মাওয়া-মংলা সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য যথাসময়ে অর্জন করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে একান্ত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে দ্রুত ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন করা অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিগত ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত Fast Track Project Monitoring Task Force-এর ১৫তম সভায় আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনে পদ্মা নদীর River bed এ নির্মাণাধীন ৭টি বিদ্যুৎ টাওয়ারের ফাউন্ডেশন কাজ সম্পাদন এবং পিজিসিবির নিকট হস্তান্তরের বিষয়টি আলোচনা করা হয়। পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, নির্ধারিত ৭টি টাওয়ারের ৩৬টি পাইলের মধ্যে সবগুলো পাইলিং এবং ১৮টি পাইল ক্যাপ সম্পন্ন হয়েছে। টাওয়ারের ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক বিধায় সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং BPDB এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে যৌথ তদারকির মাধ্যমে দ্রুত ২/৩টি টাওয়ার সম্পন্ন করে ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের জন্য PGCB এর অনুকূলে হস্তান্তর করা এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য টাওয়ারের পাইলিং কাজ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং BPDB এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে যৌথ তদারকির মাধ্যমে পদ্মা নদীর River bed এ নির্মাণাধীন ৭টি (৪০০ কেভি) বিদ্যুৎ টাওয়ারের মধ্যে ২/৩টির ফাউন্ডেশন কাজ সম্পাদন করে দ্রুত পিজিসিবির নিকট হস্তান্তর করতে হবে। বাকি টাওয়ার সমূহ যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। এ কাজ বাস্তবায়নে করবে সেতু বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে টাওয়ার স্থাপন কাজে কৃষি বিভাগ ও বন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কৃষি দ্রব্য ও গাছ পালার মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে। চিংড়ির ঘের/ পানের বরজ এলাকার টাওয়ারের অবস্থান থেকে রাস্তা দূরে থাকার কারণে, গাছপালা, ফসল ও পুকুরগুলির ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয় এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা কাজের ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির মালিকেরা জমির ক্ষতিপূরণ দাবি করায় টাওয়ার স্থাপনের কাজ বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় রাইট অব ওয়ে অনুযায়ী টাওয়ার স্থাপনের জন্য জমি গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ

প্রদান এবং টাওয়ার স্থাপনের স্থানে মালামাল পরিবহনে ও কাজের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে বিধায় টাওয়ারের স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা মোতাবেক IEE (Initial Environmental Examination), EIA (Environmental Impact Assessment), এবং EMP (Environmental Management Plan) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে বাতাস, পানি, মাটি এবং শব্দের গুণাগুণের মাত্রা পরিবেশ অধিদপ্তরের EQS (Environmental Quality Standard) এর মানের মধ্যে রয়েছে এবং পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে এরূপ প্রকল্পের যে কোন কার্যক্রমের উপর লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

প্রকল্পের প্রধান ৪টি প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াবলীর উপর সার্বিক পর্যবেক্ষণ

1. Total Procurement Plan এ পণ্য ক্রয়ে ৪টি (GD-1, GD-2, GD-3 ও GD-4) প্যাকেজ এবং কার্য সম্পাদনে ৪টি (WD-1, WD-2, WD-3 ও WD-4) প্যাকেজ মোট ৮টি প্যাকেজের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তবে GD-1 ও WD-1- এ দুটি প্যাকেজ একীভূত করে একটি প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যেমন GD-1: Material Equipment for Construction Aminbazar- Gopalganj 400 KV Double Circuit Line (75.00km) including OPGW and necessary facilities (Conductor ACCC-724/71 Dhaka এর সঙ্গে WD-1 Construction of Aminbazar- Gopalganj 400 KV Double Circuit Line (75.00km) including OPGW and necessary facilities (Conductor ACCC-724/7 Dhaka) with installation works একীভূত করে “Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Aminbazar - Gopalganj 400 KV Double Circuit Line on Turnkey basis” শীর্ষক একটি প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। একইভাবে GD-2 ও WD-2, GD-3 ও WD-3 এবং GD-4 ও WD-4 একীভূত করে আরও ৩টি প্যাকেজ করা হয়েছে। পণ্য ও কার্য প্যাকেজসমূহ একীভূত করার ফলে EPC ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে। তাই ক্রয় প্রক্রিয়ায় কার্য এবং পণ্যের প্যাকেজকে সমন্বিত করা বিধি সম্মত রাখার লক্ষ্যে একীভূত প্যাকেজসমূহ প্রকল্প সংশোধন কালে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে।
2. ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) সর্বোচ্চ ৮০° সেঃ তাপমাত্রায় নিরাপদে কাজ করতে সক্ষম। অন্যদিকে ACCC (Aluminium Conductor Composite Core) একটি বিশেষ ধরনের HTLS (High Temperature Low Sag) Conductor যা সর্বোচ্চ ১৮০° সেঃ তাপমাত্রায় ক্ষমতায় কাজ করতে সক্ষম। ইতোমধ্যে পিজিসিবি যে সকল সঞ্চালন লাইনে ACCC conductor ব্যবহার করেছে সে সকল লাইনের মধ্যে দিয়ে ACSR conductor এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা সম্ভব হচ্ছে।
3. প্রতি বছরের শুরুতে ক্রয়কারী ঐ বছরের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যা HOPE বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে (PPR 2008 এর Rule 16.1 ও 16.7)। আলোচ্য ৪টি প্যাকেজের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা ২৪/০৪/২০১৬ সালে অনুমোদনের বিষয় উল্লেখ আছে। আলোচ্য ৪টি প্যাকেজের দরপত্রসমূহের বিবরণ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকাশিত হয়। এ ৪টি প্যাকেজ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ থেকে দরপত্র খোলার সময়সীমা ৪২ দিনের কম হবেনা (PPR-2008, Rule 83 (1) (a))। আলোচ্য ৪টি প্যাকেজের দরপত্র ৮২-১১১ দিন পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এ সময়টি যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা যেতো।
4. এ ৪টি প্যাকেজ মূল্যায়নের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৪২-২৭৬ দিনে সম্পন্ন করে। অথচ বিধি PPR- 2008 Rule 8(14) অনুযায়ী মূল্যায়ন ২১ দিনে (কারিগরি সাব-কমিটির সাহায্য ছাড়া) সম্পন্ন করার বিধান আছে। দরপত্র মূল্যায়নে বিলম্ব কাম্য নয়। অন্যদিকে PPR-2008 এর Rule 8(14) এ HOPE কর্তৃক গৃহীত ১৪ দিনসহ পরিচালনা পর্যদ কর্তৃক ২৮ দিনের মধ্যে মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের বিধান থাকলেও আলোচ্য ৪টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ৬৯-১০৩ দিন নেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের সময় অত্যাধিক বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এক্ষেত্রে বিদেশী সংস্থার গাইডলাইন করা হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণে জানা যায়।
5. দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর ৭ দিনের মধ্যে NOA ইস্যু করার বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে।

৬. ক্রয় পরিকল্পনা CPTU এর ওয়েবসাইটে দেয়ার বিধান রয়েছে (PPR- 2008 এর Rule 16(11))। তাছাড়া দরপত্র বিজ্ঞাপন CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিধান থাকলেও (PPR- 2008 এর Rule 90(2) (i) এক্ষেত্রে ক্রয় পরিকল্পনা ও বিজ্ঞাপন CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেয়নি। কারণ হিসেবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ADB Procurement Guidelines এর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু CPTU এর ওয়েবসাইটে তা প্রকাশের জন্য কোন বিধি নিষেধ ছিল না।
৭. ৪টি ক্রয় প্যাকেজের আওতায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের তারিখ থেকে দরপত্র খোলার তারিখ পর্যন্ত ন্যূনতম সময় ৪২ দিনের উল্লেখ থাকলেও ডিপিপিএর একটি প্যাকেজকে দুটিতে বিভক্ত এবং কন্ডাক্টর টাইপ পরিবর্তনের কারণে নতুন টেন্ডার প্রস্তুতে প্রকৃত পক্ষে ৮২-১১১ দিন সময় দেয়া হয়। এর ফলে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন প্রলম্বিত হয়েছে। এছাড়া ৪টি প্যাকেজ মূল্যায়নে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৪২-২৭৬ দিন সময় নেয়। কারিগরি সাব-কমিটির সহায়তা ছাড়া কার্যক্রম ২১ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও তা প্রতিপালিত হয়নি।
৮. একই ভাবে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ৬৯-১০৩ দিন সময় নেওয়া হয়েছে। অথচ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য HOPE এর নিকট ১৪ দিন সহ মোট ২৮ দিনের বিধান আছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে NOA ইস্যু করার কঠোর বিধান থাকলেও ১টি প্যাকেজের ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।
৯. প্রতিটি চুক্তির ক্ষেত্রে কার্য সমাপ্তির তারিখ কমপক্ষে ২৮০ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি প্যাকেজের ক্ষেত্রে চুক্তি মূল্য বৃদ্ধি করে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশ

১. প্রকল্পভুক্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনে পদ্মা নদী ক্রসিং-এর নির্মাণাধীন টাওয়ার ফাউন্ডেশন হস্তান্তর না হওয়ায় প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম সমাপ্তির পথে থাকলেও প্রকল্পের সার্বিক সমাপ্তি বিলম্বিত হচ্ছে। তাই পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে টাওয়ার ফাউন্ডেশন হস্তান্তরের সময়সূচি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধন অথবা ব্যয় বৃদ্ধি না করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এ দুটি বিকল্পের মধ্যে যেটি সুবিধাজনক ও কার্যকর তা গ্রহণ করা যেতে পারে। একাধিক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত থাকায় তাদের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে;
২. প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিটি প্যাকেজের জন্য একটি রিভাইজড ওয়ার্কপ্লান (Revised Work Plan) তৈরি করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নিবিড় ভাবে অনুসরণ করা এবং প্রতি মাসে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণ কাজের একটি প্রগ্রেস রিপোর্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
৩. প্রকল্পের শুরু হতেই ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল লোকবল পদায়ন করা হয়নি। ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুরুতেই প্রয়োজনীয় জনবল ও অন্যান্য লজিস্টিক সহায়তা পাওয়া গেলে জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে;
৪. বর্তমানে টাওয়ার স্থাপন কাজে অনেক ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এক্ষেত্রে আলোচনার ভিত্তিতে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে;
৫. দেশীয় সক্ষমতা ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছে বিধায় ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে টার্ন কী কন্ট্রাক্টরের পরিবর্তে ন্যূনতম বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্য এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল সংগ্রহ করে দেশীয় প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান দ্বারা সম্পন্ন করা যেতে পারে;
৬. নির্মিত অবকাঠামোসমূহ ও অন্যান্য উন্নয়নকৃত সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
৭. প্রকল্পের মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের মধ্যে পদ্মা নদীর উপর ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন নির্মাণের ব্যয় উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখিত ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন ব্যয় প্রকল্প ব্যয় অংশে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এ বিষয়টি ব্যয় অংশের ফুটনোটে উল্লেখ করা যেতে পারে;
৮. প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুসৃত হয়েছে। তবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গাইডলাইনে যে বিষয়গুলো অনুল্লিখিত অথচ পিপিআর-২০০৮ এ উল্লেখ আছে তা অনুসরণীয়/প্রতিপালনীয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্যাদি CPTU-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রণয়ন করা হয়নি। তাই ভবিষ্যতে সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইনে অনুল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা যেতে পারে; এবং
৯. প্রকল্পটি সময়মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদ্মা নদীতে নির্মাণাধীন টাওয়ার ফাউন্ডেশন হস্তান্তরসহ সকল জটিলতা নিরসনে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.২ উপসংহার

বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে বেড়ে চলেছে বিদ্যুতের চাহিদা। অন্যদিকে একটি সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক উন্নতির বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য চাই কোয়ালিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যবস্থা। যা হবে মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য এবং একই সাথে মূল্য সাশ্রয়ী। ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালন করা যাবে এবং সঞ্চালন লাইনের সিস্টেম লস বিদ্যমান অন্যান্য ভোল্টেজ লেভেলের তুলনায় অনেক কম হবে। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিটি প্যাকেজের জন্য একটি রিভাইজড ওয়ার্কপ্লান তৈরি করে ঠিকাদার

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নিবিড় ভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রকল্পভুক্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনে পদ্মা নদী ক্রসিং এর জন্য নির্মাণাধীন টাওয়ার ফাউন্ডেশন হস্তান্তর না হওয়ায় প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম সমাপ্তির পথে থাকলেও প্রকল্পের সার্বিক সমাপ্তি বিলম্বিত হচ্ছে। তাই পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে টাওয়ার ফাউন্ডেশন হস্তান্তরের সময়সূচি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পের কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

স্থানীয় কর্মশালা এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

এ প্রকল্পের কাজ ১/৭/১৬ তারিখে শুরু হয় এবং ৩১/১২/২০২০ তারিখ শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মূল ডিপিপি এর ১ম সংশোধনী হওয়ায় প্রকল্প সমাপ্তির সময় ৩১/১২/২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পূর্ব পশ্চিম সঞ্চালন লাইন হিসেবে ঘোড়াশাল-ঈশ্বরদী এবং আশুগঞ্জ-সিরাজগঞ্জ যে দুটি লাইন রয়েছে এ লাইনটি তৃতীয় সঞ্চালন লাইন হিসেবে স্থাপিত হবে যা বাংলাদেশ সরকারের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার যে অঙ্গিকার রয়েছে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে রামপাল ও পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সঞ্চালন করার সুবিধা তৈরি হবে। তাছাড়া সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে জাতীয় গ্রীডের সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি ACCC (Aluminium conductor composite core) ব্যবহার করা হবে।

প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৩৫৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে জিওবি খাত থেকে ৫৩৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং পিজিসিবি এর নিজস্ব খাত থেকে ১৫৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এবং পিএ খাত থেকে ৬৬২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার সংস্থান করা হয়। ১ম সংশোধনীতে এ প্রকল্পের ব্যয় ১১৪৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় ফলে পূর্বের অর্থ দ্বারা ৫৪.১৫% কাজ সম্পন্ন করা যাবে। প্রকল্পের ১০০% কাজ সম্পন্ন করার জন্য ডিপিপির ১ম সংশোধনীতে এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ২৫০৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ৮৯৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা জিওবি থেকে, ৩৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা পিজিসিবি এর নিজস্ব খাত এবং ১২৭০ কোটি ৬৯ লক্ষ কোটি টাকা পিএ খাত হতে সংস্থান করা হয়। ১ম সংশোধনীর ফলে মূল ডিপিপি থেকে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৪.৬৬%। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের মোট ১৮৯১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৯৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা জিওবি, ২৩৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা পিজিসিবি এবং ৮৬২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা পিএ খাত থেকে।

এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ কাজটিকে নিম্নলিখিত ৪টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ৪টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of the Aminbazar-Gopalganj 400 kv Double Circuit Transmission Line on turnkey basis প্যাকেজের জন্য SEPCO1-MIL JV, China- Bangladesh কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ প্যাকেজের মালামাল সংগ্রহকারার জন্য গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয় এর ২৩/১২/১৮ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা হয় এবং ২০/৩/২০২১ তারিখে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এ প্যাকেজে সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ৭৫ কি:মি: এবং টাওয়ারের সংখ্যা ২১৬টি। এ প্যাকেজের কাজ ৬৩.৮০% সমাপ্ত হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানায়। এ প্যাকেজে- ২১৬টি টাওয়ারের মধ্যে ২১১টির (আমিন বাজার-গোপালগঞ্জের সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য- ৭৫ কি:মি:), পাইলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২১৬টির মধ্যে ১৭১টির পাইল ক্যাপ নির্মাণ ও ৭১টির ইরেকশন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ৫১ কি:মি: তাঁর টানানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের কাজ ৩১/১০/২০২১ তারিখে মধ্যে শেষ হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানায়।

Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of the Construction of Padma 400 kv river crossing portion of Aminbazar-Maowa-Mongla 400KV Double Circuit Transmission Line on turnkey basis. এ প্যাকেজটির দায়িত্ব রয়েছেন KEC International Ltd India প্যাকেজটি যদিও এ প্রকল্পের ১টি অংশ কিন্তু নদীর মাঝে ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে পদ্মা ব্রীজ কর্তৃপক্ষ। এ কাজের ডিজাইন অনুমোদন ১০০%। এ প্রকল্পে পদ্মা নদীর মাঝখানে ৭টি টাওয়ার ও পদ্মা নদীর উভয় পাড়ে ২টি করে ৪টি টাওয়ার রয়েছে। নদীর উভয় পাড়ের ৪টি টাওয়ারের ৩টির পাইলিং, ২টির পাইল ক্যাপ সম্পন্ন হয়েছে। টাওয়ার নং ১৫ (মাওয়া প্রান্তে) এর ২০টির মধ্যে ২টি পাইলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং টাওয়ার নং ১৪ এর ৪টি লেগের মধ্যে ৩টি লেগের কাস্টিং হয়েছে। ৪টি টাওয়ারের ১টির ইরেকশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মালামাল আমদানি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের কাজ আগামী ৩১/১২/২০২১ তারিখে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও নদীর মাঝে ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশন হস্তান্তর না করার ফলে তা সম্ভব হবে না বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। তবে কাজের

অগ্রগতির বিষয়ে গত ১৮/১০/২০ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে “পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে নির্মাণাধীন ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের কাজ তাদের প্রস্তাবিত সময় ২০২১ সালের সময়সীমা থেকে আগানোর ব্যাপারে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করবে”।

সরজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় নদীর ভিতরে ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৭টি রিভার ক্রসিং টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের মোট ৩৬টি পাইলের পাইলিং কাজ শেষ হয়েছে। ৩৬টি পাইলের ১৩টির পাইল ক্যাপের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি ২৩টি পাইলের ক্যাপের কাজ, পাইল ক্যাপ তৈরি ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে সেতু কর্তৃপক্ষ আগামী ডিসেম্বর/ ২১ এর মধ্যে ইরেকশনের জন্য এ টাওয়ারের ফাউন্ডেশন পিজিসিবি কে হস্তান্তর করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া পিজিসিবি এ সকল টাওয়ার ফাউন্ডেশন পাওয়ার পর টাওয়ার ইরেকশন এবং স্ট্রিংগিং এর কাজ সম্পন্ন করতে ২০২২ এর জুন পার হয়ে যেতে পারে। কর্ম পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পদ্মা ব্রীজ অথরিটি থেকে টাওয়ার হস্তান্তর করার পর ইরেকশন কাজের জন্য ২৮০ দিন প্রয়োজন এবং স্ট্রিংগিং এর জন্য ৯০ দিন প্রয়োজন হবে। ইরেকশন ও স্ট্রিংগিং এর কাজ যুগপৎ ভাবে করলেও স্ট্রিংগিং ও ইরেকশন শেষ হতে ২৮০ দিন প্রয়োজন হবে, এরপর কমিশনিং এর জন্য আরও ৩০ দিন অর্থাৎ এ প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে এ প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৭৮.৭০%। এ প্যাকেজের নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ধরা হয়েছে ৪৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং মালামাল ও যন্ত্রপাতির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ রয়েছে।

Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of the Gopalganj-Mongla 400kv Double Circuit Transmission Line on turnkey basis. এ প্যাকেজের জন্য কল্লতরু পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিঃ ইন্ডিয়াকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ৯৬.৯৩ কি: মি:। এ প্যাকেজের চুক্তিপত্র অনুমোদন করেন পিজিসিবি এবং অর্থের উৎস ছিল Asian Development Bank এ প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল প্রায় ৫২২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা এবং এ প্যাকেজের নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ধরা হয়েছে ২০০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ২৭/২/১৮ তারিখে টেন্ডার অনুমোদন করা হয় এবং ২৭/১২/১৮ তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তি পত্রের মেয়াদ ছিল ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের টাওয়ারের সংখ্যা ছিল ২৭০টি এবং ডিজাইন অনুমোদিত হয় ১০০%। এ প্যাকেজের ২৭০টি টাওয়ারের মধ্যে ২৬৮টি টাওয়ারের পাইলিং, ২৬৭টি পাইল ক্যাপ এবং ২৫০টি টাওয়ারের ইরেকশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ৯৬.৯৩ কি:মি: দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৫৫ কি:মি: দৈর্ঘ্যের স্ট্রিংগিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মালামাল আমদানি হয়েছে ১০০%। এ প্যাকেজের সমাপ্তি তারিখ হলো ৩০/৯/২০২১। এ প্যাকেজের কাজ ৯০.৮৫% সমাপ্ত হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of amin bazar 400/230 kv Substation on Turnkey Basis. এ প্যাকেজের দায়িত্বে রয়েছেন Hyosung Heavy Industries Corporation, Korea। এ প্যাকেজের ডিজাইন ১০০% অনুমোদনে হয়েছে। এ প্যাকেজের পূর্ত কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। এ প্যাকেজের ইরেকশন এর ইলেকট্রিক্যাল কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। প্রি-কমিশনিং এর কাজ ৯০% সমাপ্ত হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। এ প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ ২৯/৩/২০২১। এ প্যাকেজের মালামাল ও যন্ত্রপাতির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১৩৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা এবং নির্মাণ কাজের জন্য ৩০ কোটি ১ লক্ষ টাকা। গত ২৪/০৪/২০১৭ তারিখে টেন্ডার আবেদন করা হয়, ৩০/০৯/২০১৮ তারিখে টেন্ডারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০/১১/২০২০ পর্যন্ত। এ প্যাকেজের বাউন্ডারি ওয়াল ৩১/১/২০২১, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ২৮/০২/২০২১, ইরেকশন ৩১/১/২০২১ এবং স্থাপনা, টেস্টিং এবং কমিশনিং এর কাজ ৩১/৩/২০২১ তারিখের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্প পরিচালক জানান সব কাজ যথা সময়ে সমাপ্ত হবে। এ প্যাকেজটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য ১৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৪০%।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশ কিছু আর্থ সামাজিক বিষয় উঠে এসেছে:- এ প্রকল্পের আমিন বাজার ৪০০ কেভি সাব-স্টেশনের কাজের জন্য ১৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ এলাকায় পূর্বেও ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১টি সাব-স্টেশন তৈরী করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সাব-স্টেশনটির মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ একর। এ সাব-স্টেশনে শুধু আমিন বাজার মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন সংযুক্ত হবে না, তাছাড়া অন্যান্য সঞ্চালন ও ডিষ্ট্রিবিশন লাইনও সংযুক্ত রয়েছে। এখানে সাব-স্টেশনটি স্থাপিত হওয়ায় ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা শহরের চারিদিকে যেভাবে আরবান এলাকার বিস্তৃতি ঘটছে ও শিল্পাঞ্চল তৈরী হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এ সাব-স্টেশন থেকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

যদিও আমিন বাজার সাব-স্টেশনের জন্য ১৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৪১৬টি টাওয়ারের জন্য কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। তবে বিদ্যুৎ আইন -২০১৮ এর ১২ (০১) এর বিধান অনুযায়ী জমির মালিককে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ আইনের বিধিমালা ২০২০ এর ১০ (০১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণকালে ফসল, গাছপালা, জমি বা অবকাঠামোর যতদুর সম্ভব কম ক্ষতি, অনিষ্ট এবং অসুবিধার সৃষ্টি করবে এবং তা দ্বারা কোন ক্ষতি অনিষ্ট বা অসুবিধার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। এ আইনে ক্ষতিপূরণ বাজার মূল্যে প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অবকাঠামো ক্ষতির জন্য গণপূর্ত বিভাগ, ফসলের ক্ষতির জন্য কৃষিবিভাগ এবং গাছপালা ক্ষতির জন্য বনবিভাগের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে এ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। অন্যদিকে সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য Acquisition and Requisition of Immovable property ordinance, ১৯৮২ মোতাবেক এ ধরনের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজার মূল্য এবং অবস্থা বিবেচনা করে ৫০% অধিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারেন। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আয়ের কোন ক্ষতি হলে তারও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। টাওয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জমির নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত না থাকায় জমির মালিকগণ তাদের স্থানীয় প্রভাবের উপর ভিত্তি করে কোথাও লাভবান হয়েছে আবার কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যেখানে জমির মালিকের প্রভাব লক্ষ্যকরা যায় যেখানে ১টি টাওয়ারের জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আদায় করেছেন আবার কোথাও জমির মালিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। যদিও টাওয়ার বসানোর ক্ষেত্রে কৃষি জমিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয় কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বসতবাড়ী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উপর দিয়েও সঞ্চালন লাইন টানা হয়েছে। এখানে ১টি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, সঞ্চালন লাইনের নীচের জমি কখনো ক্ষতিপূরণ পায় না এবং জমির মালিক উক্ত লাইনের নীচে কখনো স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারে না। এতে সম্পূর্ণ লাইনের কোন কোন জায়গায় জনগনের ক্ষোভ রয়েছে। এ ধরনের প্রকল্পে জমির কেনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না শুধু ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়া যায়। ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কৃষি ও বন বিভাগের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা আছে। এরকম স্থাপিত ৭০% টাওয়ারের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে লাইনের নীচের জমির মালিক শুধুমাত্র কৃষিকাজে জমি ব্যবহার করতে পারবে অর্থাৎ জমির ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং জমির প্রাকৃতিক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হবে।

প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকার তেমন না পেলেও পরোক্ষভাবে এ প্রকল্প হতে সুবিধা পাবে। যে জমির উপর দিয়ে লাইন চলে গেছে তার ফসলের ক্ষতিপূরণ পাবে জমির মালিক তবে তা যথার্থ নয় বলে জানা যায়। অন্যদিকে যে জমির উপর দিয়ে লাইন চলে গেছে সেখানে কোন স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে দেখা যায় দেশের উন্নয়নের ফলে অনেকে কৃষি জমিতে সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করে তা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে-ব্যবহার করছে কিন্তু এক্ষেত্রে জমির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ এ জমিতে কৃষি কাজ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা, তবে এ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের ফলে বিভিন্ন এলাকায় শিল্প স্থাপন ও কৃষিকাজ সহজতর হবে। গ্রাম এলাকার ঘরেঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সহজতর হবে যার মাধ্যমে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে, কৃষক তাঁর উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজেই বিক্রি করতে পারবে।

সাব-স্টেশনের নির্মাণ ও টাওয়ার স্থাপনে অনেক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক কাজ করছে, যারা তাদের শ্রম ও মেধার বিনিময়ে আর্থিক ভাবে উপকৃত হচ্ছে। সকল উন্নয়ন কাজেই এলাকার জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হয়। মালামাল, খাদ্যদ্রব্য ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে তারা আর্থিক ভাবে উপকৃত হবে এবং সামাজিকভাবে

তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে। এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% শ্রমিক মজুরী হিসেবে ব্যয় হয়ে থাকে। এতে শ্রমজীবী মানুষের জীবন ধারণসহ জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

মাওয়া প্রান্তে ১৪ নম্বর টাওয়ার পরিদর্শন কালে দেখা যায় টাওয়ারের পাইলিং এর কাজে প্রায় ১২০ জন শ্রমিক কাজ করছে তারা এ কাজ প্রায় ৩০ দিন করবে তাছাড়া পাইল ক্যাপ নির্মাণ, ইরেকশন ও স্ট্রিংগিং এর জন্য আরও শতশত শ্রমিক মাসের পর মাস কাজ করছে। এ প্রকল্পের টাওয়ার স্থাপনের কাজে হাজার হাজার শ্রমিক তাদের শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে। এভাবে কাজ করতে করতে অদক্ষ শ্রমিকরাও দক্ষ হয়ে উঠছে। শ্রমিকদের আয়ের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ায় তাদের জীবন মান ধীরে ধীরে উন্নত হবে এবং সামাজিকভাবে এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। উল্লেখ্য নির্মাণ কাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিক বাংলাদেশী।

এ প্রকল্পে বিশেষ ভাবে যে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হলো পদ্মা নদীর এপাড় ওপাড় সংযোগে যে ৭টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে তাতে যে পরিমাণ মালামাল (রড, সিমেন্ট) ব্যবহার করা হবে তাতে পদ্মা নদীর প্রবাহে যে ব্যঘাত ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পদ্মা নদী প্রাকৃতিক ভাবে যে নিজস্ব গতিতে চলতো ৭টি টাওয়ারের বসানোর ফলে পানির চলাচলের গতি কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং নদীতে যে সকল প্রাণীকূল বিশেষ করে মাছ বসবাস করত: তাদের চলাচল ও জীবনধারণে বাঁধার সৃষ্টি হবে। নদীর স্বাভাবিক গতি বাঁধাগ্রস্ত হলে নদীতে চর পড়ে এবং ভবিষ্যতে নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে। খরস্রোতা পদ্মা নদী নিয়ে আমাদের যে গর্ব তা কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তবে এ ক্ষেত্রে নদীখনন, নদীশাসন ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর নজর দেয়া হলে এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া অনেকটা সম্ভব হবে।



পরামর্শক টিমের সাথে প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকৌশলী ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মতবিনিময়

Final Acceptance Test Report Index

1. Introduction
2. Test Equipment
3. 400 kv Diameter-1 Control Panel
4. Functional Test
5. Cubicle Fabrication
6. Terminal Block
7. Wiring
8. Earthing
9. IED, SEL-451(BCU-A)
10. IED, PU-1C(SEL-401)
11. IED, PU-2C(MICOM P743)
12. 400 kV Gopalgong -1 Relay Panel
13. Functional Test
14. Cubicle Fabrication
15. Terminal Block
16. Wiring
17. Earthing
18. IED, 21-M1 (SEL-421)
19. IED, 21-M2 (GE D60)
20. IED, PU-1A (SEL-401)
21. IED, PU-2A (MICOM P743)
22. 400 kV Meghnaghat Line-1 Relay Panel
23. Functional Test
24. Cubicle Fabrication
25. Terminal Block
26. Wiring
27. Earthing
28. IED, 21-M1 (SEL-411L)
29. IED, 21-M2 (GE D60)
30. IED, PU-1A (SEL-401)
31. IED, PU-2A (MICOM P743)
32. 400/230 Kv Auto Transformer-1(Relay Panel)
33. Functional Test
34. Cubicle Fabrication
35. Terminal Block
36. Wiring
37. Earthing
38. IED, 87T-M1(SEL-487E)
39. IED, 87T-M2(GE T60)
40. IED 87N (SEL-751)
41. IED, 50/51 RYBN-HV-HV (SEL-751)
42. IED, 50/51/67 RYBN-HV (SEL-751)
43. IED, PU-1B (SEL-401)
44. IED, PU-2A (MICOMP743)
45. 230 Kv Auto Transformer-1 (Control Panel)
46. Functional Test

47. Cubicle Fabrication
48. Terminal Block
49. Wiring
50. Earthing
51. IED, SEL-451 (BCU-A)
52. 230 Kv Auto Transformer-1 (Control Panel)
53. Functional Test
54. Cubicle Fabrication
55. Terminal Block
56. Wiring
57. Earthing
58. IED, 50/51/67 RYBN-MV (SEL-700G)
59. 400 Kv Tariff Meter Panel SPR-1
60. Functional Test
61. Cubicle Fabrication
62. Terminal Block
63. Wiring
64. Earthing
65. IED, SEL-735
66. Common Alarm Panel
67. Functional Test
68. Cubicle Fabrication
69. Terminal Block
70. Wiring
71. Earthing
72. Alarm Unit (SEL-2523)
73. 400 Kv Bus Bar Main Panel
74. Functional Test
75. Cubicle Fabrication
76. Terminal Block
77. Wiring
78. Earthing
79. IED, 87B1 (SEL-487B)
80. 400 Kv Bus Bar Redundant Panel
81. Functional Test
82. Cubicle Fabrication
83. Terminal Block
84. Wiring
85. Earthing
86. IED, 87B2 (MICOM-P741)
87. 33Kv Feeder TO AUX. TR Control Panel-1
88. Functional Test
89. Cubicle Fabrication
90. Terminal Block
91. Wiring
92. Earthing
93. IED, 87N (SEL-751)
94. IED, 50/51N (SEL-751)
95. SIGN OFF

Individual Tower wise Construction Status Details

EPC Contractor Name: M/s Kalpataru Power Transmission Limited

Date of Contract Signing: 27/12/2018

End Date of Contract: 30/0/2021

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Tower Erection	Stringing
1	TT-1	4DT60+9	100%	100%	100%	
2	1/0	4D45+0	100%	100%	100%	100%
3	1/1	4DL+6	100%	100%	100%	100%
4	1/2	4DL+9	100%	100%	100%	100%
5	1/3	4DL+6	100%	100%	100%	100%
6	1/4	4DL+9	100%	100%	100%	100%
7	1/5	PGCB	100%	100%	100%	100%
8	1/6	4DL+6	100%	100%	100%	100%
9	1A/0	4D25+3	100%	100%	100%	100%
10	1A/1	4DL+3	100%	100%	100%	100%
11	1A/2	4DL+3	100%	100%	100%	100%
12	1A/3	4DL+3	100%	100%	100%	100%
13	1A/4	4DL+3	100%	100%	100%	100%
14	2/0	4D45+0	100%	100%	100%	100%
15	2/1	4DL+0	100%	100%	100%	100%
16	2/2	4DL+0	100%	100%	100%	100%
17	2/3	4DL+6	100%	100%	100%	100%
18	2/4	4DL+0	100%	100%	100%	100%
19	2/5	4DL+0	100%	100%	100%	100%
20	3/0	4D25+0	100%	100%	100%	100%
21	3/1	4DL+6	100%	100%	100%	
22	3/2	4DL+3	100%	100%	100%	
23	3/3	4DL+3	100%	100%	100%	
24	3/4	4DL+6	100%	100%	100%	
25	3/5	4DL+6	100%	100%	100%	
26	4/0	4D45+0	100%	100%	100%	
27	4/1	4DL+9	100%	100%	100%	
28	4/2	4DL+9	100%	100%	100%	
29	4/3	4DL+6	100%	100%	100%	
30	4/4	4DL+3	100%	100%	100%	
31	4/5	4DL+9	100%	100%	100%	
32	4/6	4DL+9	100%	100%	100%	
33	4/7	4DL+0	100%	100%	100%	
34	4/8	4DL+3	100%	100%	100%	
35	4/9	4DL+0	100%	100%	100%	
36	4/10	4DL+0	100%	100%	100%	
37	4/11	4DL+0	100%	100%	100%	
38	4/12	4DL+0	100%	100%	100%	
39	4/13	4DL+0	100%	100%	100%	
40	4A/0	4D45+6	100%	100%	100%	
41	4A/1	4DL+9	100%	100%	100%	
42	5/0	4DT60+9	100%	100%		
43	5/1	4DL+9	100%	100%	100%	
44	5/2	4DL+9	100%	100%	100%	
45	6/0	4DT60+3	100%	100%	100%	
46	6/1	4DL+9	100%	100%	100%	

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Tower Erection	Stringing
47	6A/0	4D45+9	100%	100%	100%	
48	6A/1	4D25+9	100%	100%	100%	100%
49	6A/2	4DL+0	100%	100%	100%	100%
50	6A/3	4DL+9	100%	100%	100%	100%
51	6A/4	4DL+3	100%	100%	100%	100%
52	6A/5	4DL+3	100%	100%	100%	100%
53	7/0	4D25+6	100%	100%	100%	100%
54	7/1	4DL+0	100%	100%	100%	100%
55	7/2	4DL+3	100%	100%	100%	100%
56	8/0	4D45+9	100%	100%	100%	100%
57	8/1	4D1+12	100%	100%	100%	
58	8/2	4D1+15	17/32	Not		
59	8/3	4DL+9	100%	100%		
60	9/0	4D45+9	100%	100%	100%	
61	9/1	4D1+12	100%	Excavation Under progress		
62	9/2	4D1+20	100%	100%	100%	
63	9/3	4D1+20	100%	100%	100%	
64	9/4	4DL+6	100%	100%	100%	
65	10/0	4D45+0	100%	100%	100%	
66	10/1	4DL+9	100%	100%	100%	100%
67	10/2	4DL+0	100%	100%	100%	100%
68	10/3	4DL+3	100%	100%	100%	100%
69	11/0	4D45+0	100%	100%	100%	100%
70	11/1	4DL+0	100%	100%	100%	100%
71	12/0	4DT60+9	100%	100%	100%	100%
72	12/1	4D1+15	100%	100%	100%	
73	12/2	4DL+0	100%	100%	100%	
74	13/0	4D45+0	100%	100%	100%	
75	13/1	4DL+0	100%	100%	100%	
76	13/2	4DL+0	100%	100%	100%	
77	13A/0	4D45+0	100%	100%	100%	
78	13A/1	4DL+0	100%	100%	100%	100%
79	13B/0	4D25+9	100%	100%	100%	100%
80	13C/0	4D25+9	100%	100%	100%	100%
81	13D/0	4D25+0	100%	100%	100%	100%
82	13D/1	4DL+0	100%	100%	100%	100%
83	13D/2	4DL+3	100%	100%	100%	100%
84	13E/0	4D25+0	100%	100%	100%	100%
85	13E/1	4DL+0	100%	100%	100%	
86	13E/2	4DL+0	100%	100%	100%	
87	13F/0	4DT60+0	100%	100%	100%	
88	13F/1	4DL+3	100%	100%	100%	
89	13F/2	4DL+3	100%	100%		
90	14/0	4D25+6	100%	100%	100%	
91	14/1	4DL+9	100%	100%		
92	14/2	4DL+9	100%	100%	100%	
93	14/3	4DL+9	100%	100%	100%	
94	14/4	4D1+20	100%	100%		
95	14/5	4D1+20	100%	100%	100%	
96	15/0	4D45+0	100%	100%	100%	
97	15/1	4DL+3	100%	100%	100%	
98	15/2	4DL+0	100%	100%	100%	
99	15/3	4DL+3	100%	100%	100%	
100	16/0	4D45+0	100%	100%	100%	
101	16/1	4DL+6	100%	100%	100%	
102	16/2	4DL+3	100%	100%	100%	

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Tower Erection	Stringing
103	16/3	4DL+3	100%	100%	100%	
104	16/4	4DL+9	100%	100%	100%	
105	17/0	4D25+6	100%	100%	100%	
106	17/1	4D1+12	100%	100%	100%	
107	17/2	4D1+12	100%	100%	100%	
108	17/3	4DL+9	100%	100%		
109	17/4	4D1+12	100%	100%	100%	
110	17/5	4DL+9	100%	100%		
111	17/6	4DL+9	100%	100%		
112	17/7	4D1+12	16/32	Not		
113	18/0	4D25+9	100%	100%	100%	
114	18/1	4DL+9	100%	100%	100%	
115	18/2	4DL+9	100%	100%	100%	
116	18/3	4DL+9	100%	100%	100%	
117	18/4	4D1+15	100%	100%		
118	18/5	4DL+9	100%	100%	100%	
119	18/6	4D1+12	100%	100%	100%	
120	18/7	4DL+9	100%	100%	100%	
121	18/8	4DL+6	100%	100%	100%	
122	18/9	4D1+15	100%	100%	100%	
123	18/10	4D1+20	100%	100%	100%	
124	19/0	4D25+9	100%	100%	100%	
125	19/1	4D1+12	100%	100%	100%	
126	19/2	4D1+12	100%	100%	100%	
127	19/3	4DL+9	100%	100%	100%	
128	19/4	4D1+12	100%	100%	100%	
129	19/5	4DL+9	100%	100%	100%	
130	19/6	4DL+9	100%	100%	100%	
131	19/7	4D1+12	100%	100%	100%	
132	19/8	4D1+12	100%	100%	100%	
133	19/9	4DL+9	100%	100%	100%	
134	19/10	4D1+20	100%	100%	100%	
135	20/0	4D25+9	100%	100%	100%	
136	20/1	4DL+9	100%	100%	100%	
137	20/2	4DL+9	100%	100%	100%	
138	20/3	4DL+9	100%	100%	100%	
139	21/0	4D45+9	100%	100%	100%	
140	21/1	4DL+9	100%	100%	100%	
141	22/0	4D45+9	100%	100%	100%	
142	22A/0	4D1+40	100%	100%	100%	
143	22B/0	4D1+30	100%	100%	100%	
144	23/0	4DT60+9	100%	100%	100%	
145	24/0	4D25+0	100%	100%	100%	100%
146	24/1	4DL+9	100%	100%	100%	100%
147	24/2	4DL+9	100%	100%	100%	100%
148	24/3	4DL+0	100%	100%	100%	100%
149	24/4	4DL+9	100%	100%	100%	100%
150	24/5	4DL+3	100%	100%	100%	100%
151	25/0	4D25+9	100%	100%	100%	100%
152	25/1	4DL+9	100%	100%	100%	100%
153	25/2	4D1+12	100%	100%	100%	100%
154	25/3	4D1+40	100%	100%	100%	100%
155	25/4	4D1+40	100%	100%	100%	100%
156	25/5	4DL+9	100%	100%	100%	100%
157	25/6	4DL+9	100%	100%	100%	100%
158	25/7	4DL+9	100%	100%	100%	100%
159	25/8	4D1+15	100%	100%	100%	100%

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Tower Erection	Stringing
160	26/0	4D45+9	100%	100%	100%	100%
161	26/1	4DL+9	100%	100%	100%	100%
162	26/2	4DL+9	100%	100%	100%	100%
163	26/3	4DL+9	100%	100%	100%	100%
164	26/4	4DL+9	100%	100%	100%	100%
165	26/5	4DL+3	100%	100%	100%	100%
166	26/6	4DL+9	100%	100%	100%	100%
167	26/7	4DL+0	100%	100%	100%	100%
168	26/8	4DL+3	100%	100%	100%	100%
169	26/9	4DL+9	100%	100%	100%	100%
170	26/10	4DL+9	100%	100%	100%	100%
171	26/11	4DL+6	100%	100%	100%	100%
172	26/12	4DL+9	100%	100%	100%	100%
173	27/0	4D25+0	100%	100%	100%	100%
174	27/1	4DL+9	100%	100%	100%	100%
175	27/2	4DL+9	100%	100%	100%	100%
176	27/3	4DL+9	100%	100%	100%	100%
177	27/4	4DL+9	100%	100%	100%	100%
178	27/5	4DL+9	100%	100%	100%	100%
179	28/0	4D45+6	100%	100%	100%	100%
180	28/1	4DL+9	100%	100%	100%	
181	28/2	4DL+0	100%	100%	100%	
182	28/3	4DL+0	100%	100%	100%	
183	29/0	4D25+9	100%	100%	100%	
184	29/1	4D1+12	100%	100%	100%	
185	29/2	4DL+9	100%	100%		
186	29/3	4DL+9	100%	100%	100%	
187	29/4	4DL+9	100%	100%	100%	
188	29/5	4DL+9	100%	100%	100%	
189	29/6	4DL+9	100%	100%		
190	29/7	4D1+12	100%	100%	100%	
191	30/0	4DT60+9	100%	100%	100%	
192	30/1	4DL+3	100%	100%	100%	100%
193	30/2	4DL+6	100%	100%	100%	100%
194	30/3	4DL+9	100%	100%	100%	100%
195	30/4	4DL+3	100%	100%	100%	100%
196	30/5	4DL+6	100%	100%	100%	100%
197	31/0	4D25+3	100%	100%	100%	100%
198	31/1	4D1+12	100%	100%	100%	100%
199	31/2	4D1+12	100%	100%	100%	100%
200	31/3	4DL+9	100%	100%	100%	100%
201	31/4	4DL+9	100%	100%	100%	100%
202	31/5	4DL+9	100%	100%	100%	100%
203	31/6	4DL+9	100%	100%	100%	100%
204	31/7	4DL+9	100%	100%	100%	100%
205	32/0	4D25+6	100%	100%	100%	100%
206	32/1	4DL+9	100%	100%	100%	100%
207	32/2	4DL+9	100%	100%	100%	100%
208	32/3	4DL+6	100%	100%	100%	100%
209	33/0	4D25+0	100%	100%	100%	100%
210	33/1	4DL+3	100%	100%	100%	100%
211	33/2	4DL+0	100%	100%	100%	100%
212	33/3	4DL+0	100%	100%	100%	100%
213	33/4	4DL+0	100%	100%	100%	100%
214	33/5	4DL+3	100%	100%	100%	100%
215	33/6	4DL+6	100%	100%	100%	100%
216	33/7	4D1+15	100%	100%	100%	100%

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Tower Erection	Stringing
217	34/0	4D25+9	100%	100%	100%	100%
218	34/1	4DL+9	100%	100%	100%	100%
219	34/2	4DL+9	100%	100%	100%	100%
220	34/3	4DL+9	100%	100%	100%	100%
221	34/4	4DL+9	100%	100%	100%	100%
222	34/5	4D1+20	100%	100%	100%	100%
223	35/0	4D25+9	100%	100%	100%	100%
224	35/1	4DL+9	100%	100%	100%	
225	35/2	4DL+9	100%	100%	100%	
226	35/3	4DL+6	100%	100%	100%	
227	35/4	4DL+9	100%	100%	100%	
228	35/5	4DL+6	100%	100%	100%	
229	35/6	4DL+6	100%	100%		
230	35/7	4DL+3	100%	100%	100%	
231	35/8	4D1+20	100%	100%	100%	
232	36/0	4D25+9	100%	100%	100%	
233	36/1	4DL+6	100%	100%	100%	
234	36/2	4DL+6	100%	100%	100%	
235	36/3	4DL+6	100%	100%	100%	
236	36/4	4D1+25	100%	100%	100%	
237	36/5	4D1+25	100%	100%	100%	
238	36/6	4DL+0	100%	100%	100%	
239	37/0	4D25+0	100%	100%	100%	
240	37/1	4DL+0	100%	100%	100%	
241	37/2	4DL+0	100%	100%	100%	
242	37/3	4DL+3	100%	100%	100%	
243	37/4	4DL+6	100%	100%	100%	
244	37/5	4DL+9	100%	100%	100%	
245	38/0	4D45+9	100%	100%	100%	
246	38/1	4D1+20	100%	100%	100%	
247	39/0	4D25+0	100%	100%	100%	
248	39/1	4DL+9	100%	100%	100%	
249	39/2	4DL+0	100%	100%	100%	
250	40/0	4D45+9	100%	100%	100%	
251	40/1	4DL+9	100%	100%	100%	
252	40/2	4DL+6	100%	100%	100%	
253	40/3	4DL+9	100%	100%	100%	
254	40/4	4DL+9	100%	100%	100%	
255	40/5	4DL+0	100%	100%	100%	
256	41/0	4D45+6	100%	100%	100%	
257	41/1	4DL+9	100%	100%	100%	
258	41/2	4DL+9	100%	100%	100%	
259	42/0	4DT60+9	100%	100%	100%	
260	42/1	4D1+20	100%	100%	100%	
261	42/2	4D1+20	100%	100%	100%	
262	43/0	4D45+0	100%	100%		
263	43/1	4DL+6	100%	100%		
264	43/2	4DL+9	100%	100%	100%	
265	43/3	4DL+9	100%	100%		
266	44/0	4D25+9	100%	100%	100%	
267	44/1	4D1+20	100%	100%	100%	
268	45/0	4D25+9	100%	100%	100%	
269	TT-2	4DT60+9	100%	100%		
270	TT-3	4DT60+9	100%	100%		

EPC Contractor Name: SEPCO1-MIL JV

Date of Contract Signing: 23/12/2018

End of Contract: 31/10/2021

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Erection	Stringing
1	TT1	4DT6 Ext. 9	100%	100%		
2	T38	4D25 Ext. 9	100%	100%		
3	T38/1	4D1 Ext. 30	100%	100%		
4	T38/2	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
5	T38/3	4DL Ext. 4.5	100%	100%	100%	100%
6	T38/4	4DL Ext. 4.5	100%	100%	100%	100%
7	T38/5	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	100%
8	T39	4D25 Ext. 3	100%	100%		
9	T39/1	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	100%
10	T39/2	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	100%
11	T39/3	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	100%
12	T39/4	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	100%
13	T39/5	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
14	T39/6	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
15	T40	4D25 Ext. STD	100%	100%		
16	T40/1	4DL Ext. 4.5	100%	100%	100%	100%
17	T40/2	4DL Ext. 4.5	100%	100%	100%	100%
18	T40/3	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
19	T40/4	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	100%
20	T40/5	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	100%
21	T40/6	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	100%
22	T40/7	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
23	T40A	4D25 Ext. 9	100%	100%		
24	T40A/1	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
25	T40A/2	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
26	T40A/3	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
27	T41	4D25 Ext. 3	100%	100%		
28	T41/1	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
29	T41/2	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
30	T41/3	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
31	T41A	4D25 Ext. 6	100%	100%		
32	T41A/1	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
33	T41A/2	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
34	T42	4D25 Ext. 6	100%	100%		
35	T42/1	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	100%
36	T42/2	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
37	T43	4D25 Ext. 6	100%	100%		
38	T43/1	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	100%
39	T43A	4D45 Ext. 9	100%	100%	100%	100%
40	T44	4D25 Ext. 9	100%			
41	T44/1	4D1 Ext. 30	100%	95%		
42	T44/2	4D1 Ext. 40	100%	100%		
43	T44/3	4D1 Ext. 9	100%	92%		
44	T44A	4D25 Ext. 3	100%	100%		
45	T44A/1	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	
46	T44A/2	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	
47	T45	4D25 Ext. 3	100%	100%		
48	T45/1	4DL Ext. 4.5	100%	100%	100%	100%
49	T45/2	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	
50	T45A	4D45 Ext. 3	100%	100%	100%	100%
51	T45A/1	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	100%
52	T45A/2	4DL Ext. 9	100%	100%	20%	
53	T45B	4D25 Ext. 9	100%	100%		
54	T45B/1	4DL Ext. 9	100%	100%		

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Erection	Stringing
55	T46	4DT6 Ext. STD	100%	100%		
56	T46/1	4DL Ext. STD	100%	100%		
57	T46/2	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
58	T46A	4D45 Ext. STD	100%	100%	100%	100%
59	T46A/1	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	100%
60	T46A/2	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
61	T46A/3	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
62	T47	4D25 Ext. STD	100%	100%		
63	T47/1	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
64	T47A	4DT6 Ext. 3	100%	100%		
65	T47A/1	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
66	T47A/2	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
67	T47A/3	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
68	T47B	4D25 Ext. 9	100%	100%		
69	T47B/1	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	100%
70	T47B/2	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	100%
71	T47B/3	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	100%
72	T48	4D25 Ext. STD	100%	100%		
73	T48/1	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	100%
74	T48/2	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
75	T48A	4D45 Ext. STD	100%	100%	100%	100%
76	T48B	4D25 Ext. 1.5	100%	100%		
77	T48B/1	4DL Ext. 4.5	100%	100%	100%	100%
78	T48C	4D25 Ext. 3	100%	100%		
79	T48C/1	4DL Ext. 4.5	100%	100%	100%	100%
80	T48C/2	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	100%
81	T49	4D45 Ext. STD	100%	100%	100%	100%
82	T49/1	4DL Ext. STD	100%	100%		
83	T49/2	4DL Ext. STD	100%	100%		
84	T49A	4D25 Ext. 4.5	100%	100%		
85	T49B	4D45 Ext. 6	100%	100%	100%	100%
86	T50	4D25 Ext. STD	100%	100%		
87	T50A	4D25 Ext. STD	100%	100%		
88	T50A/1	4DL Ext. 3	100%	100%	100%	
89	T50A/2	4DL Ext. 3	100%	100%		
90	T50A/3	4DL Ext. 3	100%	100%		
91	T50B	4D25 Ext. 1.5	100%	100%		
92	T50B/1	4DL Ext. STD	100%	100%		
93	T51	4D25 Ext. 9	100%	100%		
94	T51/1	4D1 Ext. 12	100%	100%		
95	T54	4DT6 Ext. 9	100%	100%		
96	T55	4DT6 Ext. STD	100%	100%		
97	T55/1	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	
98	T55/2	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	
99	T56	4D45 Ext. 1.5	100%	100%	100%	
100	T56/1	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	
101	T56/2	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	
102	T56/3	4DL Ext. 9	100%	100%		
103	T57	4D25 Ext. 6	100%	100%		
104	T57/1	4DL Ext. STD	100%			
105	T57/2	4DL Ext. 3	100%			
106	T57/3	4DL Ext. 3	100%	35%		
107	T57/4	4DL Ext. 1.5	100%	30%		
108	T58	4D25 Ext. STD	100%	100%		
109	T58/1	4DL Ext. STD	100%	100%		
110	T58/2	4DL Ext. 6	100%	100%		
111	T58/3	4DL Ext. 4.5	100%	100%		

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Erection	Stringing
112	T58/4	4DL Ext. 4.5	100%	85%		
113	T58/5	4DL Ext. 1.5	100%	100%		
114	T58/6	4DL Ext. 6	100%	100%		
115	T59	4D45 Ext. 3	100%	100%	100%	
116	T59/1	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
117	T59/2	4DL Ext. 3	100%	100%		
118	T59/3	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	
119	T59/4	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
120	T59/5	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	
121	T60	4D45 Ext. STD	100%	80%		
122	T60/1	4DL Ext. 1.5	100%	100%		
123	T60/2	4D1 Ext. 30	100%	100%		
124	T60/3	4D1 Ext. 30	100%	100%		
125	T60/4	4DL Ext. 1.5	100%	100%	100%	
126	T61	4D25 Ext. 4.5	100%	100%		
127	T61/1	4DL Ext. STD	100%	100%		
128	T61/2	4DL Ext. STD	100%	100%		
129	T61/3	4D25 Ext. STD	100%	35%		
130	T61/4	4D1 Ext. 25	100%			
131	T61/5	4D1 Ext. 25	100%	35%		
132	T62	4D25 Ext. 3	100%	92%		
133	T62/1	4DL Ext. STD	100%			
134	T62/2	4DL Ext. STD	70%			
135	T62/3	4DL Ext. STD	100%			
136	T62/4	4DL Ext. 4.5	100%	85%		
137	T62/5	4DL Ext. 6	25%			
138	T62/6	4DL Ext. 4.5	100%			
139	T62/7	4DL Ext. 4.5	100%			
140	T62/8	4DL Ext. 4.5	100%			
141	T62/9	4DL Ext. 1.5	100%			
142	T63	4D45 Ext. STD	100%	80%		
143	T63/1	4DL Ext. 3	100%	99%		
144	T63/2	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
145	T63/3	4DL Ext. 6	13%			
146	T63/4	4DL Ext. 6	100%	100%		
147	T63/5	4DL Ext. 6	100%	100%		
148	T63/6	4DL Ext. 6	100%	100%		
149	T64	4D25 Ext. 1.5	100%	60%		
150	T64/1	4DL Ext. 9	100%	100%		
151	T64/2	4DL Ext. STD	100%	100%		
152	T64/3	4DL Ext. STD	100%	100%		
153	T65	4D25 Ext. STD	100%	40%		
154	T65/1	4DL Ext. 1.5	100%	100%		
155	T65/2	4DL Ext. 3	100%	100%		
156	T65/3	4DL Ext. 3	100%	60%		
157	T66	4D45 Ext. 9	100%	85%		
158	T66/1	4DL Ext. 9	100%	98%		
159	T66/2	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
160	T66/3	4DL Ext. 9	100%	100%		
161	T66/4	4DL Ext. 9	100%	100%		
162	T67	4D25 Ext. 9	100%	100%		
163	T67/1	4D1 Ext. 30	35%			
164	T67/2	4D1 Ext. 15	100%	85%		
165	T67/3	4DL Ext. 9	100%	40%		
166	T67/4	4DL Ext. 6	100%	100%		
167	T67/5	4DL Ext. 6	100%	100%		
168	T67/6	4DL Ext. 6	100%	100%		

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Erection	Stringing
169	T67/7	4DL Ext. 6	100%	100%		
170	T67/8	4DL Ext. 9	100%	100%		
171	T67/9	4DL Ext. 6	100%	100%		
172	T67/10	4DL Ext. 6	100%	100%		
173	T68	4D25 Ext. STD	100%	100%		
174	T68/1	4D1 Ext. 15	100%	100%		
175	T68/2	4D1 Ext. 15	100%	82%		
176	T68/3	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
177	T69	4D25 Ext. STD	100%	100%		
178	T69/1	4DL Ext. 6	100%	100%		
179	T70	4DT6 Ext. STD	100%	96%		
180	T70/1	4DL Ext. STD	100%	100%		
181	T70/2	4DL Ext. 6	100%	100%	100%	
182	T70/3	4DL Ext. 4.5	100%	100%	100%	
183	T70/4	4DL Ext. 1.5	100%	100%	100%	
184	T71	4D45 Ext. 9	100%	100%	100%	
185	T71/1	4D1 Ext. 40	100%	100%		
186	T71/2	4D1 Ext. 25	100%	100%		
187	T71/3	4DL Ext. 9	100%	100%		
188	T72	4D45 Ext. 4.5	100%	100%	100%	
189	T72/1	4DL Ext. 9	100%	100%	20%	
190	T73	4D25 Ext. 3	100%	100%		
191	T73/1	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
192	T74	4D45 Ext. STD	100%	100%		
193	T74/1	4DL Ext. 4.5	100%	92%		
194	T74/2	4DL Ext. 4.5	100%	80%		
195	T74/3	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
196	T74/4	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
197	T74/5	4DL Ext. 6	100%	100%		
198	T74/6	4DL Ext. 4.5	100%	100%		
199	T74/7	4DL Ext. 9	100%	100%	100%	
200	T75	4D25 Ext. 6	100%	100%		
201	T75/1	4DL Ext. STD	100%	100%	100%	
202	T75/2	4DL Ext. STD	100%	100%		
203	T76	4D25 Ext. 4.5	100%	100%		
204	T76/1	4D1 Ext. 25	100%	100%		
205	T77	4D45 Ext. 9	100%	100%		
206	T77/1	4DL Ext. 9	100%	85%		
207	T77/2	4DL Ext. 9	100%	35%		
208	T77A	4DT6 Ext. 9	100%	60%		
209	T77A/1	4D1 Ext. 15	100%	100%		
210	T77B	4D45 Ext. 9	100%	100%		
211	T78	4DT6 Ext. 9	100%	85%		
212	T78/1	4D1 Ext. 30	100%	85%		
213	T79	4DT6 Ext. 9				
214	TT2	4DT6 Ext. 9	100%	100%		
215	T142	4D25 Ext. 4.5				
216	T143	4DT6 Ext. 9	100%	60%		

EPC Contractor Name: KEC INTERNATIONAL LTD.

Date of Contract Signing: 12.06.2018

End Date of Contract: 31.12.2021

Tower No	Tower Location	Tower Category	Piling	Pile Cap	Tower Erection	Stringing
T-5	Majhirghat	4DAX	100%	100%	100%	
T-6	Majhirghat	4DR	100%	100%	100%	
T-7	Padma River	4DR	Foundation work under Bridge Authority of Bangladesh		Erection work unable to start as towers are not handed over to KEC due to delay in Foundation work	
T-8	Padma River	4DR				
T-9	Padma River	4DR				
T-10	Padma River	4DR				
T-11	Padma River	4DR				
T-12	Padma River	4DR				
T-13	Padma River	4DR				
T-14	Mawaghat	4DR	100%	100%	-	
T-15	Mawaghat	4DAX	100%	-	-	

‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Draft Report এর ওপর অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও তার বাস্তবায়ন

সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
<p>১.১ প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপের শেষের অনুচ্ছেদ বিন্যাস করে দুটি অনুচ্ছেদ করতে হবে;</p> <p>১.২ “... বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিদ্যুতের সিংহভাগ ঢাকায়...” এর পরিবর্তে ঢাকায় সুনির্দিষ্ট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে;</p> <p>১.৩ “রিভার ক্রসিং কাজের অগ্রগতি খুবই কম”। এর পরিবর্তে “রিভার ক্রসিং কাজের অগ্রগতি তুলনামূলক কম” লিখতে হবে;</p> <p>১.৪ ACSR এবং ACCC এর মধ্যে তুলনাটি এ দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে করা হয়েছে তা স্পষ্ট করতে হবে;</p> <p>১.৫ Abbreviation অংশে PPA এবং PPR এর পরিবর্তে PPA-2006 এবং PPR-2008 লিখতে হবে। PLI, CPTU, EPC সহ প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সকল শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ উল্লেখ করতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত কারিগরি শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (glossary) প্রতিবেদনে যুক্ত করতে হবে ;</p> <p>১.৬ প্রতিবেদনের ‘৪’ পৃষ্ঠায় ১.৬.৩ অনুচ্ছেদের টেবিলে শেষের সারিতে তথ্য উল্লেখ করে তার পরের সারিতে মোট সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে;</p> <p>১.৭ ডিপিপি’র যেসব অঙ্ক পরিমাণ হিসেবে ‘থোক’ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এড়ানো যেতো কিনা তা পর্যবেক্ষণে আলোচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে;</p> <p>১.৮ পণ্য ও কার্যের প্যাকেজ একত্র করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের (বিভাগ/সংস্থা/সিপিটিইউ) বক্তব্য প্রতিবেদনে যুক্ত করতে হবে;</p> <p>১.৯ ‘১৭’ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টেবিলে ২০০৫ সালের সারিতে মোট পরিমাণ সারি যোগ করতে হবে;</p> <p>১.১০ ‘৫১’ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টেবিলে ঠিকাদারের নামের পাশাপাশি দেশ উল্লেখ করতে হবে;</p> <p>১.১১ ‘৫৩-৫৪’ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টেবিলটি পর্যালোচনা করতে হবে;</p> <p>১.১২ ৩.৪.৯ অনুচ্ছেদের টেবিলে একটি কলাম যুক্ত করে সেখানে সর্বশেষ সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি উল্লেখ করতে হবে;</p> <p>১.১৩ প্রতিবেদনের সারণি ২.৪ বছরভিত্তিক উপকারভোগী শিক্ষার্থীর নমুনা বিভাজন সংশোধন করতে হবে;</p> <p>১.১৪ চতুর্থ অধ্যায়ে পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি এড়াতে হবে। দুর্বল দিকের ২ ও ৭ নং অনুচ্ছেদ অপসারণ এবং ৮ নং অনুচ্ছেদ পুনর্লিখন করতে হবে। সুযোগসমূহের ৩ নং অনুচ্ছেদের “...উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে” অপসারণ কিংবা পুনর্লিখন করতে হবে;</p> <p>১.১৫ পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে প্রকল্প দপ্তরের এ বিষয়ে বক্তব্য সন্নিবেশ করা যেতে পারে। ক্রয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ৭ নং অনুচ্ছেদ পুনর্লিখন করতে হবে;</p>	<p>১.১ প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপের শেষের অনুচ্ছেদ বিন্যাস করে দুটি অনুচ্ছেদ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা v);</p> <p>১.২ “... বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিদ্যুতের সিংহভাগ ঢাকায়...” এর পরিবর্তে ঢাকায় সুনির্দিষ্ট বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য পুনর্লিখন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১);</p> <p>১.৩ “রিভার ক্রসিং কাজের অগ্রগতি খুবই কম”। এর পরিবর্তে “রিভার ক্রসিং কাজের অগ্রগতি তুলনামূলক কম” লিখা হয়েছে (পৃষ্ঠা iv);</p> <p>১.৪ ACSR এবং ACCC এর মধ্যে তুলনাটি এ দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে করা হয়েছে তা স্পষ্ট করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫৭);</p> <p>১.৫ Abbreviation অংশে PPA এবং PPR এর পরিবর্তে PPA-2006 এবং PPR-2008 লিখতে হবে। PLI, CPTU, EPC সহ প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সকল শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা vi)। প্রতিবেদনে উল্লিখিত কারিগরি শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (glossary) প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে (পৃষ্ঠা viii);</p> <p>১.৬ প্রতিবেদনের ‘৪’ পৃষ্ঠায় ১.৬.৩ অনুচ্ছেদের টেবিলে শেষের সারিতে তথ্য উল্লেখ করে তার পরের সারিতে মোট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৪);</p> <p>১.৭ ডিপিপি’র যেসব অঙ্ক পরিমাণ হিসেবে ‘থোক’ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এড়ানো যেতো কিনা তা পর্যবেক্ষণে আলোচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫);</p> <p>১.৮ পণ্য ও কার্যের প্যাকেজ একত্র করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের (বিভাগ/সংস্থা/সিপিটিইউ) বক্তব্য প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৮১-৮৪);</p> <p>১.৯ ‘১৭’ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টেবিলে ২০০৫ সালের সারিতে মোট পরিমাণ সারি যোগ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৭);</p> <p>১.১০ ‘৫১’ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টেবিলে ঠিকাদারের নামের পাশাপাশি দেশ উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫১);</p> <p>১.১১ ‘৫৩-৫৪’ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টেবিলটি পর্যালোচনা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫২-৫৪);</p> <p>১.১২ ৩.৪.৯ অনুচ্ছেদের টেবিলে একটি কলাম যুক্ত করে সেখানে সর্বশেষ সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৬৬);</p> <p>১.১৩ প্রতিবেদনের সারণি ২.৪ বছরভিত্তিক উপকারভোগী শিক্ষার্থীর নমুনা বিভাজন সংশোধন করতে হবে (প্রযোজ্য নয়);</p> <p>১.১৪ চতুর্থ অধ্যায়ে পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি এড়াতে হবে। দুর্বল দিকের ২ ও ৭ নং অনুচ্ছেদ অপসারণ (পৃষ্ঠা ৭৩) এবং ৮ নং অনুচ্ছেদ পুনর্লিখন করতে হবে। সুযোগসমূহের ৩ নং অনুচ্ছেদের “...উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে” অপসারণ কিংবা পুনর্লিখন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৭৪);</p> <p>১.১৫ পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে প্রকল্প দপ্তরের এ বিষয়ে বক্তব্য সন্নিবেশ করা যেতে পারে। ক্রয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ৭ নং অনুচ্ছেদ পুনর্লিখন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৭৭);</p> <p>১.১৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩ নং সুপারিশের “সেজন্য বিদ্যমান... চাপ</p>

সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
১.১৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩ নং সুপারিশের “সেজন্য বিদ্যমান...চাপ থাকে” বাক্যটি বাদ দিতে হবে। ৯ নং সুপারিশ পুনর্লিখন করতে হবে;	থাকে” বাক্যটি বাদ দিতে হবে। ৯ নং সুপারিশ পুনর্লিখন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৭৯);
২.১ পদ্মা সেতুর সাথে সংশ্লিষ্টতা এ প্রকল্পের জন্য ইতিবাচক সেটি তুলে ধরতে হবে;	২.১ পদ্মা সেতুর সাথে সংশ্লিষ্টতা এ প্রকল্পের জন্য ইতিবাচক সেটি ধরা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৭২);
৪.১ প্রতিবেদনটি প্রকল্পের কেন টাইম ওভাররান এবং কস্ট ওভাররান হচ্ছে সে বিষয়ে বিশ্লেষণ সংযুক্ত করতে হবে;	৪.১ প্রতিবেদনটি প্রকল্পের কেন টাইম ওভাররান এবং কস্ট ওভাররান হচ্ছে সে বিষয়ে বিশ্লেষণ সংযুক্ত করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৮, ৫৮);
৫.১ প্রকল্পের মাঝ পর্যায়ে কন্সট্রাক্টর ACSR হতে ACCC তে পরিবর্তন হওয়ার জন্য প্রকল্পের মূল ডিপিপি হতে অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	৫.১ প্রকল্পের মাঝ পর্যায়ে কন্সট্রাক্টর ACSR হতে ACCC তে পরিবর্তন হওয়ার জন্য প্রকল্পের মূল ডিপিপি হতে অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৮, ৫৬);
৫.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় কার্য এবং পণ্যের প্যাকেজকে সমন্বিত করা বিধি সম্মত ছিলো কিনা সেটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	৫.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় কার্য এবং পণ্যের প্যাকেজকে সমন্বিত করা বিধি সম্মত ছিলো কিনা সেটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৭৭);
৫.৩ প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপে প্রকল্পের মেয়াদ, ব্যয় এবং সর্বশেষ ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যুক্ত করতে হবে;	৫.৩ প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপে প্রকল্পের মেয়াদ, ব্যয় এবং সর্বশেষ ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যুক্ত করা হয়েছে (পৃষ্ঠা iv);
৬.১ সূচিপত্রে নির্বাহী সার-সংক্ষেপ যুক্ত করতে হবে।	৬.১ সূচিপত্রে নির্বাহী সার-সংক্ষেপ যুক্ত করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ii)।
৭.১ নির্বাহী সার-সংক্ষেপের সর্বশেষ অনুচ্ছেদের ১০ম লাইন “বাস্তবায়িত ৪০০ কেভি...” পুনর্লিখন করতে হবে;	৭.১ নির্বাহী সার-সংক্ষেপের সর্বশেষ অনুচ্ছেদের ১০ম লাইন “বাস্তবায়িত ৪০০ কেভি...” পুনর্লিখন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা v);
৭.২ প্রকল্পের একটি অংশে ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করার বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	৭.২ প্রকল্পের একটি অংশে ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করার বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৮);
৭.৩ সামগ্রিকভাবে নির্বাহী সার-সংক্ষেপ পুনর্লিখন করতে হবে; এবং	৭.৩ সামগ্রিকভাবে নির্বাহী সার-সংক্ষেপ পুনর্লিখন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা iv-v); এবং
৭.৪ প্রতিবেদনের শব্দের বানান ভুলগুলো সংশোধন করতে হবে।	৭.৪ প্রতিবেদনের শব্দের বানান ভুলগুলো সংশোধন করা হয়েছে।

‘আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Draft Final Report এর ওপর অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও তার বাস্তবায়ন

সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
৩.১ প্রতিবেদনের (Report) কাঠামো আইএমইডি’র ০৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২১.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২০.১২ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে হতে হবে;	৩.১ প্রতিবেদনের (Report) কাঠামো আইএমইডি’র ০৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২১.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২০.১২ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১-৮০);
৩.২ প্রতিবেদনের তথ্য, ভাষা, বানান ও সম্পাদনাজনিত ত্রুটি পরিহার করতে হবে;	৩.২ প্রতিবেদনের তথ্য, ভাষা, বানান ও সম্পাদনাজনিত ত্রুটি পরিহার করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১-৮০);
৩.৩ পদ্মা নদীর মাঝে রিভার ক্রসিং টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এ প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ। এ অঙ্গের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে;	৩.৩ পদ্মা নদীর মাঝে রিভার ক্রসিং টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এ প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ। এ অঙ্গের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৭৬.৭৯);
৩.৪ প্রকল্পটি সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পায়রা, রামপাল, মংলায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনে বিঘ্ন ঘটলে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; এবং	৩.৪ প্রকল্পটি সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পায়রা, রামপাল, মংলায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনে বিঘ্ন ঘটলে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫); এবং
৩.৫ খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশ সমূহের আলোকে প্রতিবেদনটি সংশোধন পূর্বক আইএমইডি’র চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ২০/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	৩.৫ খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশ সমূহের আলোকে প্রতিবেদনটি সংশোধন পূর্বক আইএমইডি’র চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ২০/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে দাখিল করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮)।